৪৬তম বিসিএস লিখিত ফুল কোর্স

আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি

লেকচার: ০১+০২

টপিক: আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা, পরিধি ও তাৎপর্য, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংযোগ ও সম্পর্ক।

বিশ্বের সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী চলকসমূহ: আধুনিক রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের প্রকারভেদ, সার্বভৌমত্ব, অ-রাষ্ট্রীয় কর্ম, আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্রীয় এবং অ-রাষ্ট্রীয় কর্মসমূহের মধ্যে সম্পর্ক।

শক্তি ও নিরাপত্তা: জাতীয় শক্তি, শক্তিসাম্য, নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র-নিয়ন্ত্রণ, ভূ-রাজনীতি ও সন্ত্রাসবাদ।

বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতি: বৈদেশিক নীতি ও কূটনীতির ধারণা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, কূটনীতিকের কার্যাবলি, কূটনীতিকদের অব্যাহতি ও দায়মুক্তি।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক: আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, মুক্ত বাণিজ্য, সংরক্ষণবাদ, বৈদেশিক সাহায্য, ঋণ সংকট, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ (এফডিআই), আর্থিক উদারীকরণ, আঞ্চলিকতা ও আঞ্চলিকরণ, নর্থ -সাউথ গ্যাপ, বৈশ্বিক দারিদ্র্য, এমডিজি।

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy

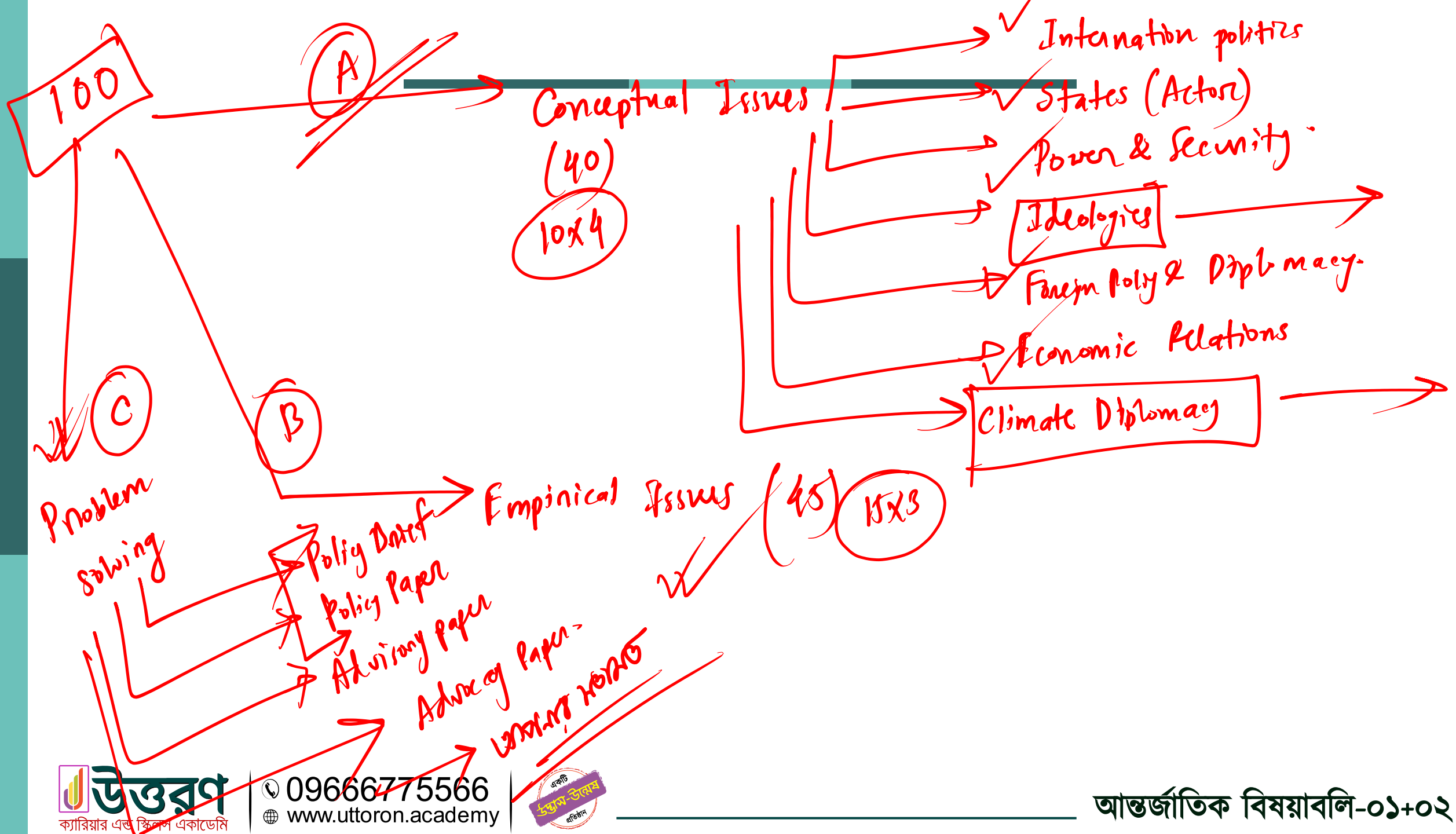

100

A → Conceptual Issues (40) 10x4
- International politics
- States (Actor)
- Power & Security
- Ideologies
- Foreign Policy & Diplomacy
- Economic Relations
- Climate Diplomacy

B → Empirical Issues (45) 15x3

C → Problem solving
- Policy Brief
- Policy Paper
- Advisory paper
- Advocacy Paper

100 40 → 10 x 4

(Challenging + Bonus) 2-6

7 chapter → 10 ques 2/3 ques

30/40

4 types

1) Definition wise/type. ✓

** 2) Explanation type. ✓

3) Organization → ✓ → 4 Pwli

4) কার্যাবলি / সমস্যা → ✓

5) মিশ্র ✓

Advise:

1) Concept clear.

2) বড় প্রশ্ন 8x4=32

3) কার্যালয় নিয়ে ধারণা।

4) 1/2 theory

Style: 4 marks → 1 page / 2 page / 1.5 page / size(...) / 2 page → unlimited

100 → 180

200 → 240 m.

4 marks → 4×1.8 = 7.2 min

5 4 marks → 7 min / 8 min

1 hr 30 min ± 5 min

1 hr 15 min

Depth

1) Targeted question → 6

2) Unknown / prep ... 1 page / 1.25 page

Structure:

Definition + Explanation

i) ভূমিকা/Intro (title থেকে [illegible]) 1/2 line

ii) Definition (সংজ্ঞা) [illegible] → ([illegible]) 2 line

Heading

iii) বর্ণনা/বিশ্লেষণ (2 Pr / 1 Pr) (English/Bangla)

Eng/Ban → Blue (নীল)

iv) উপসংহার/মতামত (suppliment)

v) Finishing Line (single line)

6 part

Part-A 5

Part-B 1

Part-C 1

3 প্রশ্ন

1 প্রশ্ন

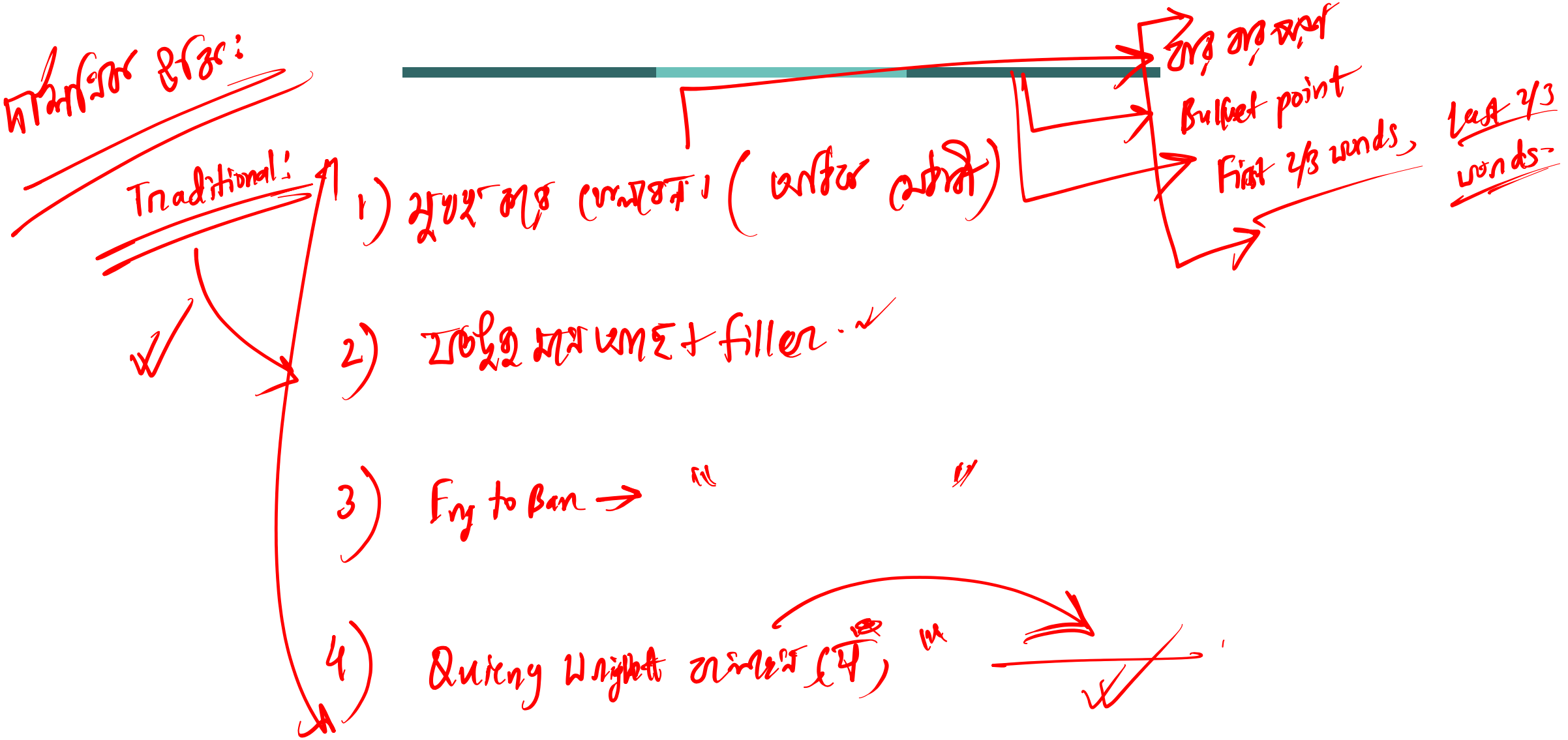

দালিলিক উত্তর:

Traditional:

1) মুখস্থ করে লেখা। (অতীত প্রবণতা)
   - কম কম লেখা
   - Bullet point
   - First 1/3 words, last 1/3 words

2) প্রত্যেক প্রশ্নে + filler

3) Eng to Ban →

4) Query weight অনুযায়ী (৭)

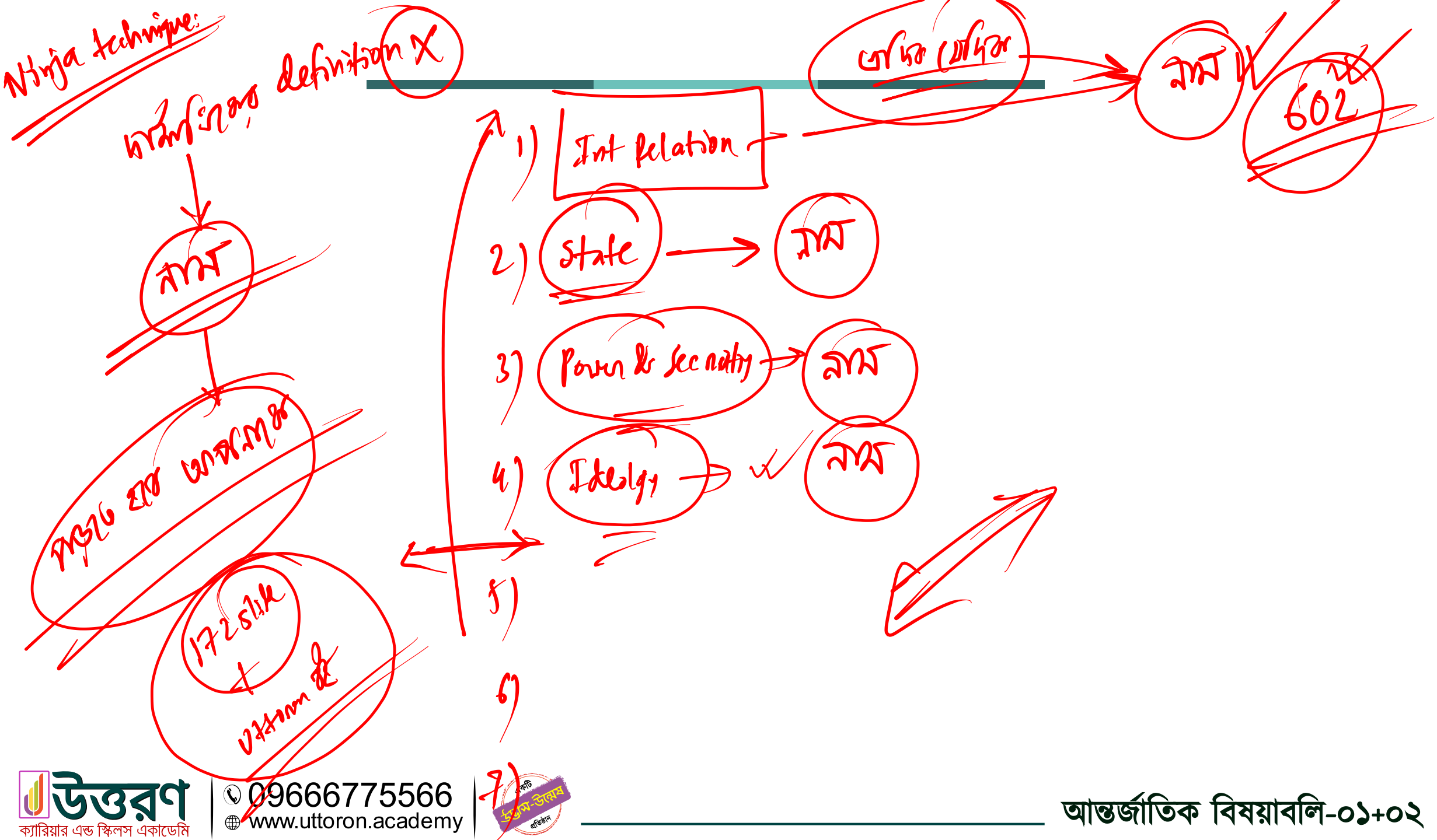
Ninja technique:
1) Int Relation
2) State
3) Power & Security
4) Ideology
5)
6)
7)

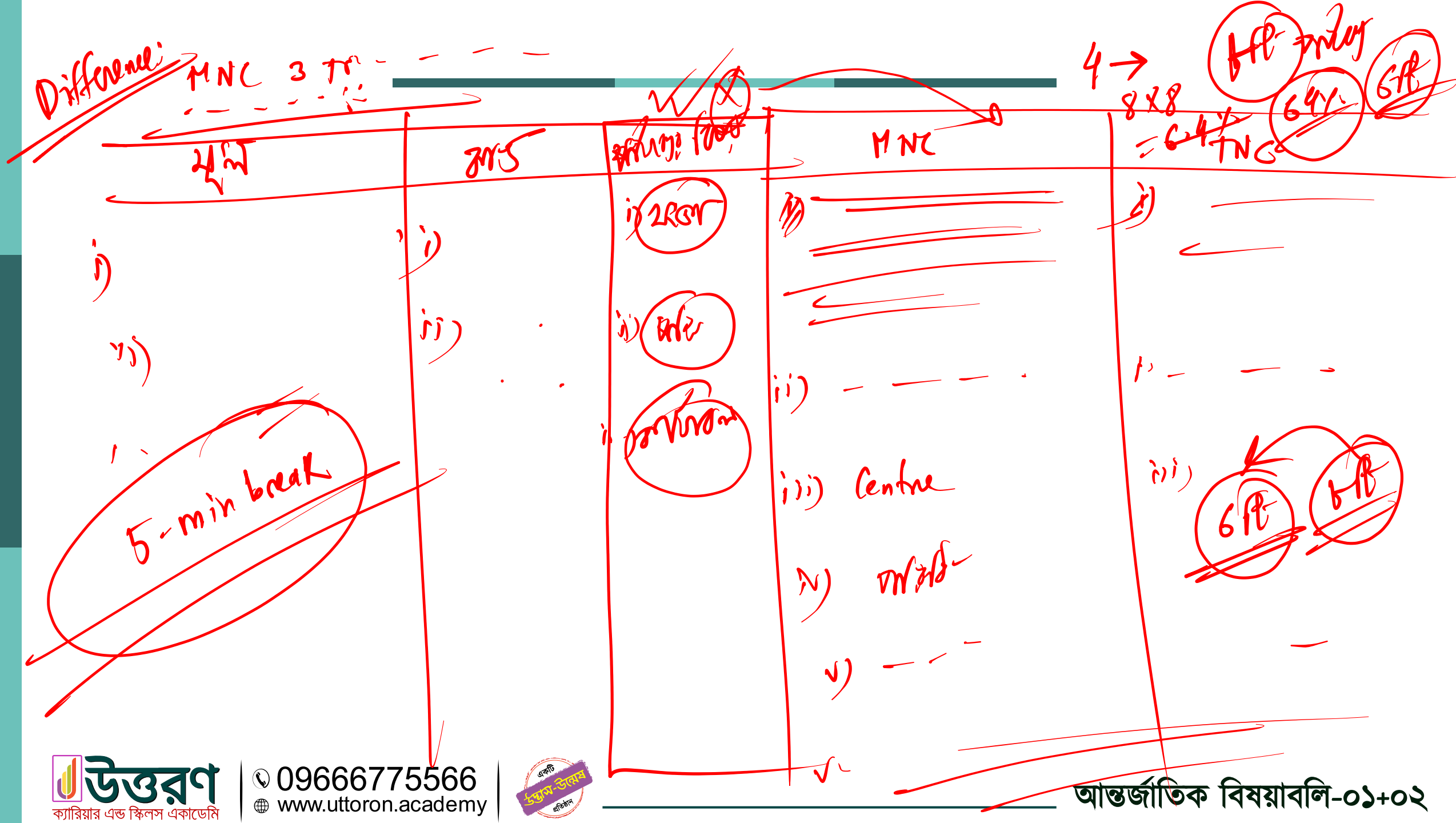

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি
09666775566
www.uttoron.academy
একটি উল্লাস-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

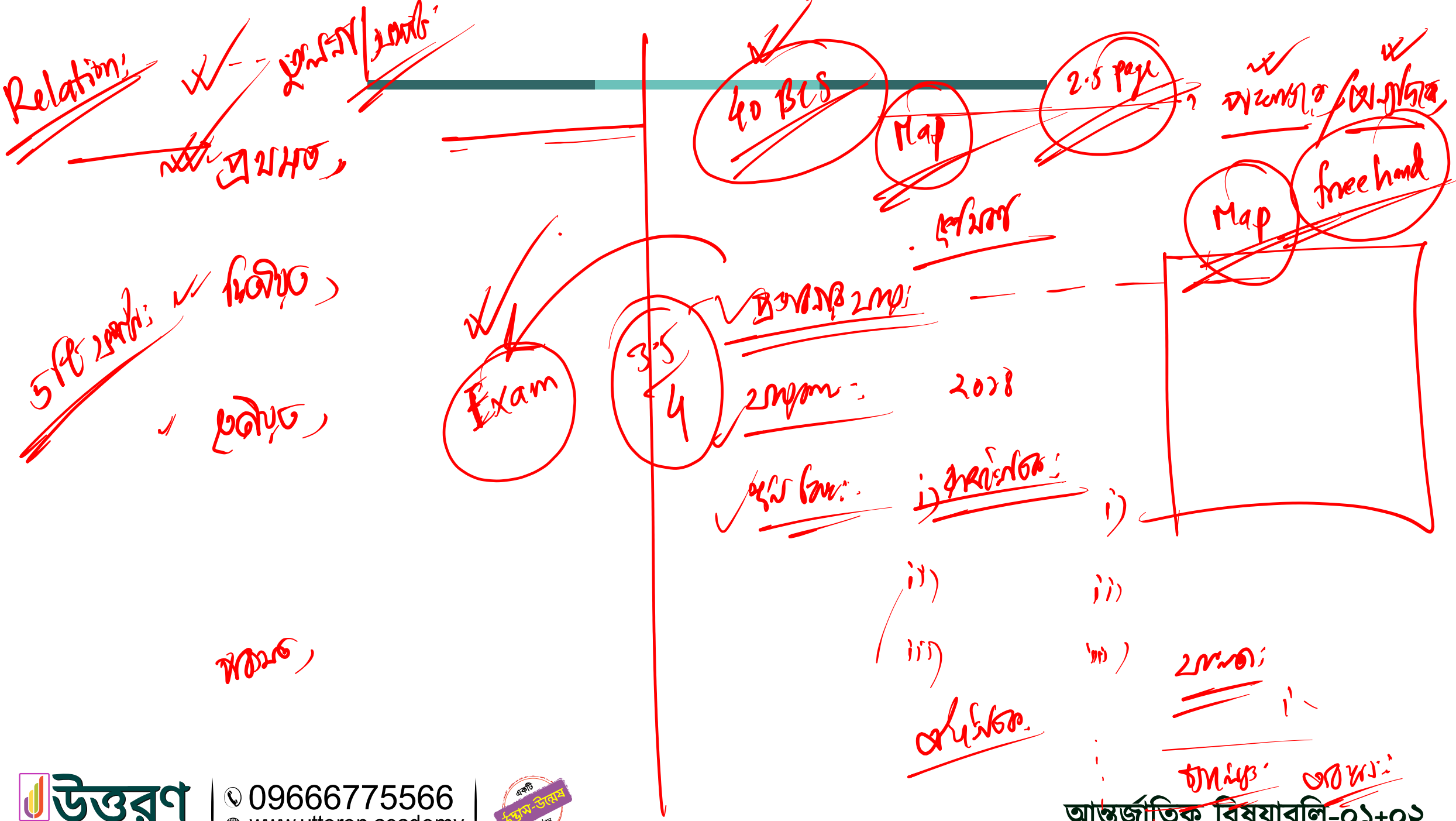

Relation:

40 BCS

Map

2.5 page

Map

free hand

Exam

3.5

4

২০২৪

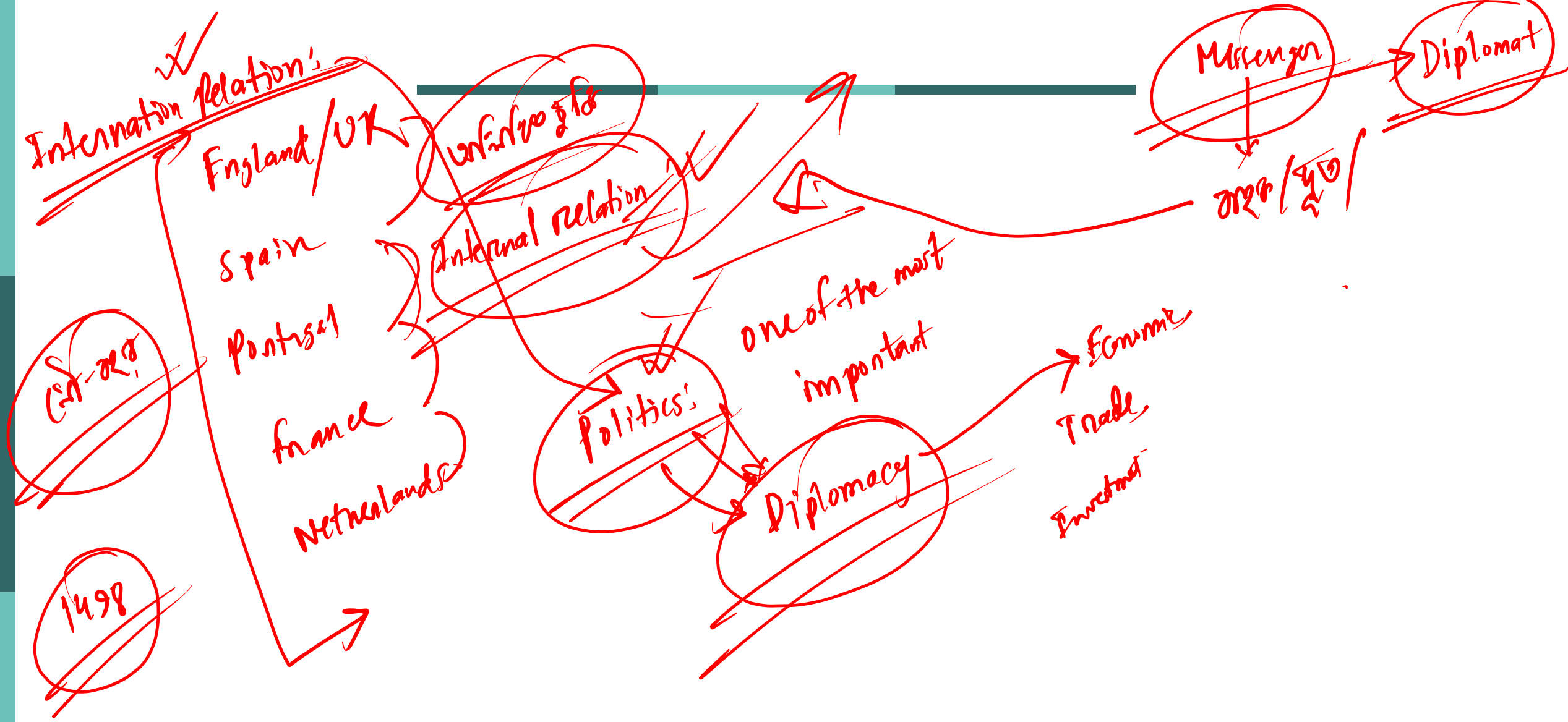
International Relation's
England/UK
Spain
Portugal
France
Netherlands
1498
Internal relation
Politics
one of the most important
Diplomacy
Economic
Trade
Investment
Messenger
Diplomat

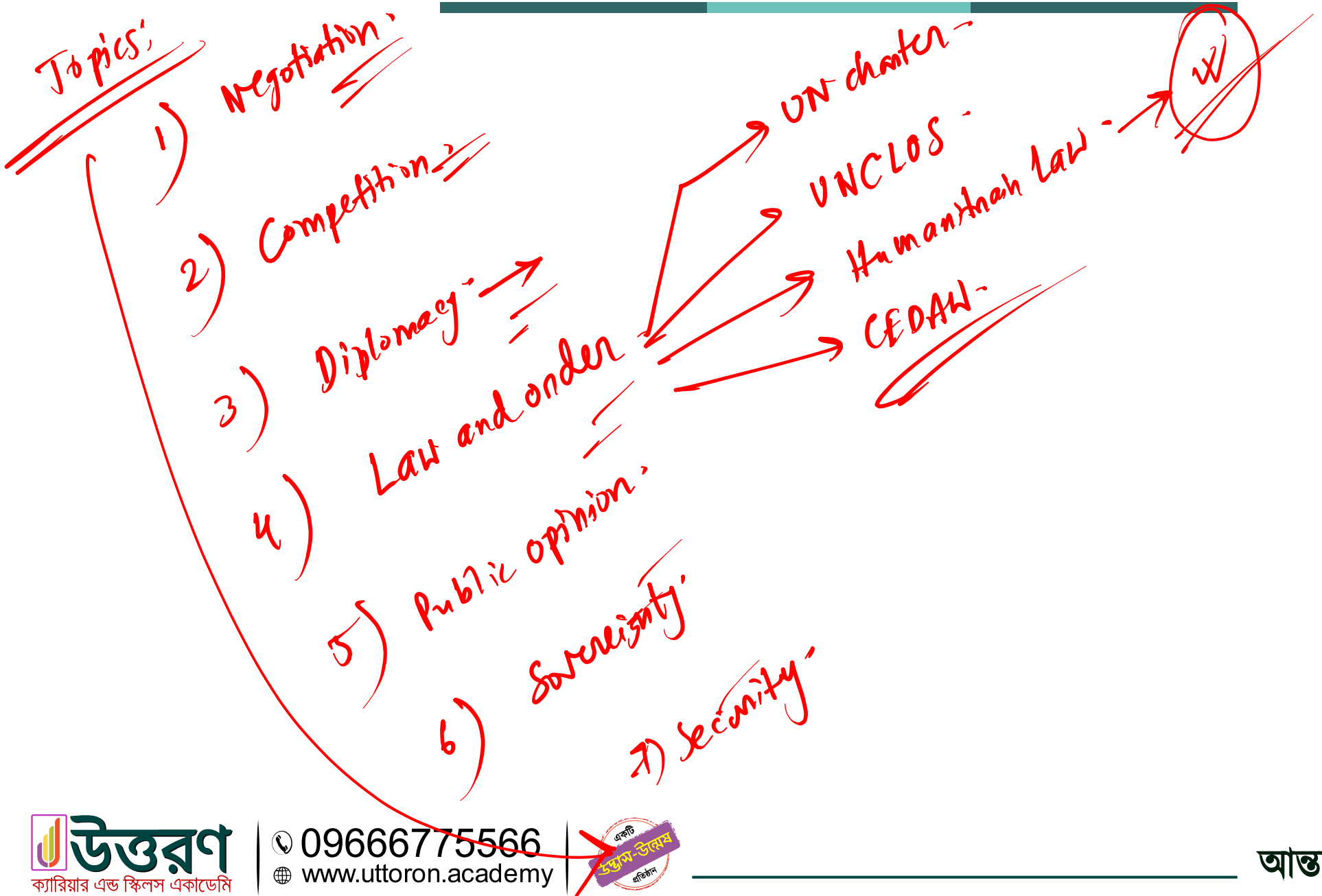

Topics:

1) Negotiation.
2) Competition.
3) Diplomacy.
4) Law and order
   - UN charter
   - UNCLOS
   - Humanitarian law
   - CEDAW
5) Public opinion.
6) Sovereignty
7) Security

Determination:

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ভূমিকা

➲ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের কথাবার্তা শুরু হলেও মূলত এর আলোচনা ব্যাপকতা লাভ করে ২য় বিশ্বযুদ্ধের পরে। যেকোনো তত্ত্বের মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক তত্ত্বের মূল কাজ হল বহির্বিশ্বের মধ্যকার সম্পর্ক সমূহের বাখ্যা, বর্ণনা এবং অনুমান করা।

✪ "The study of international relations is mainly concerned with the study of actions, reactions and interactions among certain entities, usually national states." – **Adi. H. Doctor**
অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক রাষ্ট্রসমূহের ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া ও আন্তঃক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করে।

✪ "The core of international relation is international politics." – **Morgenthau**
অর্থাৎ, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মর্মকথা হল আন্তর্জাতিক রাজনীতি।

✪ "The study of international relations, like the world community itself, in transition." - **Palmer & Perkins**
অর্থাৎ, বিশ্ব সম্প্রদায়ের মত আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়ন ও পরিবর্তনশীল।

✪ "আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথে রাষ্ট্রের সাম্যতা বুঝায়।" রাষ্ট্র এখানে Abstract Concept. তাই রাষ্ট্র বলতে সরকার বোঝায়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের স্তরসমূহ

ব্যক্তিগত (Individuals)

- Personality
- Perception
- Activities
- Choices

আন্তর্জাতিক (International)

- Normos/Rules
- Alliances
- Intergovernmental Organization
- Multinational Co-operations

জাতীয় (National)

- Government
- Economy
- Interest Group
- National Interest

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়

- সার্বিক বিকাশ
- রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃক্রিয়া
- সমাজব্যবস্থাকে ত্বরান্বিত করা
- বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা
- পররাষ্ট্রনীতি
- ভৌগোলিক সহ-অবস্থান
- সার্বভৌমত্ব
- শক্তির ভারসাম্য
- কূটনীতি
- যুদ্ধ
- সমঝোতা ও দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক
- সাংস্কৃতিক যোগাযোগ
- দ্বন্দ্ব
- সহযোগিতা
- অর্থনীতি
- সমতা ও ন্যায়

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

➲ আন্তঃরাষ্ট্রীয় আচরণ হতে পারে ২ ধরনের-

১. দ্বন্দ্বমূলক আচরণ

২. সহযোগিতামূলক আচরণ

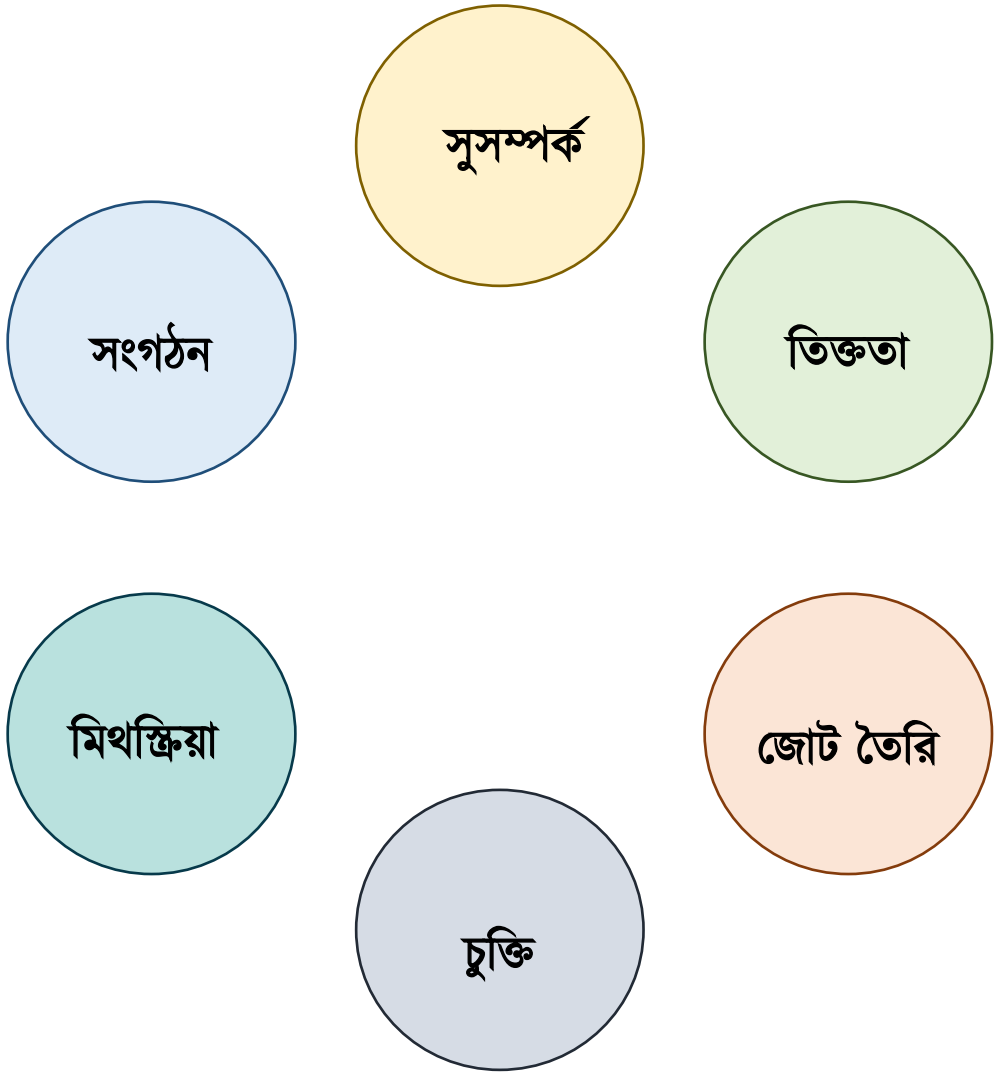

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

- যুদ্ধের হাত থেকে মানবজাতিকে নিষ্কৃতি
- সাংস্কৃতিক
- পররাষ্ট্রনীতি
- জাতিগত গঠন, ভৌগোলিক অবস্থান, ঐতিহাসিক পটভূমিকা, ধর্ম বা মতাদর্শ
- বৃহৎ ও অতিবৃহৎ শক্তিসমূহের সঙ্গে সম্পর্ক
- সমকালীন ঘটনাবলির বিশ্লেষণ ও বিভিন্ন ঘটনাবলি
- পারমাণবিক নিবারণ, পারমাণবিক কৌশল, পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ এবং সন্ত্রাস
- বিকাশশীল দেশের অর্থ-ব্যবস্থাকে কব্জা

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

❖ **ভিনসেন্ট বেকার- সাতটি বিষয়কে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্তর্ভুক্ত করেন। এগুলো হলো–**

১. আন্তর্জাতিক রাজনীতির প্রকৃতি এবং এর প্রধান শক্তিসমূহ

২. জাতীয় শক্তির সীমাবদ্ধতা এবং নিয়ন্ত্রণ

৩. আন্তর্জাতিক জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সংগঠন

৪. **এক বা বহু রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি**

৫. জাতীয় স্বার্থরক্ষা করার জন্য কৌশলসমূহ

৬. জাতীয় শক্তির উপাদানসমূহ

৭. সাম্প্রতিককালের আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির ইতিহাস এবং অন্যান্য উপাদানসমূহের পটভূমিকা রূপে ঐতিহাসিক উপাদানসমূহ

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিধি ও বিষয়বস্তু

❖ গ্রেসন কার্ক (Grayson Kirk)- আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচ্য বিষয়রূপে মোট পাঁচটি বিষয় যুক্ত করেন। সেগুলো হলো–

(০১) ব্যবস্থার প্রকৃতি ও পরিচালনা

(০২) রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানসমূহ

(০৩) বৃহৎশক্তিগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থান এবং তাদের বৈদেশিক নীতি

(০৪) আধুনিক আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ইতিহাস

(০৫) একটি স্থায়ী এবং সুসংহত বিশ্বব্যবস্থা তৈরি করা

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক প্রসারিত হওয়ার কারণ

- ❑ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের পরিবর্তন
- ❑ রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি
- ❑ জাতীয় শক্তির ধারণা
- ❑ ব্যাপক প্রচারণা
- ❑ উদ্ভূত জটিল বিশ্বব্যবস্থা
- ❑ আন্তর্জাতিক সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি
- ❑ জাতীয়তাবাদের সম্প্রসারণ
- ❑ পররাষ্ট্রনীতির পরিবর্তন
- ❑ যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা

আন্তর্জাতিক রাজনীতি

- **বিখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বলেছেন,** 'International politics like all politics is a struggle for power, whatever the ultimate aims of international politics, power is always the immediate aim'

- **অধ্যাপক প্যাডেলফোর্ড এবং লিংকন আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে,** "The contacts and associations among the governments of the different states of the world from the basis and the substance of international relations and world politics"

- **পামার ও পারকিন্স এর মতে,** "আন্তর্জাতিক রাজনীতি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সম্পর্ক ও কূটনীতি নিয়ে আলোচনা করে।"

আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিষয়বস্তু

✓ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্য বিষয়ের উপর হ্যানস জে. মরগ্যানথু তাঁর 'Politics Among Nations' গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ দেন। তার বর্ণনায় আন্তর্জাতিক রাজনীতির আলোচ্যসূচিভুক্ত বিষয়সমূহ হলো:

▪ আন্তর্জাতিক রাজনীতির তত্ত্ব ও প্রয়োগ;	• আন্তর্জাতিক আইন;
▪ ক্ষমতার লড়াই;	• রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব;
▪ সাম্রাজ্যবাদ;	• আন্তর্জাতিক সংগঠন (লীগ অব নেশনস এবং জাতিসংঘ);
▪ কূটনীতি;	• কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ও শান্তি;
▪ রাজনৈতিক মতাদর্শ;	• অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শান্তিপূর্ণ পরিবর্তন;
▪ শক্তির ভারসাম্য, কাঠামো ও পদ্ধতি;	• নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি; এবং
▪ আন্তর্জাতিক নৈতিকতা;	• নিরাপত্তা ও যৌথ নিরাপত্তা।
▪ বিশ্ব জনমত;	

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক

✓ আন্তর্জাতিক রাজনীতি বর্তমান বিশ্ব ব্যবস্থায় একটি জটিল রূপ। এটি কিছু নির্দিষ্ট ও কিছু পরিবর্তনশীল উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক উপাদানগুলো নিচে আলোচনা করা হলো –

- **ভৌগোলিক অবস্থান:** আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্ব অপরিসীম। Morgantheau-এর মতে "ভূগোল সবচেয়ে স্থায়ী উপাদান, যার উপর কোনো দেশের শক্তি নির্ভর করে"।
- **প্রাকৃতিক সম্পদ:** প্রাকৃতিক সম্পদ আন্তর্জাতিক রাজনীতি নিয়ন্ত্রণের অন্যতম হাতিয়ার। **অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিঙ্কন এর মতে,** 'একটি দেশের শক্তি-সামর্থ্য প্রধানত তার প্রাকৃতিক সম্পদের উপর দখল অথবা অভাব দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।'
- **শিল্প:**
- **সামরিক শক্তি:**

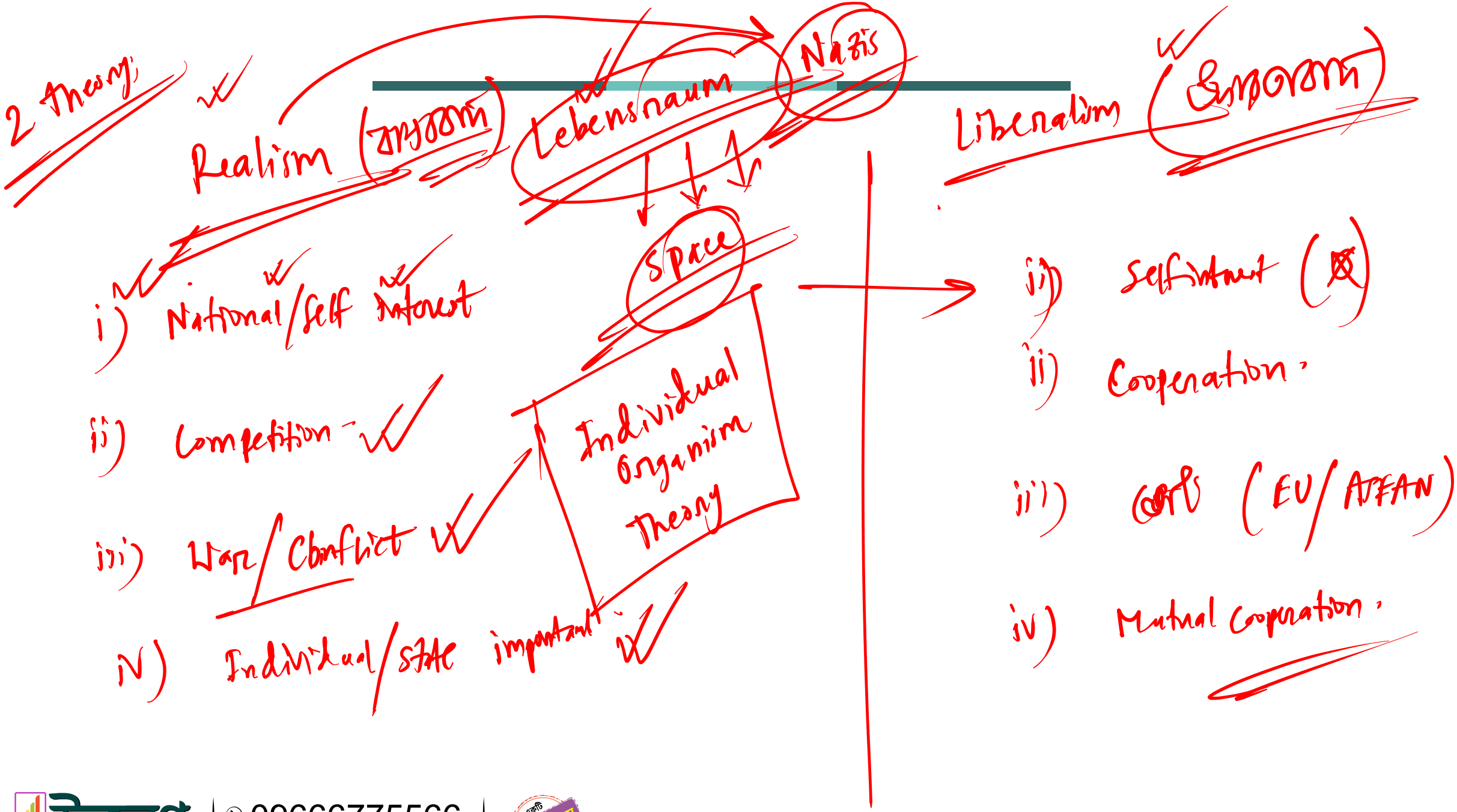

2 Theory;

Realism (বাস্তববাদ) — Lebensraum — Nazis

Lebensraum → Space → Individual Organism Theory

i) National/Self Interest
ii) Competition
iii) War/Conflict
iv) Individual/State important

Liberalism (উদারতাবাদ)

i) Self interest (✗)
ii) Cooperation.
iii) IGOs (EU/ASEAN)
iv) Mutual cooperation.

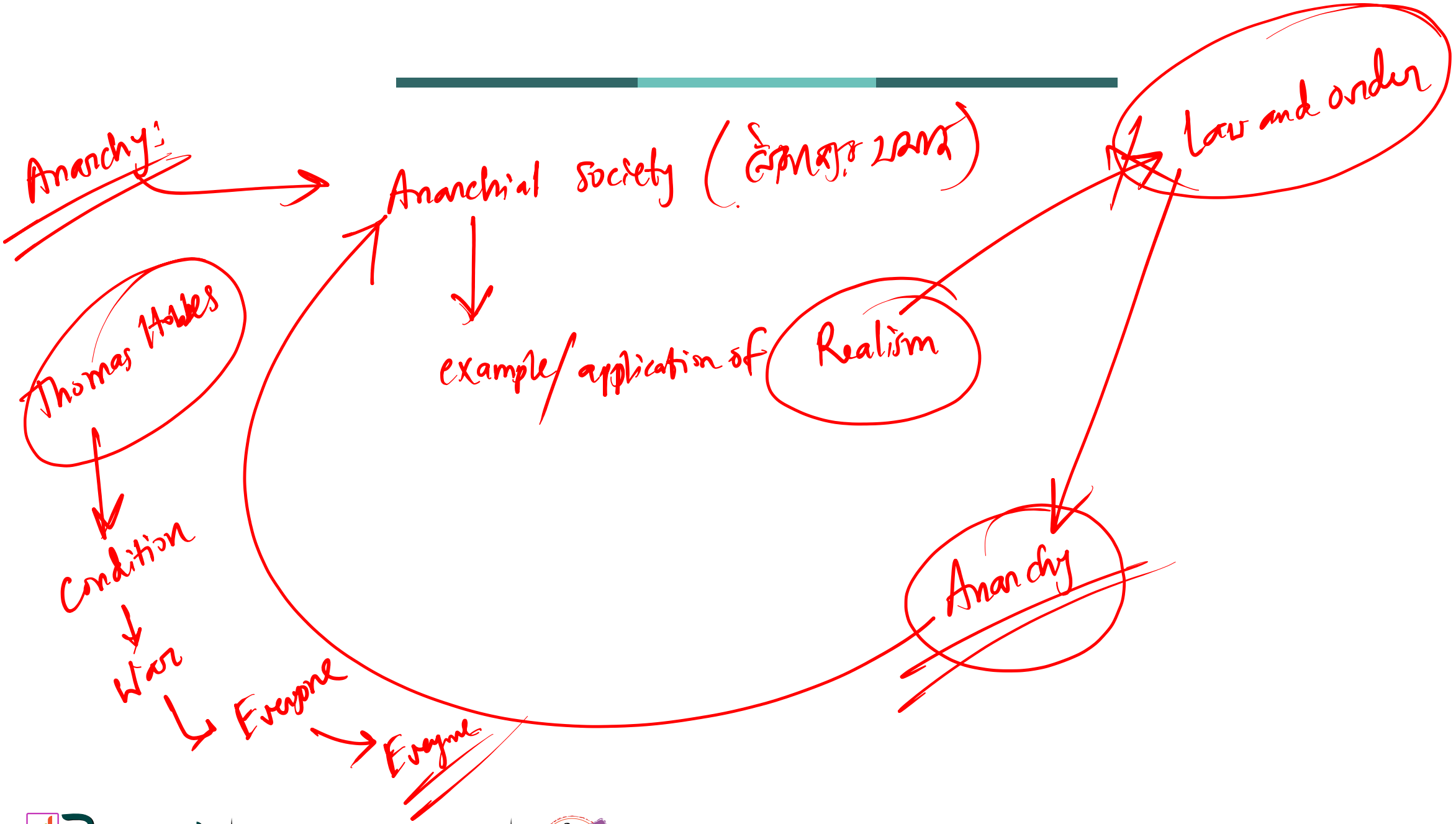

Anarchy:
Anarchial society
example/application of
Realism
Law and order
Thomas Hobbes
Condition
War
Everyone
Everyone
Anarchy

Game Theory

International Politics (Actor → States)

i) Chicken Theory / Model

ii) Prisoner's dilemma

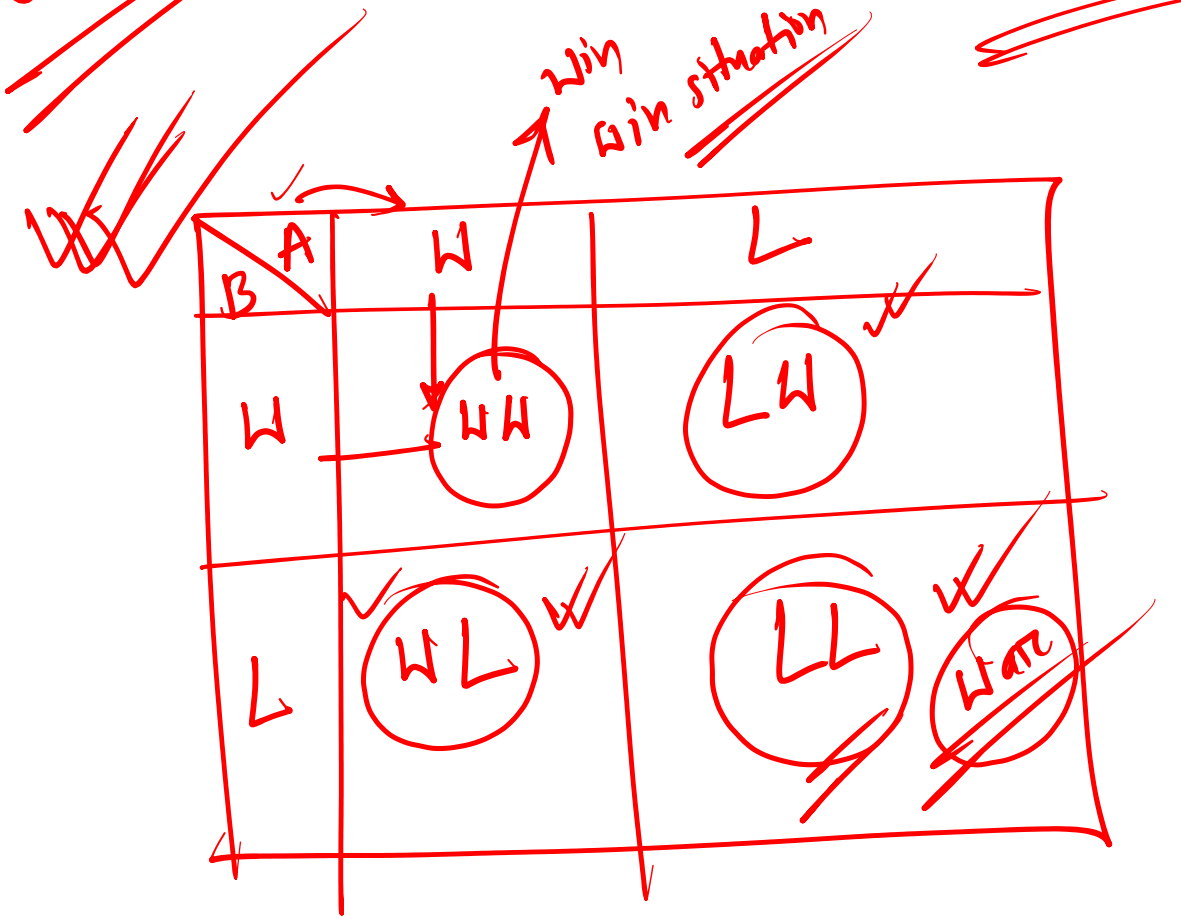

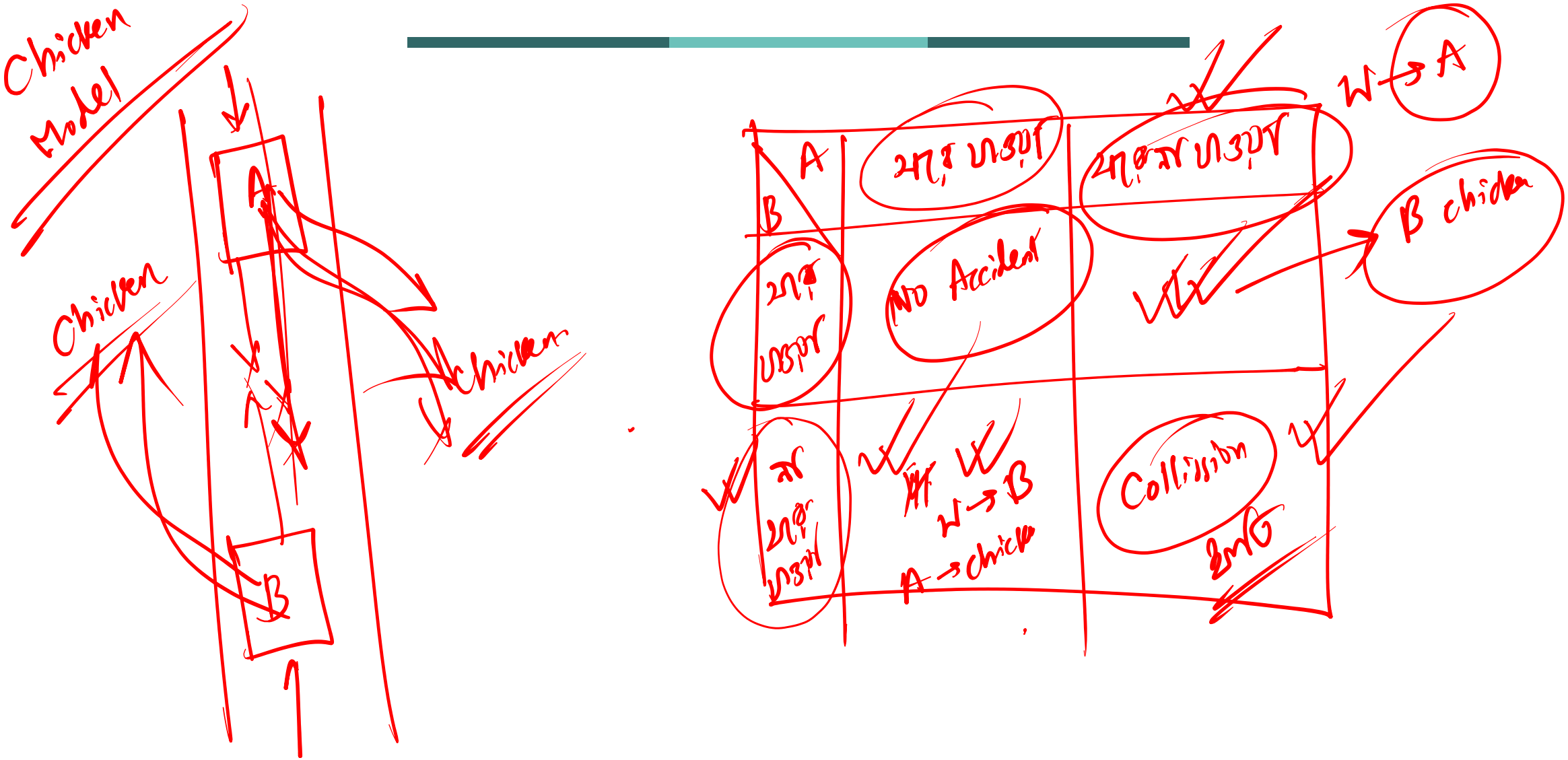

Chicken Model
A
B
Chicken
Chicken
Chicken

A
B
No Accident
Collision
W → A
B chicken
W → B
A → chick

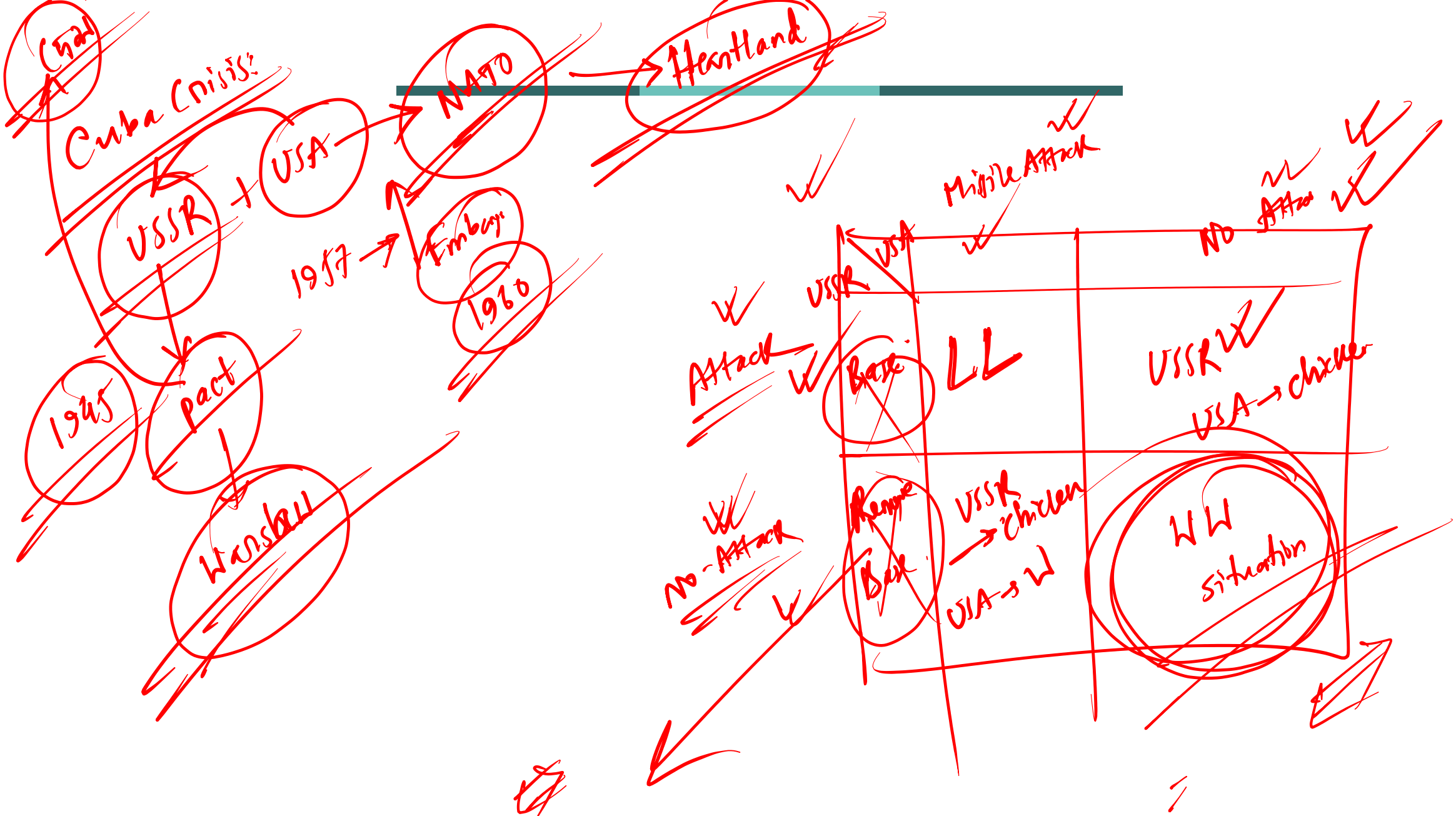

Cuba Crisis
USSR
USA
NATO
Heartland
1957
1960
1945
pact
Missile Attack
No Attack
Attack
No-Attack
USSR
USA
USSR → Chicken
WW
situation

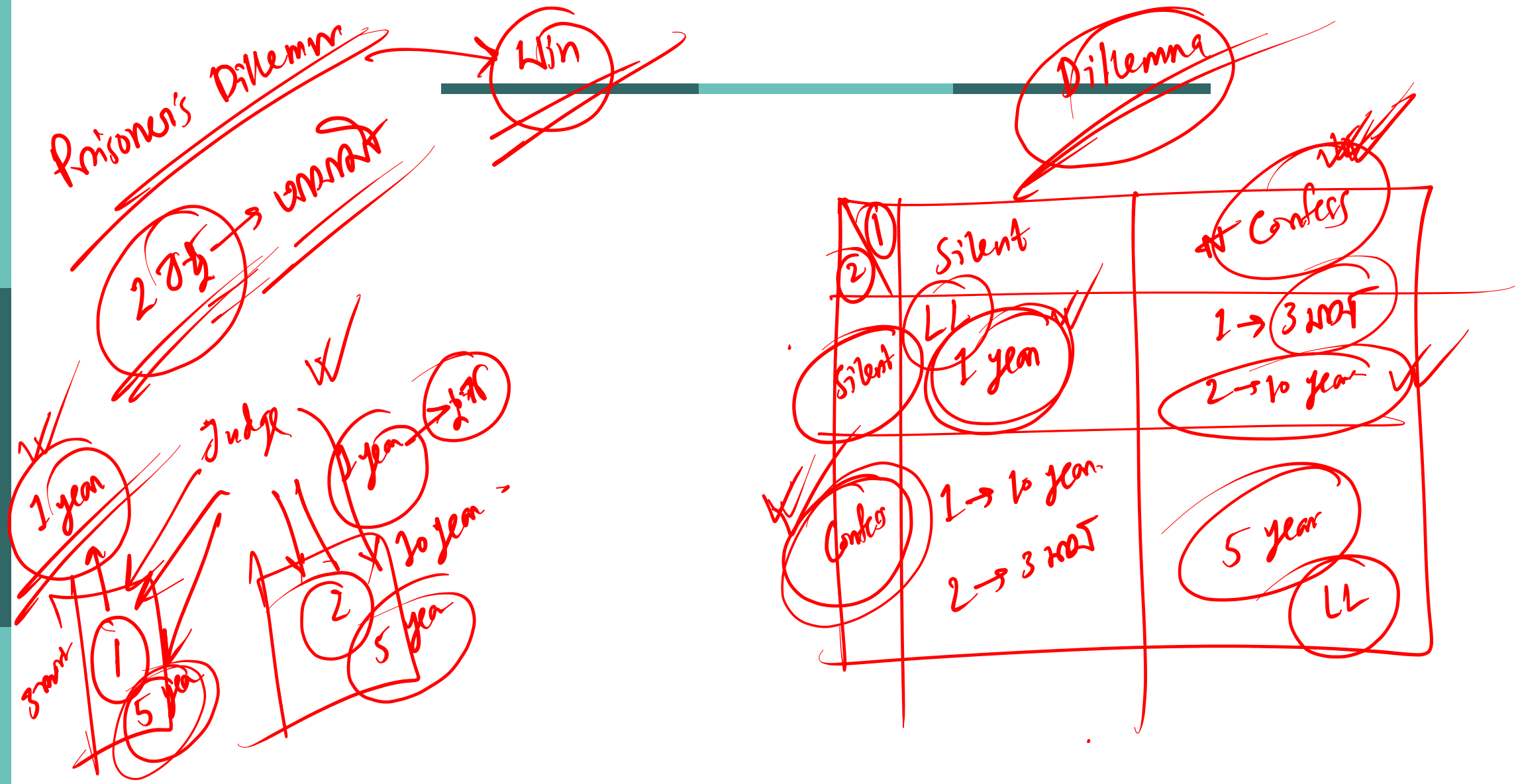

Prisoner's Dilemma → Win

2 জন → আসামী

Dilemma

(1) / (2)	Silent	Confess
Silent	1 year (LL)	1 → 3 মাস 2 → 10 year
Confess	1 → 10 year 2 → 3 মাস	5 year (LL)

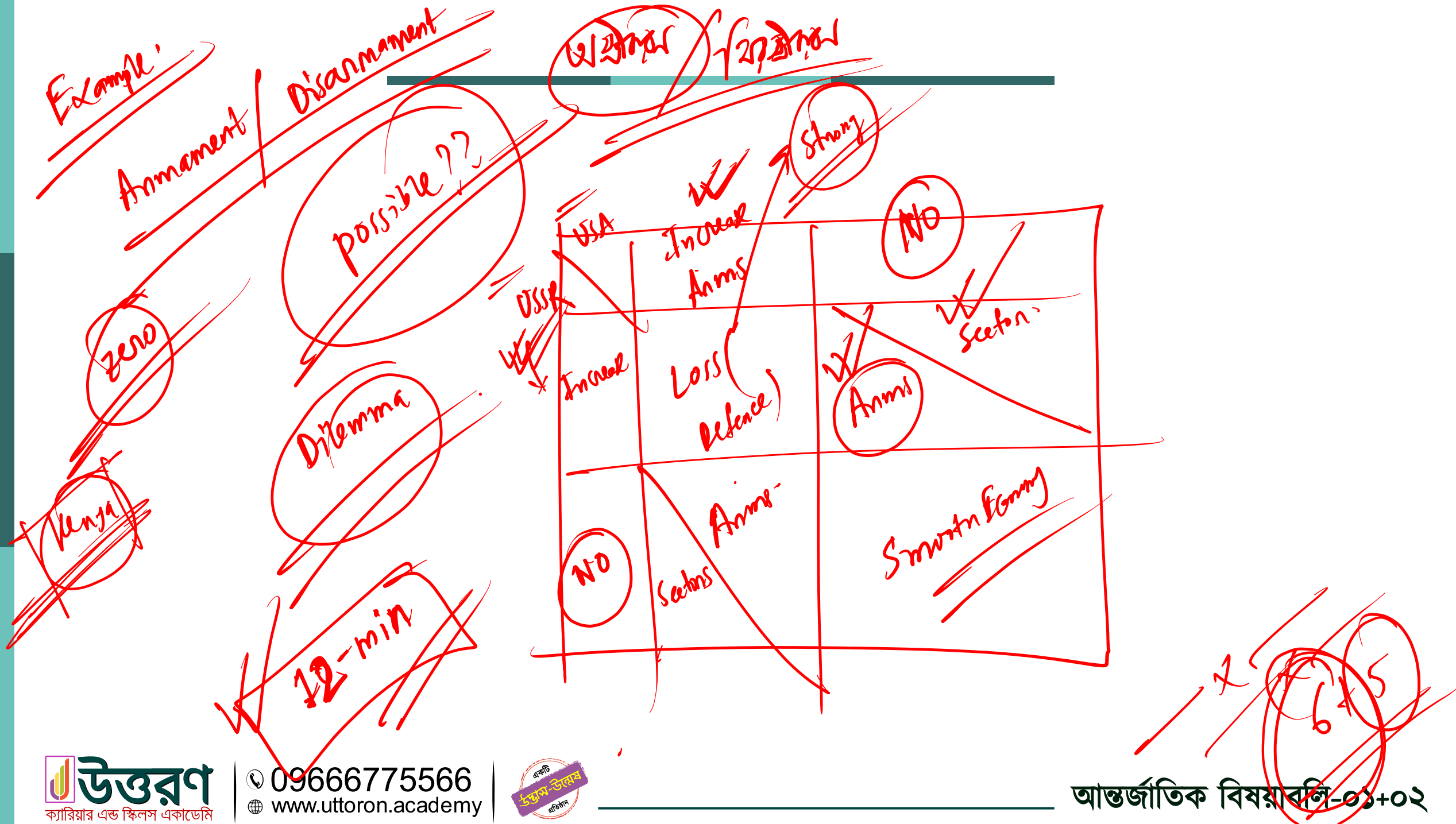

Example: Armament / Disarmament

অস্ত্রায়ন / নিরস্ত্রীকরণ

possible??

zero

Kenya

Dilemma

12-min

615

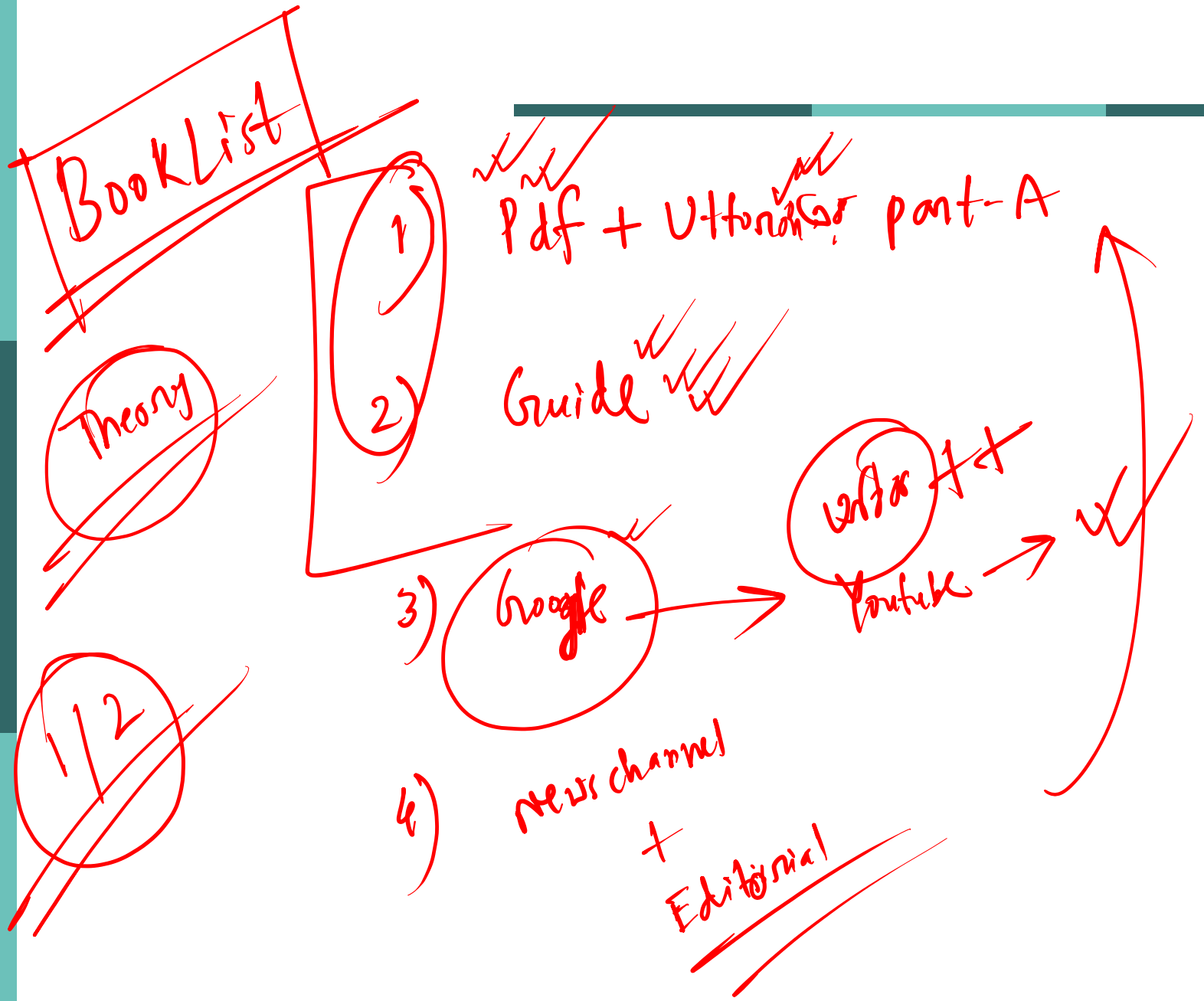

Book List

Theory

1/2

1) Pdf + Uttoron's part-A

2) Guide

3) Google → Youtube

4) news channel + Editorial

আন্তর্জাতিক রাজনীতির নিয়ন্ত্রক

- নেতৃত্ব ও যোগ্যতা:
- কূটনৈতিক সক্ষমতা:
- সংস্কৃতি:
- তথ্য প্রযুক্তি:

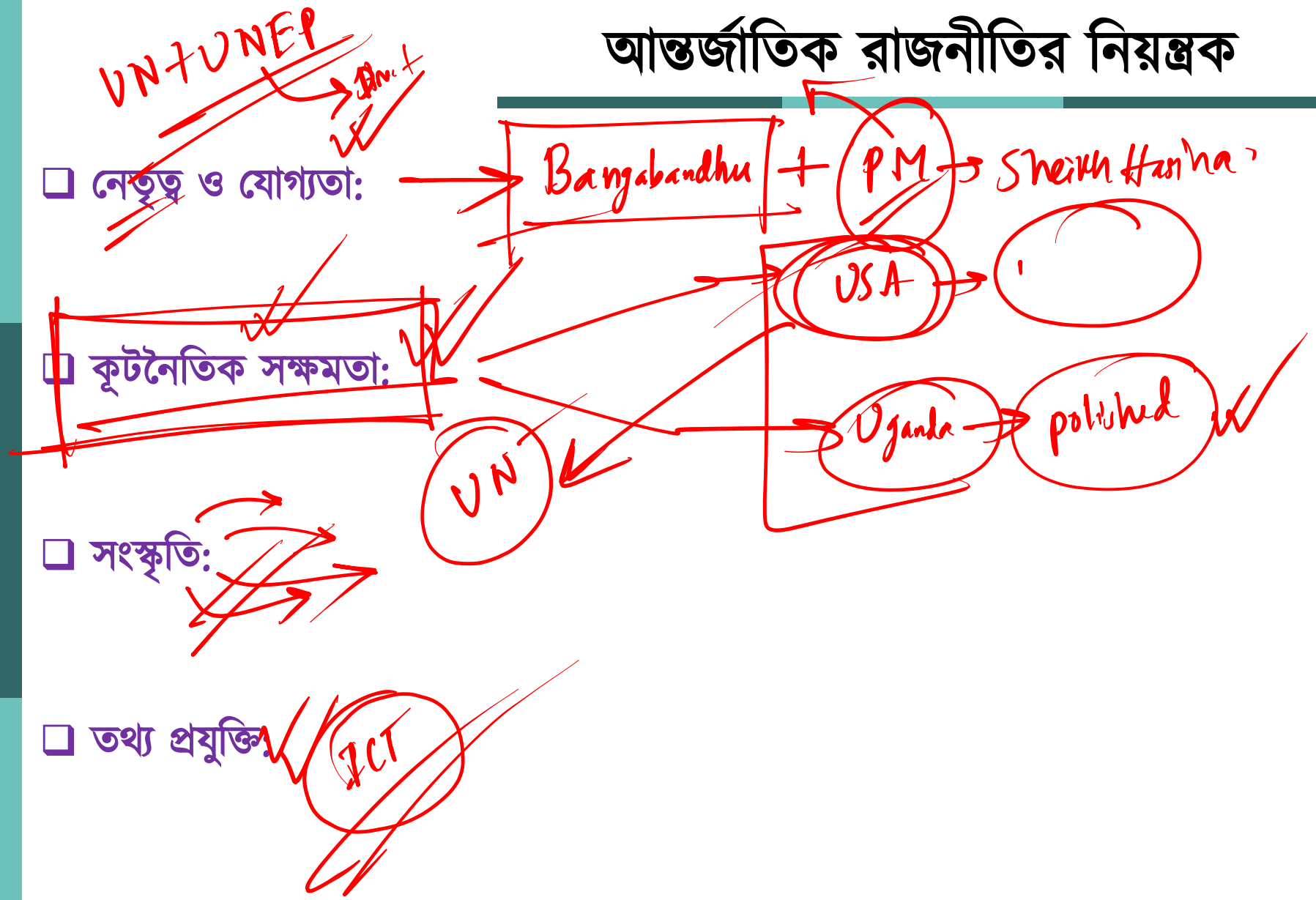

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের প্রধান লক্ষ্য হলো জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা। এছাড়াও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অন্যতম উদ্দেশ্য। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে একটা দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তা নিম্নে দেওয়া হলো–

❑ **আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি:**

❑ **পারস্পরিক নির্ভরশীলতা:**

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের গুরুত্ব

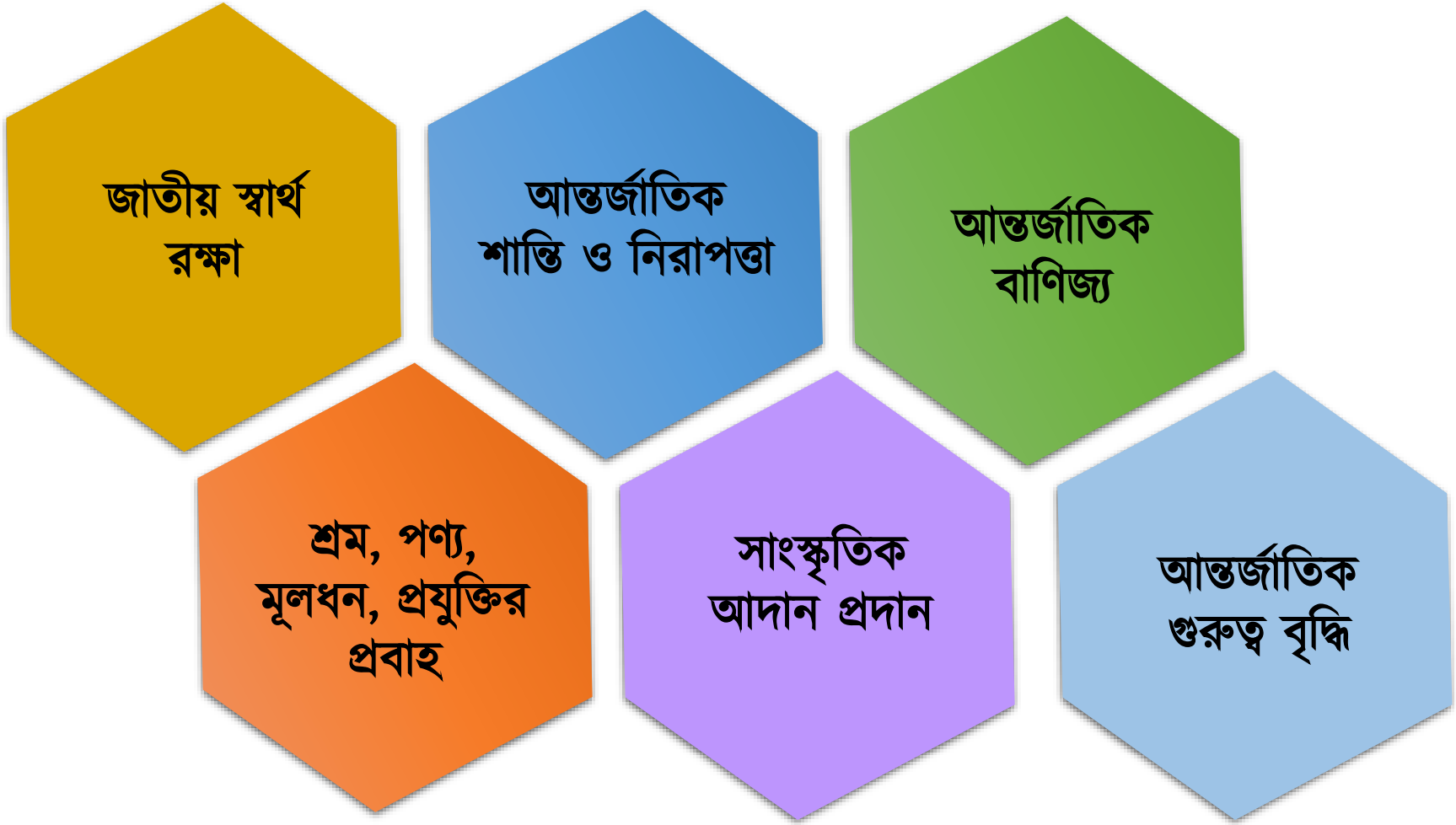

আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বসমূহ

বাস্তববাদ (REALISM)

বাস্তববাদ হলো এমন এক মতবাদ যেখানে রাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ রক্ষা ও জাতীয় নিরাপত্তা অর্জনের জন্য যেকোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণকে নায্য মনে করা হয়। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র কোনো ধরনের নীতি নৈতিকতাকে প্রাধান্য দেয় না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫ খ্রি.) পর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক বিশ্লেষণমূলক বাস্তববাদী তত্ত্বের উদ্ভব হয়।

হ্যানস জে মরগেনথাউ হলেন আধুনিক বাস্তববাদের মুখ্য প্রবক্তা। অধ্যাপক মরগেনথাউ তাঁর রচিত 'Politics Among Nations' গ্রন্থে এই মতবাদের বিষয়বস্তু এবং লক্ষ্য উপস্থাপন করেছেন। তাঁর ভাষায়, 'International politics, like all politics is a struggle for power' (আন্তর্জাতিক রাজনীতি হলো ক্ষমতার লড়াইয়ের রাজনীতি)। তবে পূর্বের বিভিন্ন দার্শনিকদের মতবাদ থেকে বাস্তববাদ বিষয়ে আরও ধারণা পাওয়া যায়। যেমন –

- Thucydides তাঁর The History of Peloponnesian War গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন "The strong do what they wish while the week suffer what they must."
- Niccolo Machiavelli তাঁর *The Prince* বইয়ে লিখেছেন, "রাষ্ট্রের স্বার্থ ব্যক্তি মূল্যবোধের ঊর্ধ্বে। রাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষায় আরেক রাষ্ট্রে আগ্রাসন চালানোও অন্যায় নয়।"
- কৌটিল্য তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' উপদেশ দিয়েছেন, কোনো রাজা যদি প্রতিবেশী রাজ্য দ্বারা ভীতির শিকার হন তবে কোনো উৎসব, বিবাহ অথবা হাতি শিকারে যোগদানের ছলে তাঁর নিজ এলাকায় আমন্ত্রণ জানিয়ে এনে বন্দি করবেন, এমনকি তাকে হত্যাও করতে পারেন।

বাস্তববাদী বিশ্বাসের মর্মমূলে আছে Anarchical Society বা বিশৃঙ্খল সমাজের ভাবনা। বাস্তববাদে আমরা মনে করি মানুষ মানেই খারাপ, আক্রমণাত্মক, যুদ্ধাপরায়ন ইত্যাদি।

নৈরাজ্যের সমাজ (ANARCHICAL SOCIETY)

নৈরাজ্যবাদ একটি রাজনৈতিক দর্শন যেখানে রাষ্ট্র ব্যবস্থার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়। এই দর্শনানুসারে রাষ্ট্র মানুষ ও সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও কোনো সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক নেই। প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে এক অনিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলায় থাকে। আদি মানব সমাজ সম্পর্কে Thomas Hobbes এর মতবাদের মতো-

The condition of man is a condition of war of everyone against everyone. -Thomas Hobbes, Leviathan.

উদারতাবাদ (LIBERALISM)

রেনেসাঁ পরবর্তী Age of Enlightenment দর্শনের সৃষ্টি উদারতাবাদ। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক দিনশেষে একটি মানবিক কর্মকাণ্ড ও মানুষে মানুষে সহযোগিতা ও সংঘাতের সর্বজনীন সীমারেখার বাইরে এর অবস্থান হতে পারে না। উদারতাবাদের অগ্রপথিক হলেন জেমস মির, জেরেমি বেন্থাম, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমুখ।

উদারতাবাদের সুনির্দিষ্ট ও সর্বজনীন কোনো সংজ্ঞা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ দিতে পারেননি। সাধারণভাবে উদারতাবাদ এমন এক মতবাদ যা ব্যক্তির স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। উদারতাবাদ মানুষের রাজনৈতিক জীবনেই সীমিত নয় বরং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনকে অন্তর্ভুক্ত করে। **অধ্যাপক হ্যালোয়েলের মতে,**

"উদারতাবাদ শুধুমাত্র একটি চিন্তাধারা নয়, এটি একটি জীবনদর্শনও বটে।"

অনেকে একে অবাধ পুঁজি ও ধনতান্ত্রিক বিকাশের মতাদর্শিক আন্দোলন হিসেবে বিবেচনা করেন।

বিশ্ববাদ (GLOBALISM)

বিশ্ববাদে রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকসমূহ বিশ্ব পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ হিসেবে কাজ করে থাকে। এর মূল আলোচ্য বিষয় হলো বিভিন্ন সমাজের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক এবং এগুলোর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তারের পন্থা নিরূপন করা। অর্থনৈতিক উপাদানসমূহ বিশ্ববাদের সবচেয়ে গুরত্বপূর্ণ বিষয়।

✓ ২০০০ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) বিশ্ববাদের চারটি মৌলিক দিক চিহ্নিত করেছেন। যথা-

১. বিশ্বব্যাপী আন্তঃবাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেন।

২. বৈশ্বিক পুঁজির বিকাশ ও বিনিয়োগ।

৩. অভিগমন ও শ্রমের অবাধ বিচরণ।

৪. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির অগ্রগতি ও প্রসারতা।

ভারসাম্য তত্ত্ব (BALANCE THEORY)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার ক্ষেত্রে ভারসাম্য তত্ত্বের মূল প্রবক্তা হলেন জর্জ লিস্কা (George Liska) । ভারসাম্য রক্ষার তত্ত্বে বলা হচ্ছে যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন উপাদান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। এগুলোর যে কোনো অবস্থার পরিবর্তন হলে বা প্রতিক্রিয়া হলে উপাদানগুলি আপনা আপনি একটা ভারসাম্যের দিকে এগিয়ে যাবে। এখানে কতগুলি শর্তের কথা বলা হয়েছে যেগুলির মাধ্যমে কোনো রাষ্ট্রের মধ্যে নিয়ম, শৃঙ্খলা, সামঞ্জস্য প্রভৃতি আসে; আবার যার ফলে আন্তর্জাতিক শক্তি এবং শৃঙ্খলা রক্ষা করা হয়। লিস্কা প্রাতিষ্ঠানিক ভারসাম্যের কথাও উল্লেখ করেন।

ক্রীড়াতত্ত্ব (GAME THEORY)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক আলোচনার একটা পদ্ধতিগত দৃষ্টিভঙ্গি হলো Game Theory। আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে অনেক সময় একটা গেম এর সাথে তুলনা করে একটি গাণিতিক মডেল (Model) এর সাহায্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা হয়। ১৯২১ সালে ফরাসি গণিতবীদ এমিল বোরেল সর্বপ্রথম গেম থিওরির একটি মডেল উপস্থাপন করেন। পরবর্তীতে জন ভন নিউম্যান এই থিওরির বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন এবং প্রখ্যাত বিজ্ঞানী John Nash তার 'নন কো-অপারেটিভ গেম' গবেষণার মাধ্যমে ১৯৯৪ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

সিস্টেম তত্ত্ব (SYSTEM THEORY)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক অধ্যয়নে সিস্টেম তত্ত্ব একটি বহুল ব্যবহৃত ও আলোচিত বিষয়। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে যত ঘটনা ঘটে, তা আসলে এলোপাতাড়ি ঘটনা নয় বরং একটি সুশৃঙ্খল জটিল ব্যবস্থা বা সিস্টেম অনুসরণ করেই ঘটে-এটাই এই তত্ত্বের মূল বক্তব্য।

কাপলান মূলত বিখ্যাত হয়ে আছেন আন্তর্জাতিক সিস্টেমের কয়েকটি বিকল্প মডেল প্রণয়নের কারণে। তিনি আন্তর্জাতিক সিস্টেমের ৬টি মডেল প্রদান করেছেন। এগুলো হলো:

(i) শক্তিসাম্য মডেল (The balance of power system.)
(ii) শিথিল দ্বিমেরু মডেল (The loose bipolar system)
(iii) কঠিন দ্বিমেরু মডেল (The Tight bipolar system)
(iv) বিশ্বজনীন মডেল (The Universal system)
(v) প্রধানশক্তি সম্বলিত মডেল (The Hierarchical International system.)
(vi) একক ভেটো মডেল (The unit veto system)

গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (DEMOCRATIC PEACE THEORY)

গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো কীভাবে নিজেদের মধ্যে শান্তি স্থাপন করবে তার উপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্বটি প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। ১৭৯৫ সালে ইমানুয়েল কান্ট (Immanuel Kant) তার "Perpetual Peace: A philosophical sketch" গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই ধারণা প্রবর্তন করেন।

Democratic Peace তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো "Democracies almost never fight each other" অর্থাৎ, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহ সাধারণত নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে জড়ায় না। Democracy + Democracy = Peace (or no war)। ইমানুয়েল কান্টের মতে, "বেশির ভাগ রাষ্ট্রই যুদ্ধে জড়াবে না যদি সেগুলো গণতন্ত্র বা প্রজাতন্ত্র হয়। কারণ উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চর্চার মাধ্যমে কোনো আগ্রাসী রাষ্ট্রের অস্তিত্বই থাকবে না এবং প্রত্যেক রাষ্ট্রেরই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে যার ফলশ্রুতিতে বিশ্বজুড়ে একটি শান্তিপূর্ণ অবস্থা বিরাজ করবে।"

গণতান্ত্রিক শান্তি তত্ত্ব (DEMOCRATIC PEACE THEORY)

❖ Democratic Peace theory কে কেন্দ্র করে মূলত ৩টি তত্ত্ব রয়েছে। যথা-

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (CLASH OF CIVILIZATION THEORY)

যুক্তরাষ্ট্রের হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক অধ্যাপক স্যামুয়েল পি. হান্টিংটন ১৯৯৩ সালে The Clash of Civilization: The Next Pattern of Conflict থিসিসটি লিখেন।

❖ হান্টিংটনের সভ্যতার দ্বন্দ্ব সম্পর্কিত মতবাদ

তাঁর থিসিসের মূল কথা ছিল, ভবিষ্যৎ সংঘাতের চরিত্র হবে সভ্যতাভিত্তিক এবং এই সভ্যতা শক্তিশালী হবে সাংস্কৃতিক যোগসূত্র এর ভিত্তিতে যার মূল উপাদান হবে ধর্ম। তাঁর এ মতবাদের মতে ভবিষ্যৎ সংঘাত হবে ইসলাম, চীন এবং পাশ্চাত্যের মধ্যে। তিনি এই থিসিসে ইসলামকে পাশ্চাত্যের প্রতিপক্ষ হিসেবে উপস্থাপন করেছেন।

হান্টিংটন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধে ৮টি সভ্যতার কথা বলেছিলেন, যাদের মধ্যকার দ্বন্দ্বেই একুশ শতকের রাজনীতি নির্ধারিত হবে।

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (CLASH OF CIVILIZATION THEORY)

❑ সভ্যতাসমূহ

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (CLASH OF CIVILIZATION THEORY)

- **পশ্চিমা সভ্যতা:** ইউরোপ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড।
- **চীন এবং কনফুসিয়াস সভ্যতা:** তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া বাদে চীন অর্থাৎ কনফুসীয় সভ্যতা।
- **জাপানিজ বা বৌদ্ধ সভ্যতা:** তিব্বত, মিয়ানমার, জাপান ও মঙ্গোলিয়া।
- **ইসলামি সভ্যতা:** সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের পাঁচটি দেশ- (কাজাখস্তান, কিরগিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান ও তাজিকিস্তান), পাকিস্তান, কাশ্মীর, ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পূর্ব আফ্রিকার সোমালিয়া, তুরস্ক, বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া।
- **হিন্দু সভ্যতা:** ভারত (কাশ্মীর বাদে)।
- **স্লাভিক অর্থোডক্স সভ্যতা:** অর্থোডক্স খ্রিষ্টান, গ্রিস, রোম ও রাশিয়া।
- **লাতিন আমেরিকার সভ্যতা:** ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা।
- **আফ্রিকান সভ্যতা:** উত্তরের আরব অংশ বাদে বাকি আফ্রিকা অর্থাৎ কৃষ্ণ আফ্রিকা।

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (CLASH OF CIVILIZATION THEORY)

অধ্যাপক হান্টিংটন মনে করেন, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় নৈকট্যের কারণে বিভিন্ন জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলোকে উল্লিখিত ৮টি সভ্যতার ছত্রছায়ায় একত্র করবে এবং এদের মধ্যকার দ্বন্দ্বই বিশ্ব রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করবে। তবে সভ্যতার এই দ্বন্দ্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে হান্টিংটন অর্থনৈতিক জোট ও আঞ্চলিক শক্তিকে একবারে অস্বীকার করেননি। তিনি মন্তব্য করেন, "Economic regionalism may succeed when it is rooted in a common civilization" অর্থাৎ অর্থনৈতিক জোটগুলো সাফল্য লাভ করবে যদি সাংস্কৃতিক বন্ধনটা অটুট থাকে। এই সভ্যতার শ্রেণিবিভাজনের মধ্যে তিনটিকে তিনি বিশেষভাবে শনাক্ত করেছেন, যেগুলোর মধ্যে তাঁর মতে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। এই তিনটি হচ্ছে :

সভ্যতার সংঘাত তত্ত্ব (CLASH OF CIVILIZATION THEORY)

ক. **পাশ্চাত্য:** অর্থাৎ ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতি, যা ইউরোপীয় শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে রেনেসাঁ, খ্রিষ্টান ধর্মের সংস্কার সাধন ও সামাজিক কুসংস্কারাদি থেকে মুক্ত।

খ. **চৈনিক সভ্যতা:** আধুনিক পুঁজিবাদ ও গণতন্ত্রের প্রতিনিধিত্বকারী এই পাশ্চাত্য পক্ষের বিপরীত বা বিপক্ষে রয়েছে অন্য দুটি পক্ষ। এদের একটি কনফুসীয় সংস্কৃতি, যা চীনা ভাষাভাষী অঞ্চলে এখনো চালু আছে।

গ. **ইসলামি সভ্যতা:** পাশ্চাত্যের দ্বিতীয় এবং প্রধানতম প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছে ইসলামি সভ্যতা। এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘাতই তার নিবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য।

রাষ্ট্র

নাগরিক জীবনের অন্যতম সংঘ হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র একটি ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে রাষ্ট্র শব্দটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। ১৬৪৮ সালের Peace of Westphalia এর মতে, 'A state is the highest political association.'

- গ্রিক দার্শনিক এরিস্টটল (Aristotle) বলেন,
  "The state is a union of families and villages having for its end a perfect and self-sufficing life".

- উড্রো উইলসন এর মতে,
  "A state is a people organized for law within a definite territory"

- অধ্যাপক জে. এন গার্নার (J.N. Garner) রাষ্ট্রের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়েছেন। তাঁর মতে,
  "রাষ্ট্র হচ্ছে বহুসংখ্যক বা অল্পসংখ্যক ব্যক্তি নিয়ে গঠিত এমন এক জনসমাজ, যা কোনো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করে, যা বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত এবং যাদের একটি সুসংগঠিত সরকার রয়েছে, যার প্রতি ঐ জনসমাজ স্বাভাবিকভাবে অনুগত।"

রাষ্ট্রের উপাদান

১৯৩৩ সালের মন্টিভিডিও কনভেনশনে রাষ্ট্র হতে হলে ৪টি শর্ত পূরণের কথা বলা হয়েছে। এই ৪টি শর্ত পরবর্তীতে রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

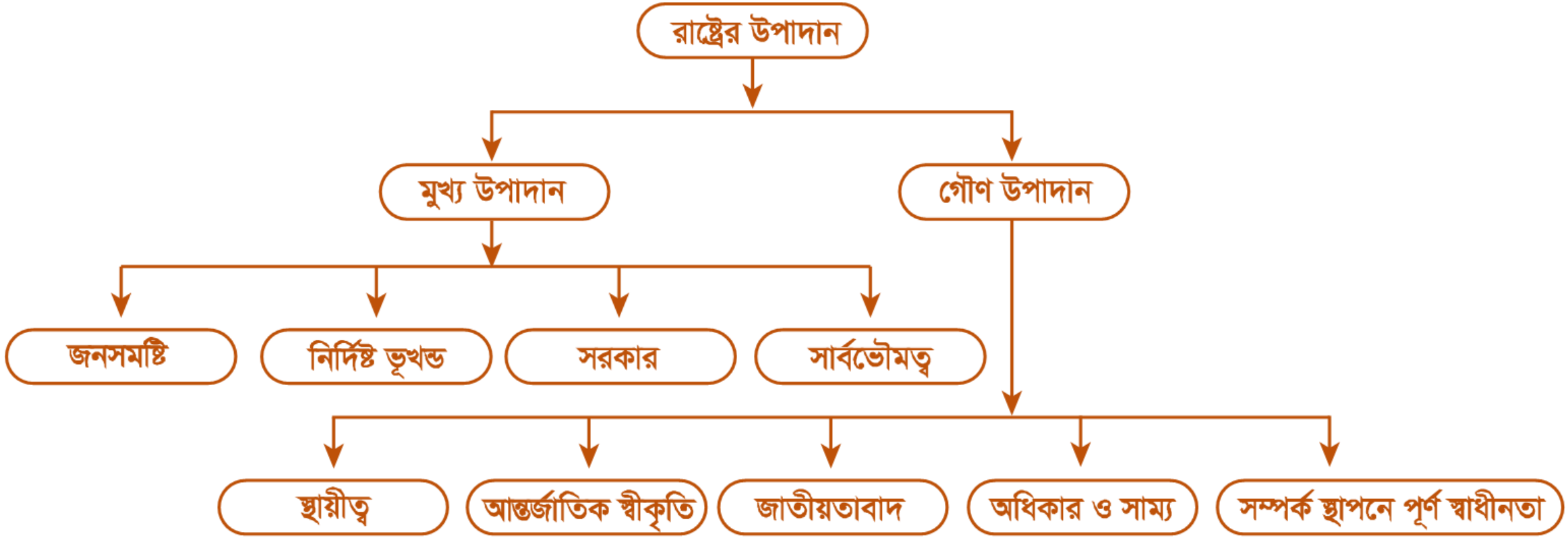

রাষ্ট্রের উপাদান

জনসমষ্টি

নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড

সরকার

সার্বভৌমত্ব

রাষ্ট্রের কার্যাবলি

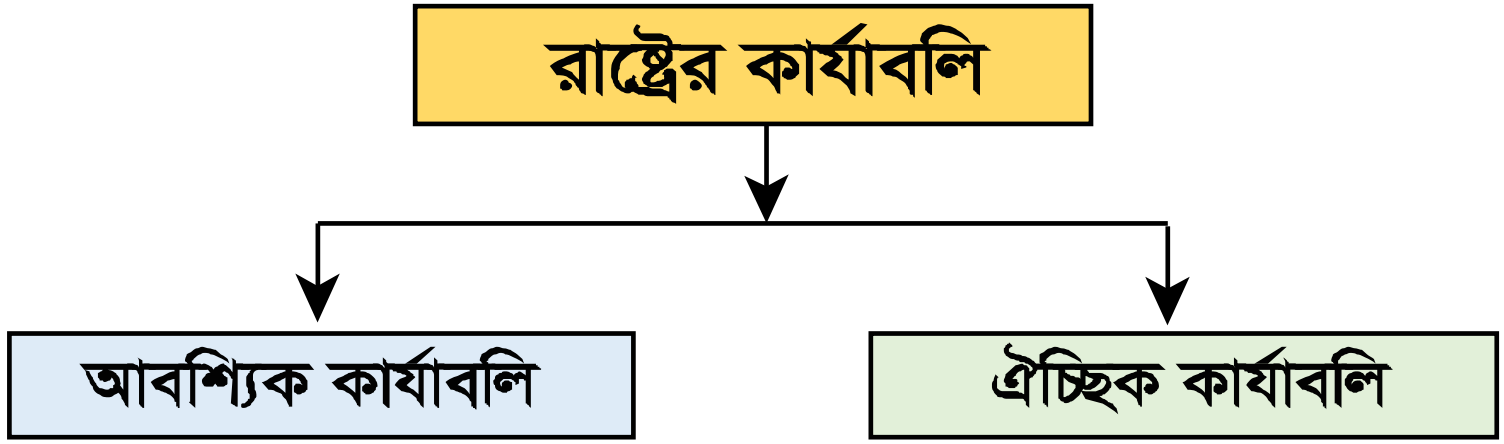

আধুনিক রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অ্যাডাম স্মিথ তার বিখ্যাত "An Inquiry into Nature and causes of the wealth of Nations" গ্রন্থে রাষ্ট্রের প্রধান ৩টি লক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা-

১. **বাহ্যিক নিরাপত্তা:** অন্য রাষ্ট্রের আক্রমণ হতে স্বীয় রাষ্ট্রকে রক্ষা করা।

২. **অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা:** রাষ্ট্রের কোনো সদস্যের অবিচার হতে সকলকে রক্ষা করা।

৩. **সর্বজনীন স্বার্থ রক্ষা:** রাষ্ট্র যাতে কতিপয় ব্যক্তির স্বার্থে কার্য সম্পাদন না করে তার প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখা।

অধ্যাপক গার্নার রাষ্ট্রের তিনটি উদ্দেশ্যের কথা বলেছেন–

১. শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করা।

২. কল্যাণ সাধন করা।

৩. অন্য রাষ্ট্রসমূহে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাহায্য ও সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ব সভ্যতার বিকাশ সাধন করা।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

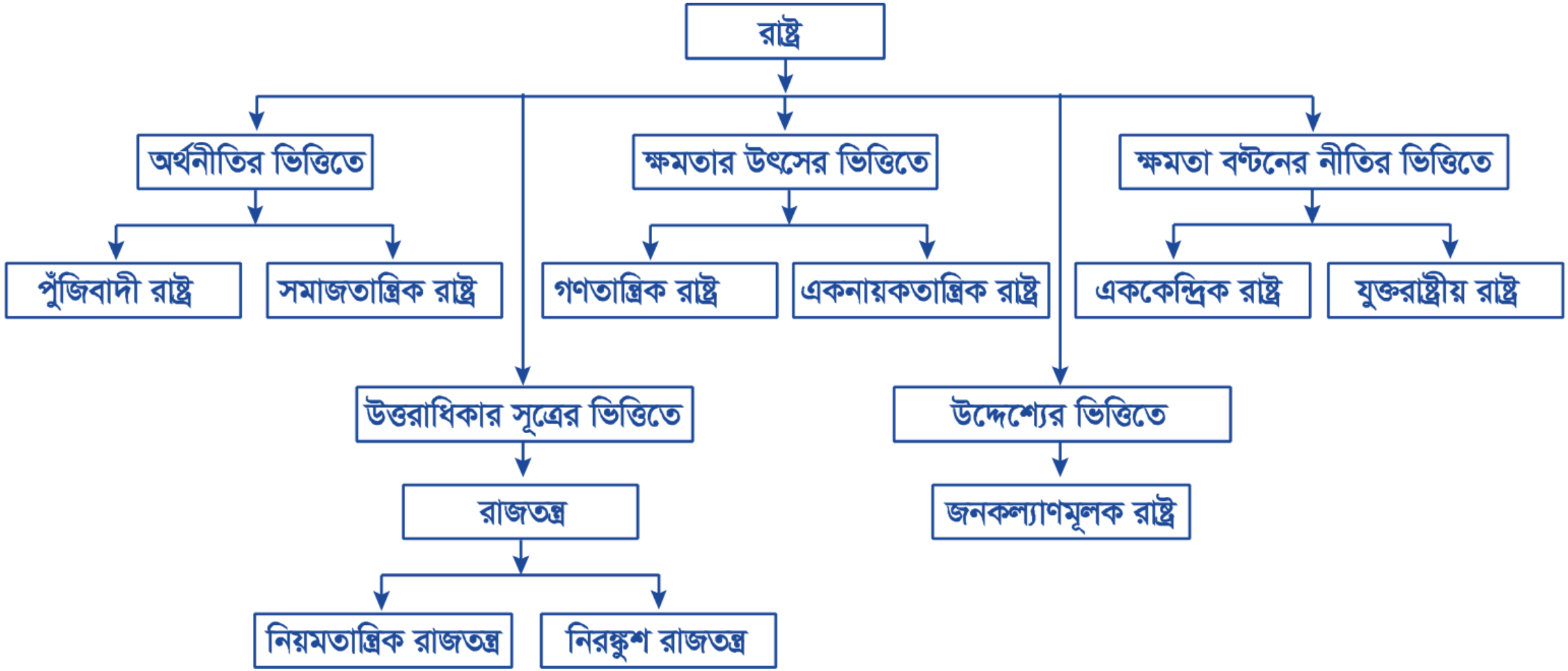

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

❑ অর্থনীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য:

- অবাধ প্রতিযোগিতা থাকে যার ফলে উৎপাদন ও সরবরাহ ব্যবস্থা সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হয়।
- রাষ্ট্রের নাগরিকগণ সম্পদের মালিকানা ও ভোগের ক্ষেত্রে স্বাধীন।
- ব্যক্তি মালিকানা থাকায় সরকারের হস্তক্ষেপ থাকে না।
- ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জন করতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র

বৈশিষ্ট্য:

- এ ধরনের রাষ্ট্রে একটি মাত্র দল থাকে।
- গণমাধ্যম রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে থাকে।
- বিরোধপূর্ণ মত প্রকাশের সুযোগ থাকে না।
- ব্যক্তিগত মুনাফা অর্জনের সুযোগ থাকে না।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

❑ ক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য :

- গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে জনগণের মত প্রকাশ ও সরকারের সমালোচনা করার সুযোগ থাকে।
- এতে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অর্থাৎ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তিত হয়।
- একাধিক রাজনৈতিক দল থাকে, সকলের স্বার্থরক্ষার সুযোগ থাকে এবং নাগরিকের অধিকার ও আইনের শাসনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- নাগরিকের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা হয়।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য:

- এ শাসন ব্যবস্থায় সংবাদপত্র ও প্রচারমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্বিত হয়।
- এ ব্যবস্থায় আইন ও বিচার বিভাগ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।
- একনায়কের ইচ্ছা অনুযায়ী আইন প্রণয়ন ও বিচারকাজ সম্পন্ন করা হয়।
- এক জাতি, এক দেশ, এক নেতা একনায়কতন্ত্রের আদর্শ।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

❑ ক্ষমতা বণ্টনের নীতির ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য:

- রাষ্ট্রগুলো আকারে ছোট ও জনসংখ্যা কম হয়।
- কেন্দ্রীয় শাসন বিদ্যমান থাকে।
- কেন্দ্রীয় সরকার সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

বৈশিষ্ট্য:

- রাষ্ট্রগুলো আয়তনে ও জনসংখ্যায় বৃহৎ হয়।
- প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান থাকে।
- কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতার বণ্টন হয়।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

❑ উত্তরাধিকার সূত্রের ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রকার রাষ্ট্র ব্যবস্থা

বিশ্বের কোনো কোনো রাষ্ট্রে রাষ্ট্র প্রধানগণ উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের শাসনক্ষমতা লাভ করে। এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে বলা হয় রাজতন্ত্র। রাজতন্ত্রে রাজার ছেলে বা মেয়ে উত্তরাধিকার সূত্রে রাষ্ট্রের রাজা বা রানি হয়ে থাকে। রাজতন্ত্র দুই ধরনের। যথা-

১. নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র ২. নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র

➢ **নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র:** এ ধরনের রাষ্ট্রে রাজা বা রানি রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। এতে শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের রাষ্ট্রের সংখ্যা নগণ্য। সৌদি আরবে নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্র বিদ্যমান রয়েছে।

➢ **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র:** এ ধরনের রাষ্ট্র ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের রাজা বা রানি উত্তরাধিকার সূত্রে বা নিয়মতান্ত্রিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধান হন। কিন্তু তিনি সীমিত ক্ষমতা ভোগ করেন। রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসন ক্ষমতা থাকে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে। যুক্তরাজ্যে (গ্রেট ব্রিটেন) নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত রয়েছে।

বিভিন্ন ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা

❑ উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা

➢ **কল্যাণমূলক/নৈতিক রাষ্ট্র:** সাধারণত জনগণের মৌলিক অধিকার সংরক্ষণকারী রাষ্ট্রই জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচিত। সমাজবিজ্ঞানী T.H. Marshal তাঁর ১৯৪৯ সালে Citizenship and Social Class নামক এক নিবন্ধে গণতন্ত্র, কল্যাণ ও পুঁজিবাদের ধারণার আলোকে আধুনিক কল্যাণ রাষ্ট্রের বর্ণনা করেছেন।

এ ধরনের রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য হলো –

✓ রাষ্ট্র সমাজের মঙ্গলের জন্য সামাজিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা জোরদার করে।
✓ সচ্ছলদের উপর উচ্চহারে কর ধার্য করে ও কম সচ্ছলদের উপর কম কর ধার্য করে দরিদ্র ও দুস্থদের সাহায্য ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।
✓ কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থরক্ষার জন্য ন্যূনতম মজুরির ব্যবস্থা করে তাদের জীবনযাত্রার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করে।
✓ সমবায় সমিতি গঠন ও শ্রমিক কল্যাণ সমিতি গঠন করে কৃষক, শ্রমিক ও মজুরদের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।
✓ জনগণের মৌলিক অধিকার রাষ্ট্র সংরক্ষণ করে।
✓ আইন শৃঙ্খলা রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রনে থাকে।
✓ জনগণ ও সরকারের মধ্যে যৌথ সরকারি চুক্তি থাকে।

সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্র (BUFFER STATE)

✓ **অধ্যাপক Palmer & Perkins বলেছেন,**
"দ্বিমুখী শক্তিসম্পন্ন বিশ্বে, যেখানে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো একে অপরের সাথে সরাসরি সংঘর্ষে আসে, সেখানে সংঘর্ষ নিবারক অঞ্চল ও নিরপেক্ষ এলাকা ব্যতীত শক্তিসাম্য বিশেষভাবে বিপজ্জনক।"

✓ **বৈশিষ্ট্য**

১. সংঘর্ষ নিবারক রাষ্ট্রটির পার্শ্ববর্তী দুটি রাষ্ট্র শক্তিশালী ও সংঘাতময় হবে।
২. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহের বিরোধের সময় নিরপেক্ষ ভূমিকা রাখবে।
৩. রাষ্ট্রটি অবশ্যই স্বাধীন হবে।
৪. রাষ্ট্রটি পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রসমূহ অপেক্ষা ক্ষুদ্র ও দুর্বল থাকবে।
৫. শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় রাষ্ট্রটি ভূমিকা রাখে।
৬. কখনো কখনো এটি উপগ্রহ রাষ্ট্রের (Satellite State) মতো আচরণের শিকার হয়।

উদাহরণ: ২টি বিশ্বযুদ্ধের (প্রথম ও দ্বিতীয়) সময় সংঘাতময় জার্মানি ও ফ্রান্সের মাঝে বেলজিয়াম, দক্ষিণ আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার মাঝে প্যারাগুয়ে ছিল Buffer State।

দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র (ROGUE STATE)

দুর্বৃত্ত রাষ্ট্র বলতে বোঝায় সে সমস্ত দেশ যাদের অনুসৃত রাজনৈতিক ব্যবস্থা, আদর্শিক ভিত্তি, নেতৃত্ব যা সাধারণ আচরণের জন্য কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার সম্মুখীন হয় এবং বিশ্বব্যাপী তাদের বিতর্কিত আদর্শ ছড়িয়ে দেয়ায় নিয়োজিত থাকে। এ ধরনের ক্যাটাগরিতে পড়ে ইসরাইল, তাইওয়ান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, ইরাক, ইরান ও লিবিয়া প্রভৃতি দেশ।

কলা প্রজাতন্ত্র (BANANA REPUBLIC)

এটি সর্বপ্রথম ১৯০৪ সালে ব্যবহার করেন আমেরিকান লেখক উইলিয়াম সিডনি পর্টার।
"অর্থনীতি বিদেশি পুঁজি নিয়ন্ত্রিত একটি একক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল হওয়ার কারণে রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল একটি একক রাষ্ট্র।"

বৈশিষ্ট্য:

- রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল রাষ্ট্র।
- রাষ্ট্রের রাজনৈতিক অবকাঠামো অকার্যকর।
- একক রপ্তানি পণ্যের উপর নির্ভরশীল।
- সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে সমন্বয়হীনতা।
- অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া ধরনের অবস্থা বিরাজ করে।

উপগ্রহ রাষ্ট্র (SATELLITE STATE)

➲ একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের প্রভাবে থাকা দুর্বল রাষ্ট্রটিকে উপগ্রহ রাষ্ট্র বা Satellite State বলে। রাষ্ট্রটি ইতোমধ্যে স্বাধীন তবে অন্য একটি বৃহৎ শক্তিশালী রাষ্ট্রের দ্বারা অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের শিকার হয়।

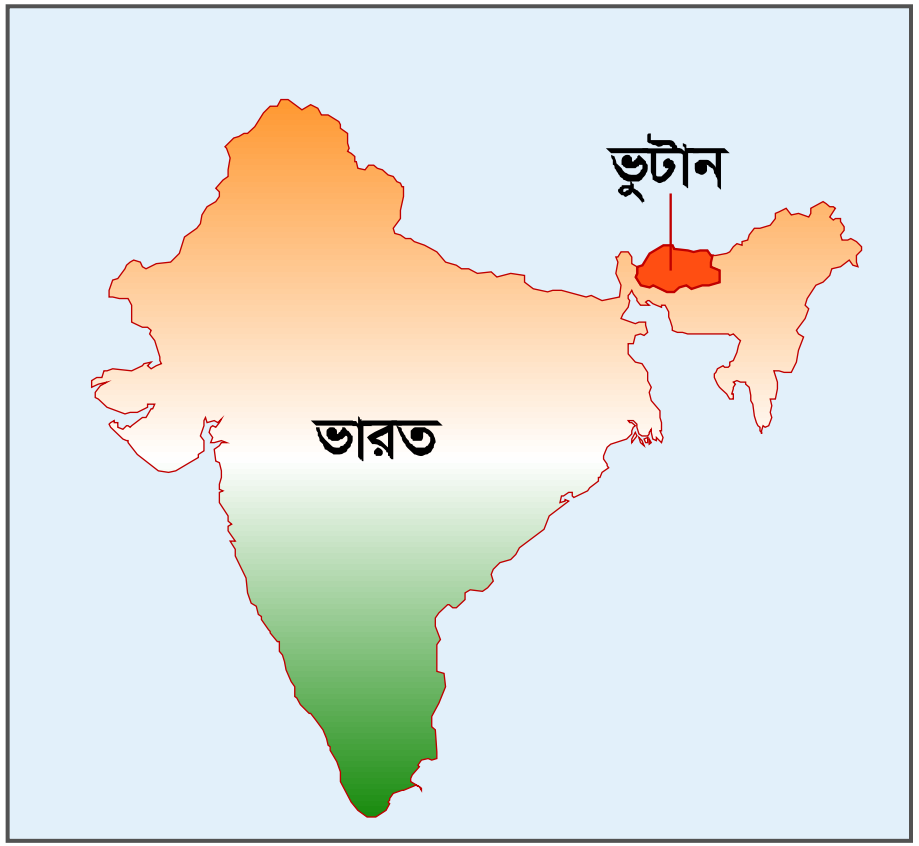

উদাহরণ: স্যাটেলাইট রাষ্ট্রের ধারণাটি সবচেয়ে বেশি আলোচিত হয় স্নায়ুযুদ্ধের সময়। তখন পাশ্চাত্যে পরিভাষাটি দ্বারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলোকে বোঝানো হতো। বর্তমানে সৌদির কাছে বাহরাইন ও ভারতের কাছে ভুটান উপগ্রহ রাষ্ট্র বলে বিবেচিত।

ব্যর্থ রাষ্ট্র

ব্যর্থ রাষ্ট্র প্রত্যয়টির প্রথম ধারণা দেয় যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ট্রুম্যান ডকট্রিন নীতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ডলার কূটনীতি (Dollar diplomacy) চালু করে। ডলার কূটনীতির মাধ্যমে যেসব দেশ মার্কিন সাহায্য নিয়েও ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি, সেসব দেশকে যুক্তরাষ্ট্র 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' বলে অভিহিত করেছে। ২০০১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ সর্বপ্রথম ব্যর্থ রাষ্ট্রের ধারণা প্রদান করেন।

অর্থাৎ, ব্যর্থ রাষ্ট্র হলো এমন এক ধরনের রাষ্ট্র যারা উত্তর-ঔপনিবেশিক সময়ে অর্থনৈতিক সাহায্য, ত্রাণ ইত্যাদি পেয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি।

বুশ প্রশাসন অনুযায়ী ব্যর্থ রাষ্ট্রের উপাদান হলো–

- সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে সমর্থন দান ও সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতা।
- মানবাধিকার লঙ্ঘন।
- অবৈধ ও ব্যাপক চোরাচালানি বা মাদক ব্যবসার জন্য বিখ্যাত।
- গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ধ্বংসের উৎস।
- অবৈধ অস্ত্র ও গণবিধ্বংসী অস্ত্র।

ব্যর্থ রাষ্ট্র

বৈশিষ্ট্য

এসব দেশ বৈদেশিক সাহায্য পাবার পরেও –

- অর্থনৈতিক চেহারা পাল্টাতে পারেনি।
- জীবনযাত্রার মান ও সামাজিক মর্যাদা বাড়াতে পারেনি।
- কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা ছাড়াই দিনের পর দিন চলছে।
- নিজেদের GDP বাড়াতে পারেনি।
- রাজনৈতিকভাবে অস্থিতিশীল।
- মানবাধিকার, গণতন্ত্র ইত্যাদি পাশ্চাত্য ভ্যালু বা মূল্য অনুপস্থিত।

উদাহরণ: গ্রিস (দেশটি ট্রুম্যান ডকট্রিনের অধীন ৪০ লাখ ডলার সাহায্য নিয়েও নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারেনি)।

ভঙ্গুর রাষ্ট্র

২০১৪ সালের সূচকে বলা হয়েছে, তারা আর কোনো রাষ্ট্রকে ফেইল্ড বলবে না, বলবে Fragile বা ভঙ্গুর। Fragile স্টেট হচ্ছে যারা উন্নয়নশীল এবং জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে হিমশিম খায়। সাধারণত একটি রাষ্ট্রের শাসনগত ১২টি দিক বিবেচনা করে রাষ্ট্রের বিভাজন করে থাকে, এতে শাসনগত ১২টি ক্যাটাগরির আওতায় শতাধিক সাব-ক্যাটাগরি করেছে।

➢ **১২ ক্যাটাগরির মধ্যে রয়েছে –**

১. জনসংখ্যাগত চাপ

২. উদ্বাস্তু হয়ে দেশত্যাগ ও স্থানান্তর

৩. উত্তেজনা ও সহিংসতা

৪. অভিবাসন ও মেধা পাচার

৫. অসম উন্নয়ন

৬. দারিদ্র্য ও মন্দা

৭. রাষ্ট্রের বৈধতা

৮. সরকারি সেবা

৯. মানবাধিকার

১০. নিরাপত্তা ব্যবস্থা

১১. ক্ষমতার দ্বন্দ্ব এবং

১২. বৈদেশিক হস্তক্ষেপ

বহুজাতিক রাষ্ট্র

❑ **Alain Dieckhoff এর মতে,**

"The term 'Multinational' state is often used to cover too wide a range of states"

বৈশিষ্ট্য

- বহুজাতিক রাষ্ট্রে বহুধর্মের, বহুবর্ণের, বহুভাষার মানুষ বসবাস করে।
- এক ও অভিন্ন জাতীয়তাবোধে তারা উদ্বুদ্ধ।
- নৃ-তাত্ত্বিক জাতীয়তা অপেক্ষা রাষ্ট্রিক রাজনৈতিক জাতীয়তা বিদ্যমান।
- রাষ্ট্রের নিজস্ব একটাই পতাকা, জাতীয় সঙ্গীত ও অভিন্ন জাতীয় লক্ষ্য থাকে।

উদাহরণ: আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত। ভারতে বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী মিলে একটি জাতীয়তা বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র গড়ে তুলেছে।

বহুরাষ্ট্রিক জাতি (MULTI-NATION STATE)

একই সংস্কৃতির আওতায় অনেকগুলো দেশের জনগণকে একত্রে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বা Multi-Nation State বলে। যেমন, জার্মান জাতি বলতে জার্মান ভাষায় কথা বলে এমন জাতিকে বোঝায়। সেক্ষেত্রে জার্মানি, অস্ট্রিয়া ও সুইজারল্যান্ডের জনগণকে বহুরাষ্ট্রিক জাতি বলে।

বহুরাষ্ট্রিক জাতি (MULTI-NATION STATE)

First state, Second state, Third state, Fourth state, Fifth Column

First state - একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের ক্ষমতাধীন দলকে First state বলে। যেমন – বর্তমানে আওয়ামী লীগ First state.

Second state - দেশের প্রধান বিরোধীদলকে Second state বলে। যেমন – বর্তমানে জাতীয় পার্টি Second state.

Third state - দেশের সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের Third state বলে। যেমন – ড. মুহাম্মদ ইউনুস, ভারতের অমর্ত্য সেন।

Fourth state - দেশের প্রধান জাতীয় সংবাদপত্র/গণমাধ্যমগুলোকে Fourth state বলে।

Fifth Column - নিজ দেশ বা সরকারের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, দেশের স্বার্থবিরোধী কাজে জড়িত ও শত্রুকে সহায়তা প্রদানকারী গোষ্ঠীকে Fifth Column বলে। যেমন – বিভিন্ন জঙ্গী গোষ্ঠী।

PILOT FISH BEHAVIOUR

এই তত্ত্বের জন্ম দিয়েছেন স্ক্যান্ডিনেভিয়ান বিশেষজ্ঞ Erling Bjol. তিনি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের এই আচরণকে Pilot Fish Behaviour নামে আখ্যায়িত করেন। এই তত্ত্বের মূল কথা হচ্ছে Keep close to the shark to avoid being eaten.

তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের সীমান্তবর্তী নর্ডিকভুক্ত দেশগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করবে এটা বোঝাতে গিয়ে তিনি Pilot Fish Behaviour এর তত্ত্ব দিয়েছিলেন। অর্থাৎ পাইলট মাছ যেভাবে আচরণ করে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোর সেভাবে আচরণ করা উচিত। যাতে করে বড় রাষ্ট্রগুলো ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলোকে গ্রাস করতে না পারে। ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সাথে পার্শ্ববর্তী বড় দেশের সম্পর্কের প্রশ্নে এই তত্ত্ব ব্যবহার করা হয়।

রাষ্ট্র ও সরকারের পার্থক্য

রাষ্ট্র	সরকার
১. রাষ্ট্র একটি তত্ত্বগত ও বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে আমরা চোখে দেখি না।	১. যাদেরকে নিয়ে সরকার গঠিত হয় সেই মানুষগুলো মূর্ত।
২. রাষ্ট্র হলো নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডে বসবাসকারী জন সমষ্টিকে বোঝায় যারা বাইরের নিয়ন্ত্রণ হতে মুক্ত।	২. সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান যা রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করে।
৩. রাষ্ট্রের কিছু স্বতন্ত্র মতাদর্শ থাকে। সংবিধানের মূলনীতি গুলো হলো রাষ্ট্রের মতাদর্শ।	৩. সরকারের আদর্শ ভিন্ন হতে পারে। সরকারের কাজ রাষ্ট্রের ইচ্ছাকে বাস্তবায়ন করা।
৪. রাষ্ট্রের বিরোধিতা করা যায় না। রাষ্ট্রের বিরোধিতা করার অর্থ নতুন রাষ্ট্র তৈরি করার প্রচেষ্টা করা।	৪. সরকার সঠিকভাবে পরিচালিত না হলে সরকারের বিরোধিতা করা যায় এবং প্রয়োজনে সরকার পরিবর্তন করা যায়।
৫. রাষ্ট্র বৃহত্তম রাজনৈতিক সংগঠন।	৫. সরকার রাষ্ট্রের তুলনায় ক্ষুদ্র সংগঠন।
৬. রাষ্ট্র স্থিতিশীল ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠান।	৬. সরকার পরিবর্তনশীল।
৭. রাষ্ট্রের মুখ্য উপাদান ৪টি।	৭. সরকার রাষ্ট্রের একটি উপাদান।
৮. রাষ্ট্রের একটি নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড রয়েছে। সেই ভূ-খণ্ডের সকল অধিবাসী রাষ্ট্রের সদস্য।	৮. রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মধ্য হতে কতিপয় সদস্যের অংশগ্রহণে গঠিত প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠান হলো সরকার।
৯. রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা আছে।	৯. সরকারের সার্বভৌম ক্ষমতা নেই। সরকার রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে মাত্র।
১০. আগে রাষ্ট্র সৃষ্টি হয়।	১০. পরে সরকার তৈরি হয়।
১১. রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানা থাকে।	১১. সরকারের ভৌগোলিক সীমানা থাকে না।

সার্বভৌমত্ব (SOVEREIGNTY)

- Jean Bodin বলেন,

  "Sovereignty is the supreme power over citizens and subjects unrestrained by law" অর্থাৎ "নাগরিক ও প্রজাদের ওপর আইনের দ্বারা অনিয়ন্ত্রিত চরম ক্ষমতাই হচ্ছে সার্বভৌম ক্ষমতা।"

- অধ্যাপক ডব্লিউ এফ উইলোবি বলেন,

  "রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ইচ্ছাই হচ্ছে সার্বভৌমত্ব।"

- জন অস্টিন সার্বভৌমত্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞা দিয়েছেন। তিনি বলেন,
  "The Sovereign is defined as a person (or determinate body of persons) who receives habitual obedience from the bulk of the population, but who does not habitually obey any other (earthly) person or institution."
  ১৬৪৮ সালে Peace of Westphalia এর মতে, "State must be Sovereign."

সার্বভৌমত্ব (SOVEREIGNTY)

❑ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য

সার্বভৌমত্বের সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যায় –

- সার্বভৌম ক্ষমতা হচ্ছে রাষ্ট্রের চিরন্তন ও চিরস্থায়ী ক্ষমতা,
- সার্বভৌমত্ব সর্বজনীন,
- সার্বভৌম একক ও অবিভাজ্য ক্ষমতা,
- সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের অবিচ্ছেদ্য কর্তৃত্ব,
- আইনগত দিক হতে সার্বভৌমত্ব হচ্ছে মৌলিক, চরম ও সীমাহীন ক্ষমতা প্রভৃতি।

পরিশেষে বলা যায় সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা, যে ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন সংঘ, প্রতিষ্ঠান, জনসমষ্টি প্রভৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাহ্যিক ক্ষমতাবলে বহিঃশক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত থাকে।

বিভিন্ন ধরনের সার্বভৌমত্ব

- সাংবিধানিক সার্বভৌমত্ব
- ডি-ফ্যাক্টো সার্বভৌমত্ব
- ডি-জুরি সার্বভৌমত্ব

সার্বভৌমত্ব/ সার্বভৌম ক্ষমতা ও সার্বভৌম সমতার মধ্যে পার্থক্য

সার্বভৌম ক্ষমতা/ সার্বভৌমত্ব	সার্বভৌম সমতা
রাষ্ট্রের মৌলিক ও চরম ক্ষমতা যার মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা নিশ্চিত, নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব আরোপ করা হয়।	আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে প্রতিটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম অধিকার লাভ করাকে সার্বভৌম সমতা বলে।
এ ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অধীনে থাকা জনসমষ্টি ও সকল সংস্থার আনুগত্য লাভ করে।	এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিটি রাষ্ট্র সমান অধিকার লাভ করে।
এর মাধ্যমে রাষ্ট্র স্বাধীনভাবে সামরিক, কূটনৈতিক, বাণিজ্যিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক চুক্তি ও সন্ধি স্থাপন করতে পারে।	এর মাধ্যমে রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক চুক্তি, সন্ধি ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় অংশগ্রহণের সমান অধিকার লাভ করে।
এই ক্ষমতা বলে রাষ্ট্র তার অভ্যন্তরে আইন অমান্যকারীকে শাস্তি প্রদান করতে পারে।	এর মাধ্যমে সরকার তার বাধ্যবাধকতা আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে প্রয়োগ করে।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

❑ Organization of Islamic Co-operation (OIC)

ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা বা Organization of Islamic Co-operation (OIC) হলো বিশ্বের মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর সংগঠন। সংস্থাটি ৫৭ টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত যার ৪৯টি মুসলিম দেশ। ১৯৬৯ সালের ২১ আগস্ট জেরুজালেমে মুসলিমদের পবিত্র আল আকসা মসজিদে ইসরায়েলের আক্রমণ ও আগুন দেওয়ার প্রেক্ষিতে সংস্থাটি গঠিত হয়।

➢ OIC-এর ভূমিকা

- ✓ ঐক্য ও সংহতি
- ✓ অর্থনৈতিক উন্নয়ন
- ✓ শিক্ষা ও প্রযুক্তির উন্নয়ন
- ✓ অমুসলিম দেশসমূহের সম্পর্ক রক্ষা

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

❑ আরব লীগ

আরব লীগ আরব দেশসমূহের সংস্থা। ১৯৪৫ সালের ২২ মার্চ আরব লীগ গঠিত হয়। মিশরের রাজধানী কায়রোতে এর সদর দপ্তর অবস্থিত। এর প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ৭টি (মিশর, জর্ডান, ইরাক, সৌদি আরব, লেবানন, সিরিয়া ও ইয়েমেন (ইয়েমেন ৫ মে যোগদান করে)। এর বর্তমান সদস্য সংখ্যা ২২। এর বর্তমান মহাসচিব মিশরের আহমেদ আবুল ঘেইত (১ জুলাই, ২০১৬ – বর্তমান)।

উদ্দেশ্য:

- আরব রাষ্ট্রসমূহের ভৌগোলিক সংহতি রক্ষার জন্য সমষ্টিগতভাবে কাজ করা।
- বিদেশি শক্তির দখল থেকে আরব জনগণ তথা আরব ভূ-খণ্ডকে মুক্ত করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালানো।
- আরব রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা ত্বরান্বিত করার ব্যাপারে কাজ করা।
- আরব রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃবিরোধসমূহ শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসা করার উদ্যোগ নেয়া।

প্রকৃতপক্ষে আরবলীগ তার উদ্দেশ্য সাধনে কার্যকর ভূমিকা রাখতে অনেকাংশেই ব্যর্থ হয়েছে। এখনো আরব দেশসমূহের মধ্যে নানা বিষয়ে জটিলতা ও মতবিরোধ বিরাজমান রয়েছে ।

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

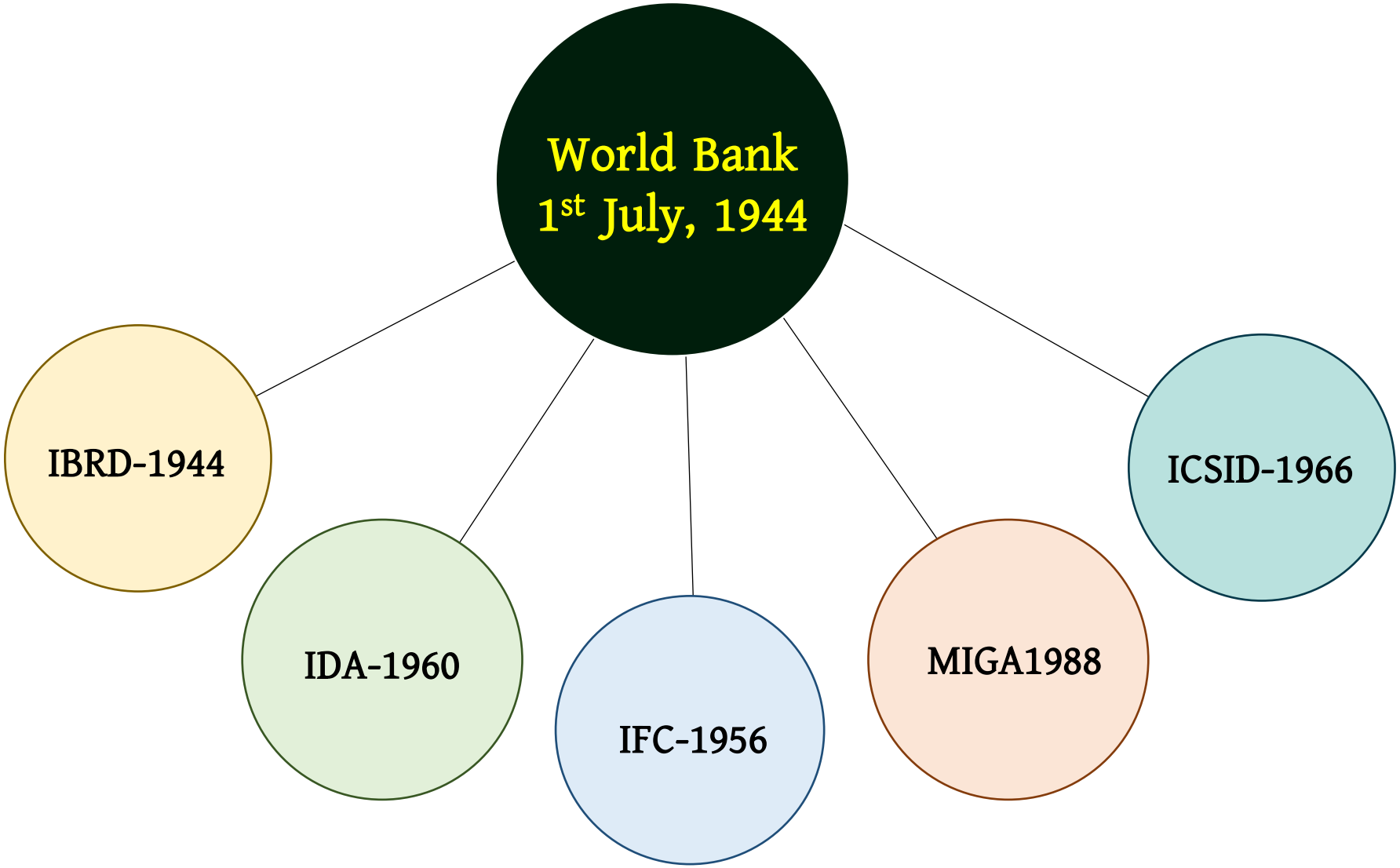

আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ

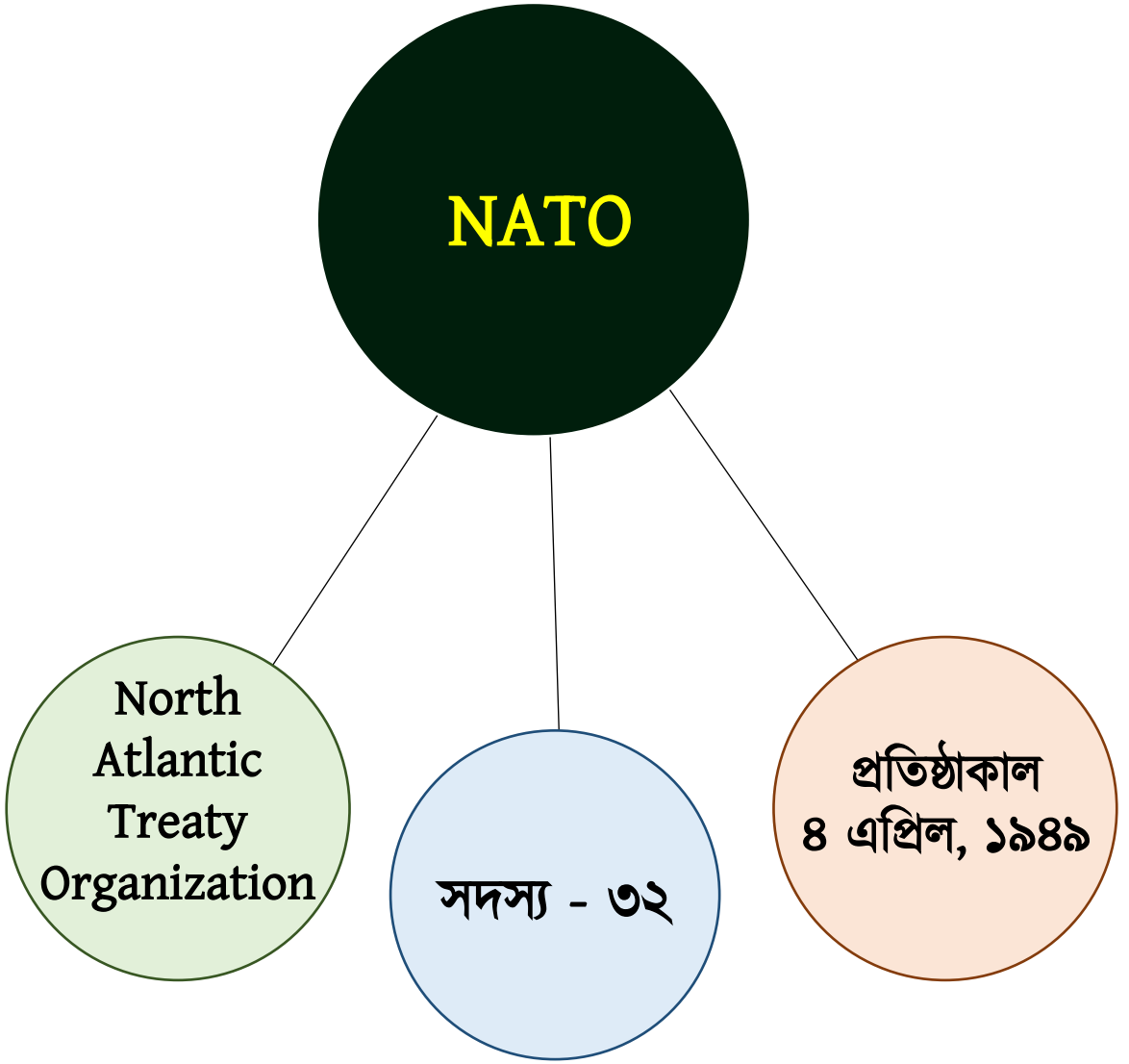

MNCS & TNCS এর পার্থক্য

Multinational Companies/Corporations	Transnational Companies/ Corporations
বহুজাতিক কোম্পানিগুলো একাধিক দেশে কাজ করে এবং একটি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা থাকে।	আন্তর্জাতিক কোম্পানিগুলোর সারা বিশ্বে অনেক শাখা কোম্পানি রয়েছে কিন্তু তাদের কোনো কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা নেই।
একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালায়।	একাধিক দেশে উৎপাদন, বিপণন ও কার্যক্রম চালায়।
কেন্দ্রীয় সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে চলতে হয়।	কেন্দ্র নয় বরং শাখা অফিস থেকে কার্যক্রম পরিচালনা করা যায়।
বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর একটি হোম কোম্পানি এবং এর সহায়ক সংস্থাগুলির মালিক।	ট্রান্সন্যাশনাল কোম্পানির সাব সিডিয়ারি নেই কিন্তু অনেক কোম্পানি আছে।
উদাহরণ: ইউনিলিভার, পেপসিকো।	উদাহরণ: আমাজন, অ্যাপল।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক গোষ্ঠী যার সদস্যগণ সমজাতীয় মনোভাব এবং স্বার্থের দ্বারা আবদ্ধ, স্বার্থের ভিত্তিতেই তারা পরস্পরের সাথে আবদ্ধ হন। আলফ্রেড গ্রাজিয়ার (Alfred Grazier) – এর মতে, "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী হচ্ছে এমন এক সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী, যারা সরকারকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা না করে রাজনৈতিক কর্মকর্তাদের আচরণকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে।"

Yron Weiner বলেছেন "চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী সরকারি কাঠামোর বাইরে থাকে এবং সরকারি কর্মকর্তাগণের মনোনয়ন ও নিয়োগ, সরকারি নীতি গ্রহণ, পরিচালনা বা নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।"

➢ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বৈশিষ্ট্য-

- ✓ বেসরকারি সংগঠন
- ✓ সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য বা স্বার্থ
- ✓ নির্দলীয় বা অরাজনৈতিক সংগঠন
- ✓ সংগঠিত সামাজিক গোষ্ঠী
- ✓ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা/N.G.O

জাতিসংঘের মতে, The N.G.O as "a not for profit, voluntary citizen's group that is Organized on a Local, National or International level to Address issues in Support of the Public good."
N.G.O গুলোকে সাধারণত ৪টি বৈশিষ্ট্য দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়-

১. স্বেচ্ছাসেবী ২. নির্দলীয় ৩. অলাভজনক ৪. অ-অপরাধী

কাজ :

- স্থানীয় ও গ্রামীণ জনগণের দারিদ্র্য দূরীকরণ।
- সম্পদ সমাবেশ ও ক্ষুদ্র পুঁজি সংগ্রহ ও সমাবেশ।
- উন্নয়নমূলক কাজে জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ জনগণের বিনিয়োগ সচেতনতা বৃদ্ধি করা।
- নারীর ক্ষমতায়নে এনজিও গুলোর ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম।

Responsibility to Protect (R_2P)

২০০৫ সালে বিশ্ব সামিট অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে জাতিসংঘের সকল সদস্যরাষ্ট্র মানবাধিকার রক্ষায় মানবিক হস্তক্ষেপকে (Humanitarian Intervention) বৈধতা দিতে Responsibility to Protect (R_2P) কে স্বীকৃতি দেয়।

এ সম্মেলনে ৪টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো- গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, জাতিগত নিধন ও মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ। সেখানে আরও বলা হয় অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব, শান্তি, নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক আইন মাথায় রেখেই হস্তক্ষেপ বা Responsibility to Protect করা যাবে।

Responsibility to Protect (R_2P)

❑ Responsibility to Protect (R_2P) এর স্তম্ভ:

R_2P এর স্তম্ভ মূলত তিনটি যা নিচে উল্লেখ করা হলো:

- গণহত্যা, যুদ্ধাপরাধ, মানবতাবিরোধী অপরাধ ও জাতিগত উচ্ছেদ থেকে দেশের নাগরিকদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাষ্ট্রের।
- উল্লিখিত বিষয়ে দায়িত্ব পালনে কোনো রাষ্ট্রকে সহযোগিতা করার দায়িত্ব আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের।
- কোনো রাষ্ট্র যদি উল্লিখিত অধিকারসমূহ সংরক্ষণে ব্যর্থ হয়, তাহলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব হবে সেই রাষ্ট্রের উপর। অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা এবং সর্বশেষ উপায় হিসেবে সামরিক অভিযান পরিচালনা করা।

অর্থাৎ প্রথমটি ব্যর্থ হলে দ্বিতীয়টি এবং দ্বিতীয়টি ব্যর্থ হলে তৃতীয় স্তম্ভটি কাজ করবে।

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (NON-STATE ACTORS)

❖ পার্লম্যান এবং কানিংহাম এর মতে, "অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হলো একটা সুসংগঠিত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, যা সরাসরি রাষ্ট্রের সাথে যুক্ত নয় কিন্তু রাষ্ট্রের স্বার্থের সাথে জড়িত।"

➢ অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের বৈশিষ্ট্য

✓ কোনো সুনির্দিষ্ট জনসমষ্টি, ভূ-খণ্ড, সার্বভৌমত্ব ও নির্বাচিত সরকার নেই।
✓ গণতান্ত্রিক ও বিশ্বনাগরিকের মতামতের উপর নির্ভরশীল।
✓ এদের কার্যাবলি শুধু রাষ্ট্রকেন্দ্রিক নয়, বিশ্বজনগণের স্বার্থেও কাজ করে।
✓ এটি একটি শক্তিশালী, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান।
✓ এরা দেশের ভেতরে ও দেশের বাইরে তাদের প্রভাব ফেলতে সক্ষম।

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মকের ধরন : অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (Non State Actors) প্রধানত ২ ধরনের। যথা –

ক. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা (IGO)

খ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি সংস্থা (NGO)

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (NON-STATE ACTORS)

ক. আন্তঃরাষ্ট্রীয় সরকারি সংস্থা (IGO)

- সামরিক সংস্থা - (উদাহরণ: NATO)
- অর্থনৈতিক সংস্থা - (উদাহরণ: ASEAN, OPEC)
- রাজনৈতিক ও বহুমুখী উদ্দেশ্যসাধক - উদাহরণ: জাতিসংঘ

খ. আন্তঃরাষ্ট্রীয় বেসরকারি সংস্থা (NGO)

- অর্থনৈতিক বহুজাতিক সংস্থা (উদাহরণ: BIMSTEC)
- রাজনৈতিক (উদাহরণ: OIC, NAM, Commonwealth)
- ধর্মীয় উপাদান (উদাহরণ: ক্যাথলিক মিশন)
- উগ্রবাদী সংস্থা (উদাহরণ: আল-কায়েদা, আইএস)
- ব্যক্তি (উদাহরণ: বিল গেটস, ইলন মাস্ক)
- আদিবাসী সম্প্রদায় (উদাহরণ: মেক্সিকো ও মধ্য আমেরিকার মায়া সম্প্রদায়)
- NGO (উদাহরণ: BRAC, CARE International)
- আন্তর্জাতিক সংবাদ সংস্থা (উদাহরণ: BBC News, The New York Times)

অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক (NON-STATE ACTORS)

❑ অ-রাষ্ট্রীয় কর্মক হিসেবে স্বীকৃতির শর্তসমূহ

- অ-রাষ্ট্রীয় সংগঠন বা সংস্থাটিকে এমন গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ কার্যাবলি সম্পাদন করতে হবে যেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কের উপর তার নিরবচ্ছিন্ন প্রভাব বজায় থাকে।
- অ-রাষ্ট্রীয় সংস্থাকে অন্যান্য জাতীয় রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক গুরুত্ব দিতে হবে এবং পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে ভূমিকা স্বীকার করতে হবে।
- অ-রাষ্ট্রীয় সক্রিয় ভূমিকা পালনকারী নিজস্বক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের স্বাধীনতা থাকবে।

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ন্যাটোর মূল উদ্দেশ্য কী? আপনি কি মনে করেন ন্যাটো তার উদ্দেশ্য পূরণে কার্যকর ভূমিকা রাখছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার উদ্দেশ্য কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- বিশ্ব ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আরব লীগ কী? ব্যাখ্যা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- OIC-এর ভূমিকা কী? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- নৈতিক রাষ্ট্রের ধারণাটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সম্পর্কে anarchical society ধারণাটি আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- ভঙ্গুর রাষ্ট্র (fragile state) ও ব্যর্থ রাষ্ট্র (failed state)- এর মধ্যে পার্থক্য কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- ট্রান্স-আটলান্টিক (Trans-Atlantic) সম্পর্কের গতিপ্রকৃতি সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অরাষ্ট্রীয় কর্মক (Non-State Actors) বলতে কি বুঝায়? উদাহরণসহ লিখুন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- ‘ভূ-খণ্ড’ এবং ‘ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা’র মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- বহুজাতিক রাষ্ট্র বলতে কি বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- আঞ্চলিক [আঞ্চলিকতাবাদ] ও আঞ্চলিকরণের [আঞ্চলিকীকরণের] মধ্যে পার্থক্য কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- রাষ্ট্র গঠনের উপাদান হিসাবে সার্বভৌমত্বের গুরুত্ব কী? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- সরকার ও রাষ্ট্রের মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিতাত্ত্বিক রাষ্ট্র বলতে কী বোঝায়? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র (National State) বলতে কী বুঝায়? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]
- সার্বভৌমত্ব (Sovereignty) ও সার্বভৌম ক্ষমতার মধ্যে তফাৎ কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

লেকচার-০২

শক্তি ও নিরাপত্তা

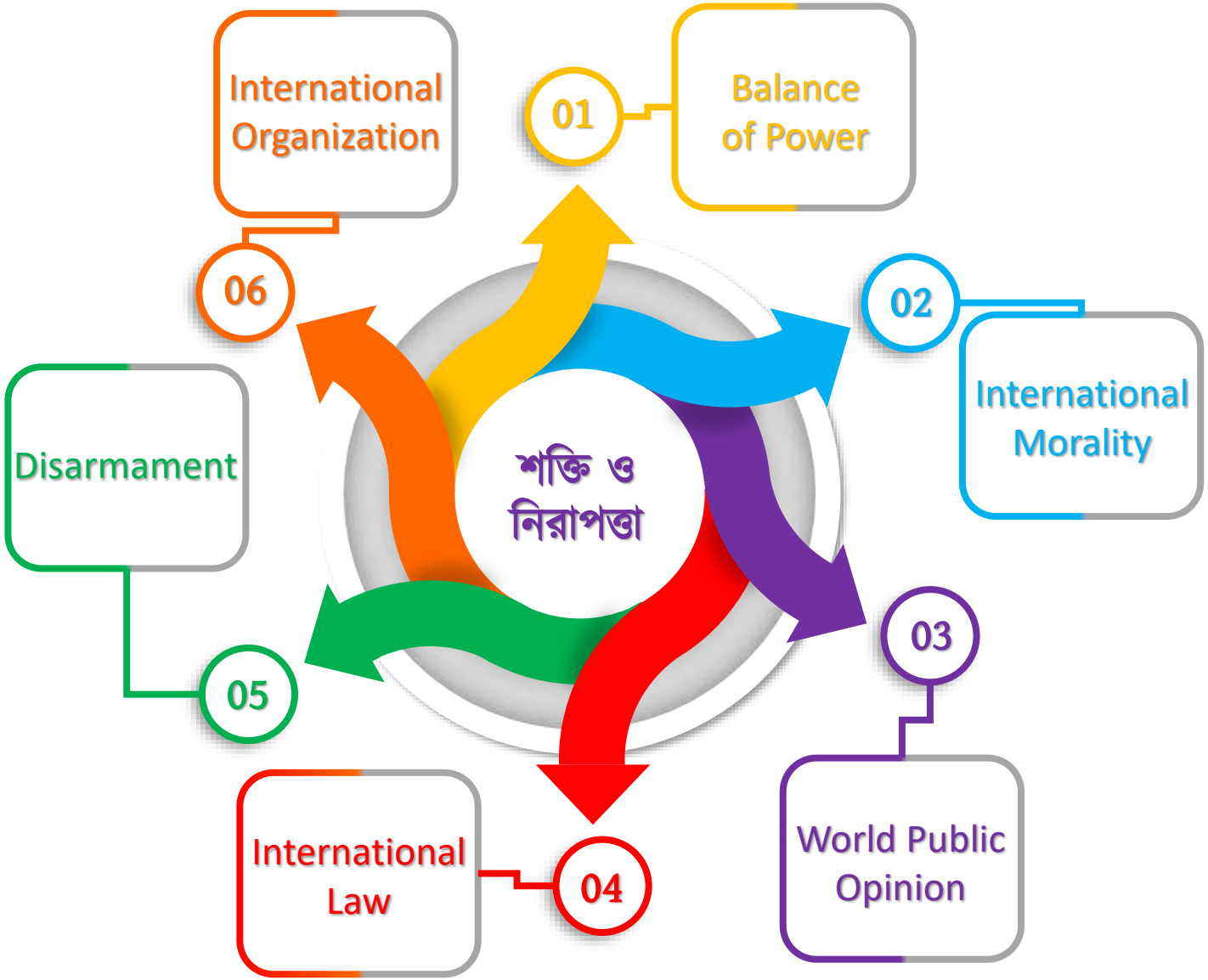
শক্তি ও নিরাপত্তা
01
Balance of Power
02
International Morality
03
World Public Opinion
04
International Law
05
Disarmament
06
International Organization

শক্তি ও নিরাপত্তা

- "Power is the ability to shape and control the political behaviour of others and to lead and guide their behaviour in the direction desired by the person, group or institution." – Dr. Amon Leroy.
- "A psychological relation between those who exercise it and those over whom it is exercised."– Morgantheau
- "Power is the capacity to impose one's will on others"– George
- "Reliance on effective sanctions in case of non-compliance. ।"– Schwargenbergar (Power politics)
- "National power is that combination of power and capability of state which the state uses for fulfilling its national interest and goals" – প্যাডল ফোর্ড ও লিঙ্কন
- "National power is the forcing capability of a state." – Peace of Westphelia
- "National power denotes the ability of a nation to fulfill national goals it tells us as to how much powerful or weak a particular nation is in securing its national goals." – Hartman

শক্তি ও নিরাপত্তা

➲ শক্তি তিন প্রকার –

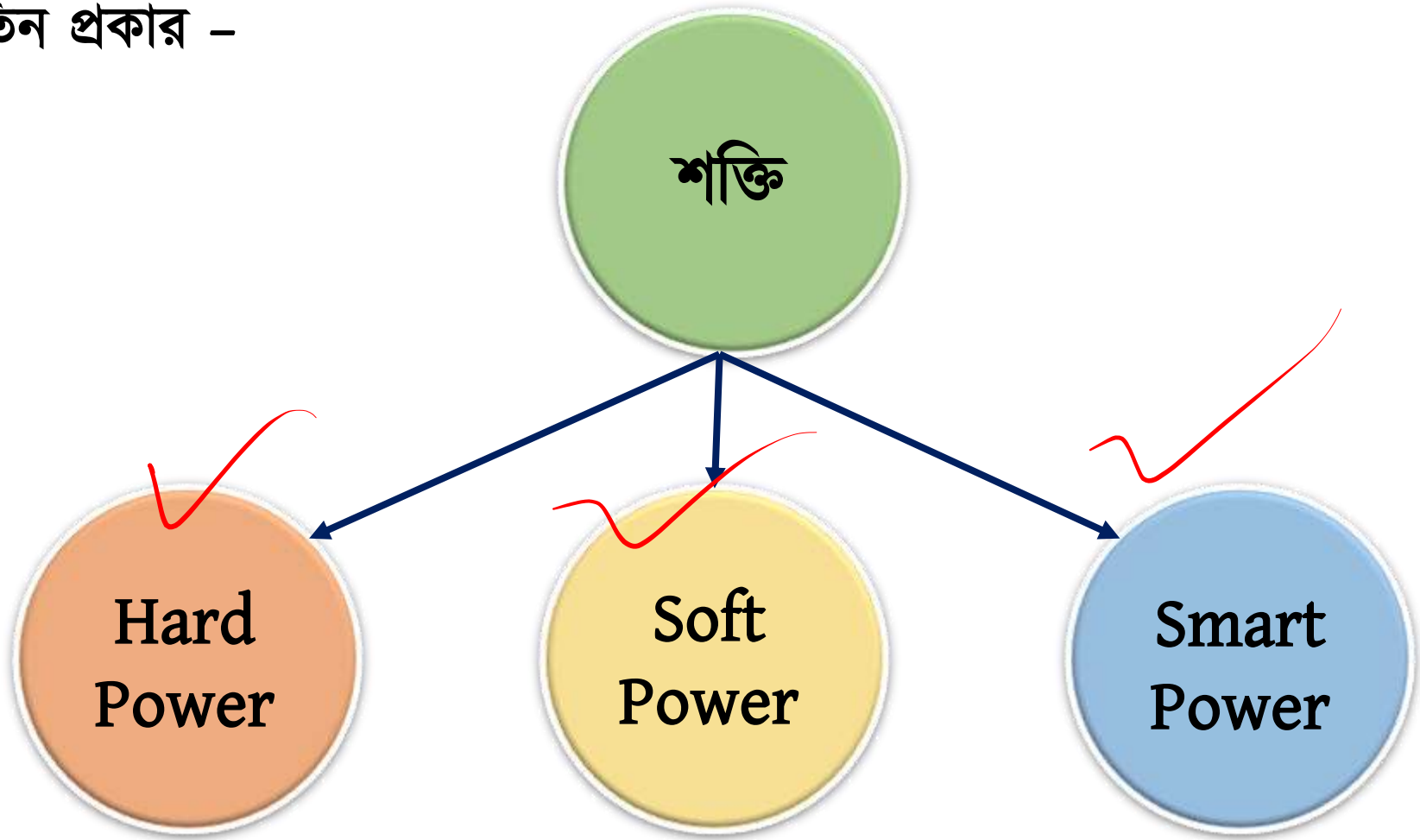

শক্তি ও নিরাপত্তা

❖ **জাতীয় শক্তির উপাদান:** অধ্যাপক পামার ও পারকিনস জাতীয় শক্তির সাত রকমের উপাদান উল্লেখ করেছেন-

শক্তি ও নিরাপত্তা

❑ হ্যানস মর্গেনথ্যু শক্তির উপাদানগুলো দুভাগে ভাগ করেছেন-

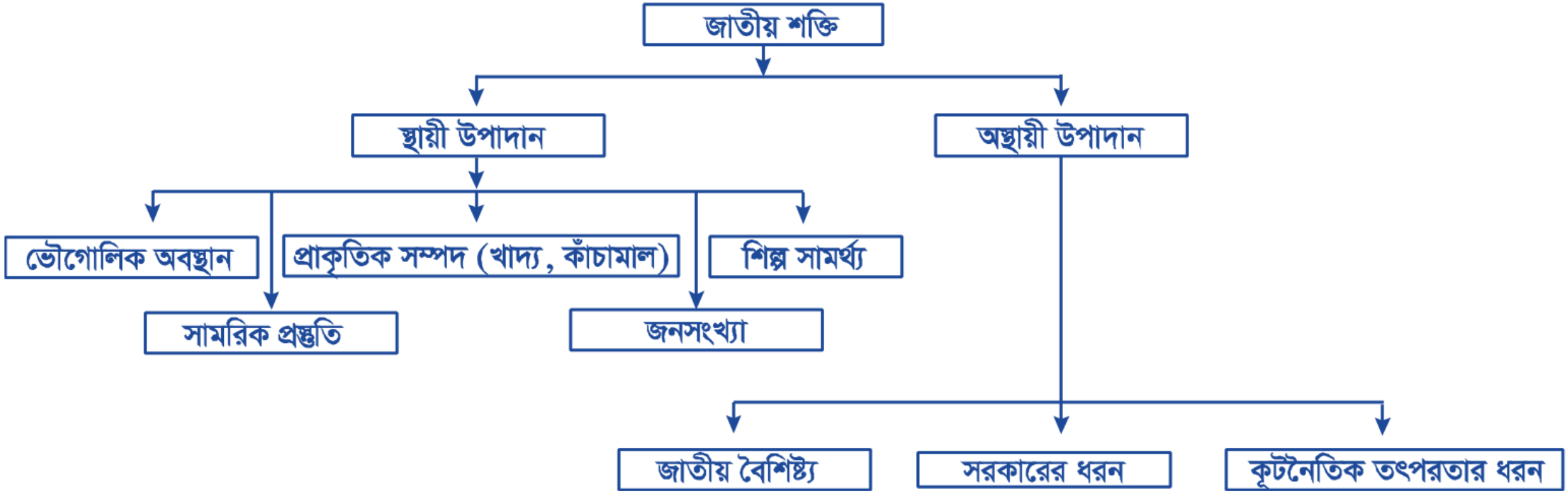

শক্তিসাম্য (BALANCE OF POWER)

- Quincy Wright এর মতে, "শক্তির ভারসাম্য হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্যে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে, কোনো রাষ্ট্র আগ্রাসী হয়ে উঠলে তাকে অন্যান্য রাষ্ট্রের অপরাজেয় জোটের সম্মুখীন হতে হবে।" (It is a system designed to maintain a continuous conviction in any state that if it attempts aggression, it would encounter an invincible combination of other).
- Prof. George Schwarzenberger তাঁর 'Power Politics' গ্রন্থে বলেন, "Balance of power is a certain amount of stability in international relation." অর্থাৎ শক্তিসাম্য হচ্ছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণে সাম্যাবস্থা।
- Prof. Sidney B. Fay এর মতে, "শক্তি-সাম্যের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় পরিবারের সদস্যদের মধ্যে শক্তির এমন একটি সঠিক সাম্যাবস্থা, যা যেকোনো একটিকে বাধা দেবে এমন অধিক শক্তিশালী হতে, যাতে সে অপরের উপর তার ইচ্ছাকে জোর করে চাপিয়ে দিতে না পারে।"

শক্তিসাম্য (BALANCE OF POWER)

❑ শক্তি-সাম্যের বৈশিষ্ট্য

পামার ও পারকিন্স শক্তিসাম্যের কয়েকটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। যথা –

- ক্ষমতা সম্পর্কে কিছু ধরনের ভারসাম্য।
- ক্ষমতার ভারসাম্য স্বল্প সময়ের জন্য বিরাজ করে।
- মানুষের সক্রিয় হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শক্তিসাম্য অর্জন করতে হয়।
- শক্তিসাম্য শক্তিশালী রাষ্ট্রের ক্ষমতার অবস্থানের স্থিতবস্থার পক্ষে।
- প্রকৃত শক্তিসাম্য খুব কমই বিদ্যমান থাকে। আর সাম্যের পরীক্ষা হয় যুদ্ধের মাধ্যমে।
- যেহেতু শক্তিসাম্য যুদ্ধকে সাম্য বজায় রাখার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে তাই তা শান্তির প্রাথমিক উপায় নয়।
- শক্তিসাম্য ব্যবস্থায় বড় বা শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোই প্রধান খেলোয়ার। আর দুর্বল রাষ্ট্রগুলো কেবল দর্শক বা খেলার ভুক্তভোগী।
- শক্তিসাম্য ব্যবস্থা তখন কাজ করে যখন বহুসংখ্যক প্রধান শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান থাকে, যাদের প্রত্যেকে তাদের শক্তি সম্পর্কের মধ্যে সাম্য বজায় রাখার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়।
- জাতীয় স্বার্থই হলো শক্তিসাম্যের মূল ভিত্তি।

শক্তিসাম্য কেন প্রয়োজন?

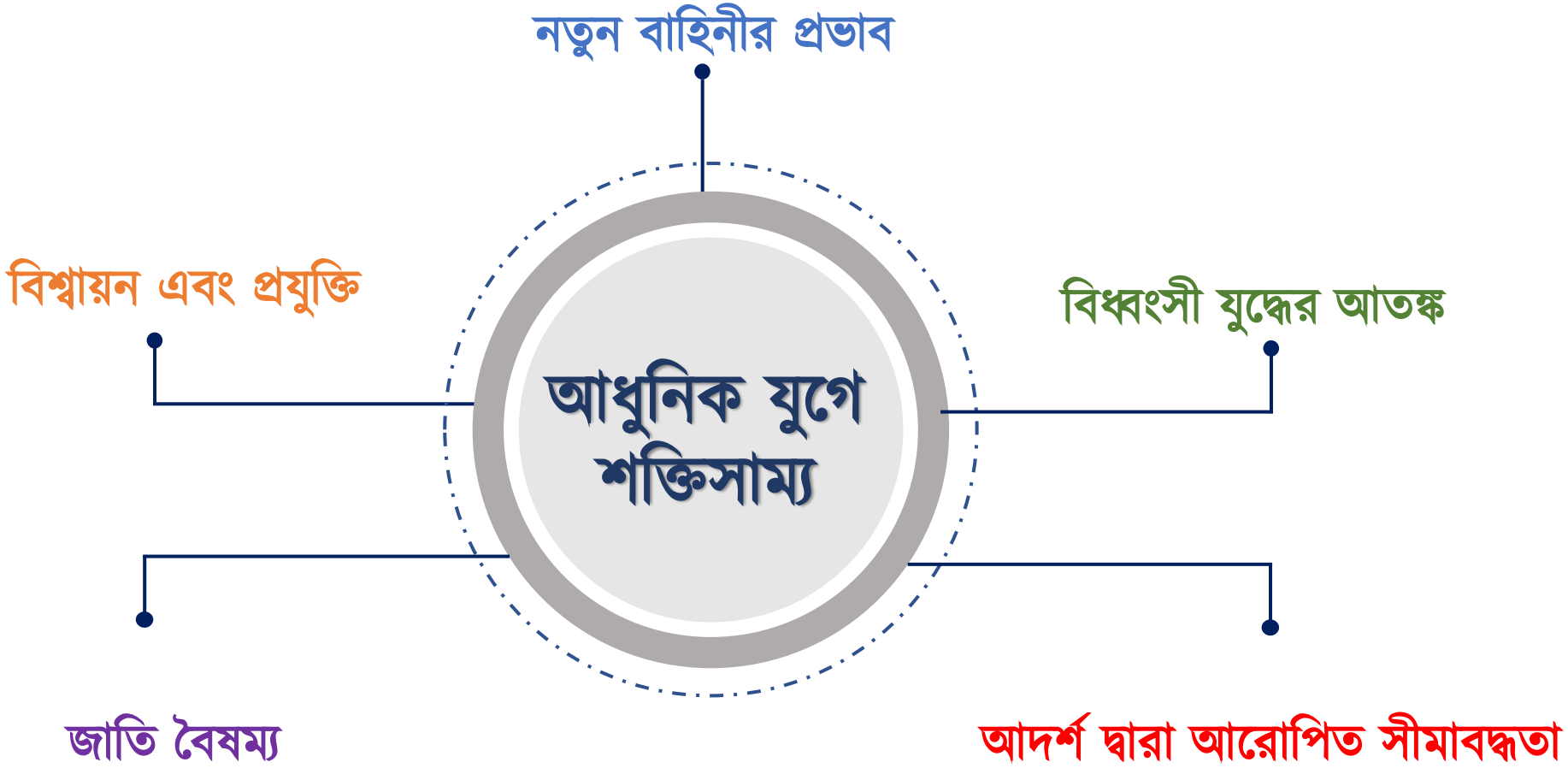

শক্তিসাম্য (BALANCE OF POWER)

❑ শক্তি-সাম্য বজায় রাখার কৌশলসমূহ

শক্তিগত ভারসাম্য সৃষ্টি ও বজায় রাখার জন্য নিজস্ব নিয়ম, পদ্ধতি ও কৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে। শক্তিগত ভারসাম্য বজায় রাখার প্রধান কৌশল হলো সবল পক্ষের শক্তি হ্রাস বা দুর্বল পক্ষের শক্তি বৃদ্ধি করে ভারসাম্য রক্ষা করা। এ উদ্দেশ্য অর্জনে নিম্নলিখিত কৌশলসমূহের প্রয়োগ করা হয়।

নিরাপত্তা

নিরাপত্তা

✓ অপ্রচলিত নিরাপত্তার ৬টি শাখা রয়েছে –

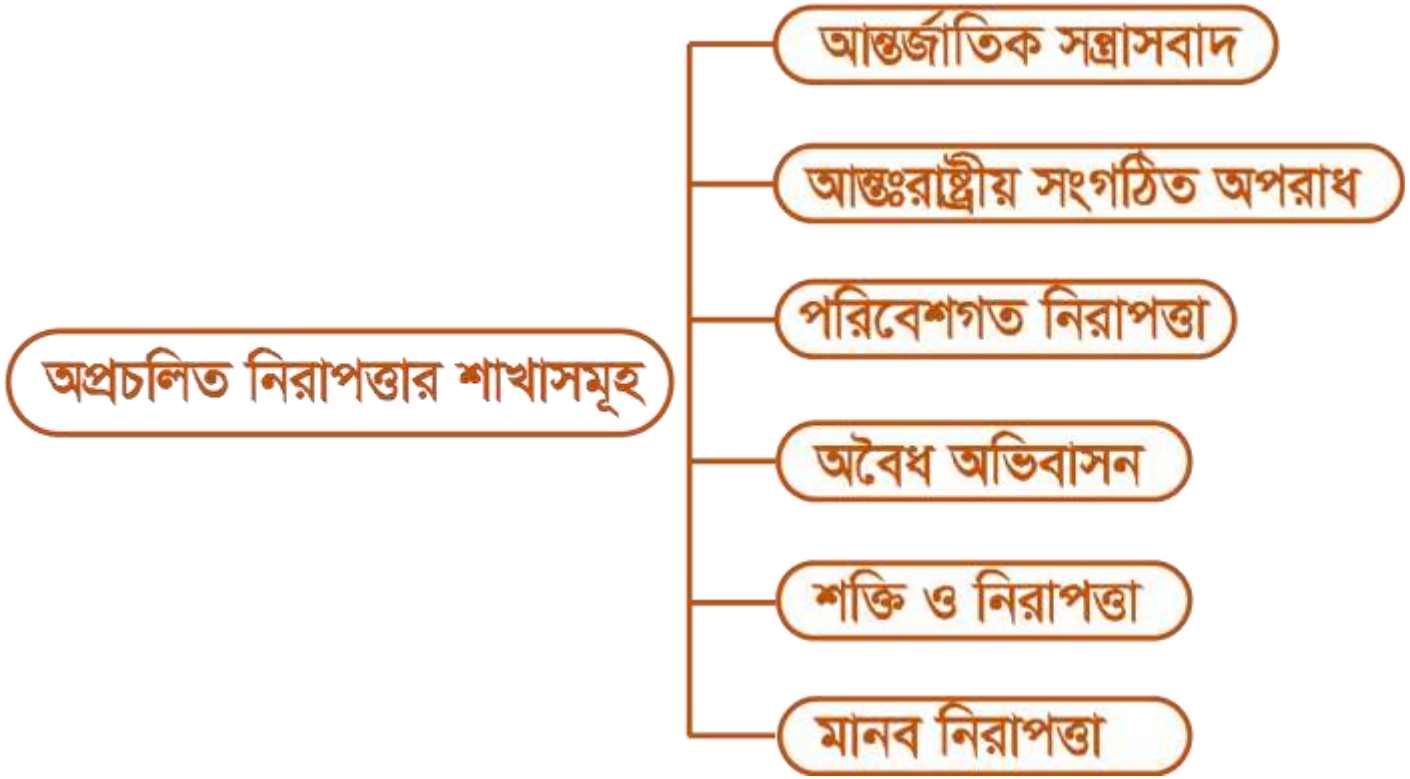

দাতাঁত (DÉTENTE)

দাতাঁত ফরাসি শব্দ। এর অর্থ উত্তেজনা প্রশমন করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর স্নায়ুযুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য আলোচনা শুরু হলে দাতাঁত শব্দটি আলোচনায় আসে। দাতাঁতের মাধ্যমে কিউবা সংকটকে কেন্দ্র করে ১৯৬৩ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে হটলাইন চালু হয়। এর ফলে স্নায়ুযুদ্ধের উত্তেজনা অনেকাংশে হ্রাস পায়।

হেনরি কিসিঞ্জারের মতে, "দাতাঁত হলো প্রত্যক্ষ সামরিক সংঘাত এবং সর্বোপরি পারমাণবিক যুদ্ধ এড়ানোর জন্য চিরাচরিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার বদলে পারস্পরিক শান্তিপূর্ণ সমঝোতার গুরুত্ব আরোপ।"

➢ দাতাঁতের বৈশিষ্ট্য

- ✓ উভয়পক্ষ শক্তি জোট অক্ষুণ্ন রেখে সামরিক বাহিনী ও অস্ত্রের পরিমাণ হ্রাস করবে।
- ✓ উভয়ের মধ্যে আদর্শগত দ্বন্দ্ব বজায় রেখেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করবে।
- ✓ বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উভয়ের মধ্যে উত্তেজনা কমিয়ে এনে পারস্পরিক আস্থা ও সমঝোতার চেষ্টা চালু রাখবে।

আন্তর্জাতিক অপরাধ

❑ মানবতাবিরোধী অপরাধ

মানবতাবিরোধী অপরাধ বলা হয়, কোনো কার্যত সংস্থা বা রাষ্ট্রের পক্ষে সংঘঠিত সেসব ব্যাপক বা পদ্ধতিগত অপরাধকে যা মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। এসব অপরাধ যুদ্ধ বা শান্তির সময়ে বেসামরিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়। যুদ্ধাপরাধের সাথে মানবতাবিরোধী অপরাধের পার্থক্য হলো যুদ্ধাপরাধ যেখানে যুদ্ধকালীন সময়ে সম্পন্ন হয় মানবতাবিরোধী অপরাধসমূহ শান্তি কিংবা যুদ্ধ উভয় সময়ে ঘটতে পারে।

১৯৯৮ সালে রোম স্ট্যাটিউটের ৭ অনুচ্ছেদে মানবতাবিরোধী অপরাধের সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। সংজ্ঞানুসারে, একটি ব্যাপক বা পদ্ধতিগত আক্রমনের অংশ হিসেবে বেসামরিক জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত নিম্নলিখিত অপরাধগুলোর যেকোনোটিকে মানবতাবিরোধী অপরাধ বলা হয়। অপরাধগুলো হলো:

- ✓ হত্যা
- ✓ বিনাশ
- ✓ দাসত্ব
- ✓ নির্বাসন বা জনসংখ্যার স্থানান্তর
- ✓ নির্যাতন
- ✓ গুম
- ✓ বর্ণবাদের অপরাধ
- ✓ আন্তর্জাতিক আইনের মৌলিক নিয়ম লঙ্ঘন করে কারাবন্দিকরণ বা শারীরিক স্বাধীনতার গুরুতর বঞ্চনা।
- ✓ ধর্ষণ, যৌন দাসত্ব, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি, জোরপূর্বক সন্তান ধারণ, জোরপূর্বক নির্বীজিকরণ, তুলনামূলকভাবে গুরুতর অন্য যেকোনো যৌন সহিংসতা।
- ✓ ইচ্ছাকৃতভাবে কষ্ট দেওয়া, শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের উপর মারাত্মক আঘাত।
- ✓ কোনো নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে নিপীড়ন।

আন্তর্জাতিক অপরাধ

❑ যুদ্ধাপরাধ

যুদ্ধাপরাধ হলো যুদ্ধের আইন বা রীতিনীতির এমন যেকোনো লঙ্ঘন যা অপরাধমূলক কাজের শামিল। এসব অপরাধ বেসামরিক নাগরিক বা শত্রুপক্ষের বিরুদ্ধে সংঘটিত হয়। ১৯৪৬ সালের নুরেমবার্গ আন্তর্জাতিক সামরিক ট্রাইব্যুনালের সনদ অনুযায়ী যুদ্ধাপরাধের অর্ন্তভুক্ত অপরাধ গুলো হলো – বেসামরিক ব্যক্তিদের খুন, নির্বাসন কিংবা নিষ্ঠুর আচরণ, জিম্মিদের হত্যা, সম্পত্তির লুণ্ঠন এবং জনবসতিপূর্ণ এলাকার বেপরোয়া ধ্বংসসাধন। ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের গুরুতর লঙ্ঘন হলো যুদ্ধাপরাধ। জেনেভো কনভেনশনের অধীন যে কাজগুলো যুদ্ধাপরাধ সেগুলো হলো:

ইচ্ছাকৃত হত্যা।	যুদ্ধবন্দি বা অন্য ব্যক্তিকে নিজেদের বাহিনীতে কাজ করতে বাধ্য করা।
জৈবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষাসহ নির্যাতন বা অমানবিক আচরণ।	ইচ্ছাকৃতভাবে যুদ্ধবন্দি বা অন্য ব্যক্তিকে ন্যায্য বিচারের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা।
ইচ্ছাকৃতভাবে যন্ত্রণা, শরীর বা স্বাস্থ্যে গুরুতর আঘাত দেওয়া।	বেআইনি নির্বাসন বা স্থানান্তর বা বেআইনি বন্দি।
বেআইনি এবং স্বেচ্ছাচারীভাবে সম্পত্তির ব্যাপক ধ্বংস এবং দখল।	জিম্মি করা।

আন্তর্জাতিক অপরাধ

❑ গণহত্যা

কোনো বিশেষ ধর্মমত, রাজনৈতিক মতবাদ বা কৃষ্টিসম্পন্ন জনগোষ্ঠীকে নির্মূল বা হীনবল করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে পরিচালিত সুপরিকল্পিত, সুনির্দিষ্ট ও ব্যাপক হত্যাকাণ্ডকে গণহত্যা বলে। ১৯৪৮ সালে স্বাক্ষরিত এবং ১৯৫১ সালে কার্যকর জাতিসংঘের জেনেভা কনভেনশনের অনুচ্ছেদ-২ এ গণহত্যার সংজ্ঞা প্রদান করা হয়েছে। এ অনুচ্ছেদ অনুসারে, কোনো জাতি, সম্প্রদায়, বর্ণ বা ধর্মীয় গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ বা আংশিক নির্মূলের অভিপ্রায়ে সংঘটিত নিম্নের যেকোনো কাজকে গণহত্যা বলে বিবেচিত হবে।

- গোষ্ঠীর সদস্যদের হত্যা।
- গোষ্ঠীর সদস্যদের গুরুতর শারীরিক বা মানসিক ক্ষতি করা।
- গোষ্ঠীর সম্পূর্ণ বা আংশিক শারীরিক ধ্বংস সাধনের জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে গোষ্ঠীর অবস্থার উপর আঘাত হানা।
- গোষ্ঠীর সদস্যদের জন্ম রোধ করার জন্য ব্যবস্থা আরোপ করা।
- এক গোষ্ঠীর শিশুদের জোরপূর্বক অন্য গোষ্ঠীতে স্থানান্তর।

নিরস্ত্রীকরণ ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণ

- "কোন রাষ্ট্র যদি স্বেচ্ছায় অস্ত্র উৎপাদন হ্রাস কিংবা স্থগিত করে তবে তাকে নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) বলে।"
  –শে চার

- "Disarmament is the process of reduction or elimination of certain or all armaments for the purpose of ending armament race." - **Hans. J. Morgenthau**

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

❖ NPT

- ✓ **পূর্ণ রূপ:** Nuclear Non-Proliferation Treaty.
- ✓ **স্বাক্ষর:** ১ জুলাই, ১৯৬৮; কার্যকর ৫ মার্চ, ১৯৭০।
- ✓ **এ চুক্তির মূলভিত্তি তিনটি:** ১. পারমাণবিক অস্ত্র বিস্তার রোধ করা।
  ২. পারমাণবিক শক্তিধর দেশগুলোয় নিরস্ত্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু করা।
  ৩. সব দেশকে পারমাণবিক প্রযুক্তি শান্তিপূর্ণ কাজে ব্যবহারের নিশ্চয়তা প্রদান করা।
- ✓ এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর সমন্বিত প্রচেষ্টার ফসল, যা ১৯৫৩ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন হাওয়ার 'Atoms for Peace' কর্মসূচির মাধ্যমে শুরু করেন।
- ✓ চুক্তিটি প্রথম ২৫ বছরের জন্য এবং ২৫ বছর পর ১৯৯৫ সালে নিউইয়র্ক সম্মেলনে অনির্দিষ্টকালের জন্য নবায়ন করা হয়।
- ✓ এ চুক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ১৯৯৬ সালের ১১ এপ্রিল আফ্রিকার ৩৩টি দেশ 'পোলিনদাবা' চুক্তির মাধ্যমে আফ্রিকাকে পারমাণবিক অস্ত্রমুক্ত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।
- ✓ সমালোচকদের মতে, এটি অসম ও বৈষম্যমূলক চুক্তি।
- ✓ উত্তর কোরিয়া ১৯৮৫ সালে চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও ২০০৩ সালে স্বাক্ষর প্রত্যাহার করে নেয়।
- ✓ ভারত, পাকিস্তান, কিউবা এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

❖ CTBT

- ✓ **পূর্ণরূপ**- Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty.
- ✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৬।
- ✓ জাতিসংঘে CTBT উত্থাপন করে অস্ট্রেলিয়া।
- ✓ চুক্তিটির ১৪১ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান বিশ্বের পারমাণবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রত্যেকের স্বাক্ষর ও অনুমোদন না দিলে এটা কার্যকর হবে না।
- ✓ পারমাণবিক শক্তিধর ৮টি দেশের মধ্যে মাত্র ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য চুক্তিটি অনুমোদন করছে। চুক্তিটির মাধ্যমে পারমাণবিক পরীক্ষার কার্যক্রম রোধ করা হলেও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংসের কোনো বিধান রাখা হয়নি।
- ✓ বাংলাদেশ ১৯৯৬ সালের ২৪ অক্টোবর ১২৯তম দেশ হিসেবে CTBT স্বাক্ষর করে এবং ২০০০ সালের ৮ মার্চ ২৮তম দেশ হিসেবে CTBT অনুমোদন করে।
- ✓ স্বাক্ষর না করা রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে অন্যতম ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, সিরিয়া, সোমালিয়া, কিউবা, ভুটান ইত্যাদি।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

❖ Chemical Weapons Convention (CWC)

- ✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ১৩ জানুয়ারি, ১৯৯৩।
- ✓ **চুক্তি কার্যকর:** ২৯ এপ্রিল, ১৯৯৭।
- ✓ চুক্তিটিতে মোট স্বাক্ষরকারী দেশ ১৬৫টি; অনুসমর্থনকারী দেশ – ১৯৩টি (সর্বশেষ ফিলিস্তিন)। মিসর, উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ সুদান চুক্তিটি স্বাক্ষর করেনি আর ইসরাইল চুক্তিটি স্বাক্ষর করলেও অনুমোদন করেনি।
- ✓ **চুক্তির উদ্দেশ্য:** এ চুক্তির মাধ্যমে সব ধরনের রাসায়নিক অস্ত্রের উৎপাদন, উন্নয়ন, ব্যবহার, মজুত, বিক্রি ইত্যাদি নিষিদ্ধ করা হয়।

নিরস্ত্রীকরণের লক্ষ্যে পদক্ষেপ

❖ TPNW (Treaty on the Prohibition of nuclear weapons)

✓ **চুক্তি স্বাক্ষর:** ২০ সেপ্টেম্বর, ২০১৭ (নিউইয়র্ক)।

✓ **কার্যকর হয়:** ২২ জানুয়ারি, ২০২১।

✓ **স্বাক্ষরকারী দেশ:** ৮৪টি।

✓ **উদ্দেশ্য:** পরমাণু যুদ্ধ এড়ানো।

✓ **শর্তসমূহ:**

- পারমাণবিক অস্ত্রের বিকাশ, পরীক্ষা, উৎপাদন, মজুতকরণ, স্থানান্তর, ব্যবহার নিষিদ্ধ করতে হবে।
- প্রতিটি রাষ্ট্র চুক্তিটি বাস্তবায়নের সুবিধার্থে সহযোগিতা করবে।
- পারমাণবিক অস্ত্রের কাঁচামাল সরবরাহের জন্য সকল প্রকার বাণিজ্য বন্ধ থাকবে।
- পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষার ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।
- জাতীয়ভাবে জাতিসংঘের প্রতিটি সদস্য নীতিগতভাবে চুক্তিকে সমর্থন দিতে হবে।
- জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জাতিসংঘের সকল পরমাণু নিষেধাজ্ঞা মেনে চলতে নীতিগতভাবে বাধ্য থাকবে।
- যদি কোনো রাষ্ট্র এই চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে পারমাণবিক কার্যক্রম নির্মূল করে তাহলে এই বিষয়ে দক্ষ আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ দ্বারা তা পরীক্ষা করা হবে।

✓ **দুর্বলতা:** জাতিসংঘের ১৯৩টি সদস্য দেশের মধ্যে চুক্তির পক্ষে পড়েছে ১২২টি ভোট। নেদারল্যান্ডস বিপক্ষে ও সিঙ্গাপুর ভোটদানে বিরত ছিল। দুঃখের বিষয় হলো পরমাণু অস্ত্রের শক্তিধর যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, ব্রিটেন, চীন, ফ্রান্স, ভারত, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া ও ইসরাইল এই চুক্তি সংক্রান্ত কোনো আনুষ্ঠানিকতায় অংশ নেয়নি।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়ার মধ্যে নিরস্ত্রীকরণ

Name of the Treaty	Years
SALT-1 (Strategic Arms Limitation Talks)	**1972**
SALT-2 (IBM ≤ 2250) (BM- Ballastic Missile)	**1979**
INF (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty)	**1987**
START-1 (Strategic Arms Reduction Treaty) Long-range missile ≤ 600	**1991**
START-2 (nuclear warhead ≤ 3500)	**1993**
START-3	**1997**
The New **START**	**2011**

নিরস্ত্রীকরণের সফলতার অন্তরায়

"Nuclear disarmament and non-proliferation are not utopean ideals. They are critical to global peace and security" -Ban Ki-Moon.

❑ **নিরস্ত্রীকরণ বাস্তবায়নের পথে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হলো:**

- জাতীয় নিরাপত্তা
- আধিপত্য বজায় রাখা
- অস্ত্র বাণিজ্য
- আঞ্চলিক প্রভাব বিস্তার
- ঐকমত্যের অভাব
- কৌশলগত ভূ-রাজনীতি
- সংঘাতময় আন্তর্জাতিক রাজনীতি
- চুক্তির কার্যকারিতা

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভেটো ক্ষমতা

দীর্ঘ ছয় বছর (১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৫ সাল) পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। বিজয়ী মিত্রশক্তি পরবর্তীকালে যাতে যুদ্ধ ও সংঘাত প্রতিরোধ করা যায় এই উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। তখন বিশ্ব রাজনীতির পরিস্থিতি জাতিসংঘের সাংগঠনিক কাঠামোতে এখনও প্রতিফলিত হয়ে চলছে।
উদাহরণস্বরূপ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষেদের ৫টি স্থায়ী সদস্যদের ভেটো প্রদানের ক্ষমতা। অর্থাৎ নিরাপত্তা পরিষদে কোনো প্রস্তাব তোলা হলে পাঁচটি দেশের যেকোনো একটি তার ওই ক্ষমতা প্রয়োগ করে প্রস্তাবটি আটকে দিতে পারে। অন্যসব দেশ প্রস্তাবের পক্ষে থাকলেও কোনো কাজ হয় না। ভেটো ক্ষমতা ইয়াল্টা সম্মেলনে নির্ধারিত হয়। এটি জাতিসংঘ সনদের ২৭নং অনুচ্ছেদে আলোচিত।

জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের ভেটো ক্ষমতার যুক্তি মূলত স্থায়ী সদস্যদের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। তারা মনে করে যে শান্তি ও নিরাপত্তা তখনই সম্ভব যদি বৃহৎ শক্তিগুলো একসাথে কাজ করে । সানফ্রান্সিসকো সম্মেলনে স্থায়ী সদস্যরা ভেটো ক্ষমতা রাখার যে যুক্তিগুলো দেখিয়েছেন সেগুলো হলো:

- ভেটো ক্ষমতা ছিল রাজনৈতিক বাস্তবতার প্রতিফলন।
- যদি স্থায়ী সদস্যদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করা হয় তবে জাতিসংঘ ভেঙে যেতে পারে।
- স্থায়ী সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের ক্ষতি করতে পারে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া থেকে এটি নিরাপত্তা পরিষদকে বাধা দেয়।

পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যদেশ যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, চীন ও ফ্রান্স বেসামরিক মানুষকে রক্ষার চেয়ে নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ বা ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি দেশের মধ্যে USA সবচেয়ে বেশি চাঁদা দেয়। এটাও একটি কারণ হতে পারে যে, একারণেই তারা সবসময় ভেটো পাওয়ার পেতে চায়। আবার, বর্তমানে বিশ্বে অর্থনৈতিক বা সামরিক দিক দিয়েও এই পাঁচটি দেশই সবচেয়ে শক্তিশালী। একারণেই তারা সবসময় ভেটো দেওয়ার ক্ষমতা চায়। মূলত ভেটো ক্ষমতা প্রয়োগ করার মাধ্যমে এসব দেশ তাদের আধিপত্য সবসময় বিস্তার রাখতে চায় তাই তারা ভেটো ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ করতে চায় না।

বর্তমানে আলোচিত বিভিন্ন অস্ত্র

➲ **এস-৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র:** এস-৫০০ একটি বিমান বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। অত্যাধুনিক এই এস-৫০০ ব্যবস্থার নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান আলমাজ-অ্যান্ট। বিশ্বে এস-৫০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সমান কোনো অস্ত্র নেই। দীর্ঘপাল্লার এই ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে ক্ষেপণাস্ত্র ও বিমান ভূপাতিত করার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থা স্যাটেলাইট বিধ্বংসী কাজেও ব্যবহার করা হবে। এস-৫০০ প্রযুক্তির এই মিসাইলের নাম দেওয়া হয়েছে প্রমিথিউস (Prometheus)। শুধু কক্ষপথে থাকা কোনও উপগ্রহই নয়, অত্যাধুনিক হাইপারসনিক মিসাইল ধ্বংস করতেও সক্ষম এই এস ৫০০ প্রযুক্তির প্রমিথিউস। ২০১৪ সালে এর কাজ শুরু করেছিল রাশিয়া। ২০২০ সালে প্রাথমিক পরীক্ষার পর ২০২৫ সালে সম্পূর্ণভাবে এই ক্ষেপণাস্ত্র হাতে পাবে মস্কো।

'মহাকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রথম প্রজন্মের অস্ত্র হলো এস-৫০০ মিসাইল বা ক্ষেপণাস্ত্র। ভবিষ্যতে মহাকাশ অস্ত্র এবং পৃথিবীর কাছের কক্ষপথে থাকা উপগ্রহকেও ধ্বংস করতে পারবে এটি।' সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানিয়েছেন রুশ কর্নেল-জেনারেল সার্জেই সুরোভিকিন।

➢ **এস-৫০০ এর বৈশিষ্ট্য**

- ✓ এটি বিশ্বের সর্বাধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ এ ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার পাল্লা হলো ৬০০ কিলোমিটার।
- ✓ এটি আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রসহ উড়ন্ত লক্ষ্যবস্তুকে হাইপারসনিক গতিতে বাধা দিতে পারে।
- ✓ সেকেন্ডে ৭ কিলোমিটার গতিবেগে আঘাত হানতে পারে এই ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ শক্তিশালী রাডারের কারণে আকাশের প্রতিটি বস্তুই চিহ্নিত করতে সক্ষম এই ক্ষেপণাস্ত্র।
- ✓ একসঙ্গে ১০টি ব্যালেস্টিক ক্ষেপণাস্ত্রকে নিশানা করতে এবং তারমধ্যে ৭টিকে এক আঘাতেই ধ্বংস করতে সক্ষম এই এস-৫০০ মিসাইল।

বর্তমানে আলোচিত বিভিন্ন অস্ত্র

- **S-400 ক্ষেপণাস্ত্র:**

- **ICBM:**

- **এবিএম (ABM):** ABM এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Anti Ballastic Missile. এটি পারমাণবিক, রাসায়নিক, জীবাণু অস্ত্রবাহী যেকোনো ক্ষেপণাস্ত্রকে প্রতিহত করতে সক্ষম। যেমন: HQ 29, THAAD প্রভৃতি।

- **THAAD:**

- **ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র (WMD):**

- **প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র:**

ভূ-রাজনীতি (GEOPOLITICS)

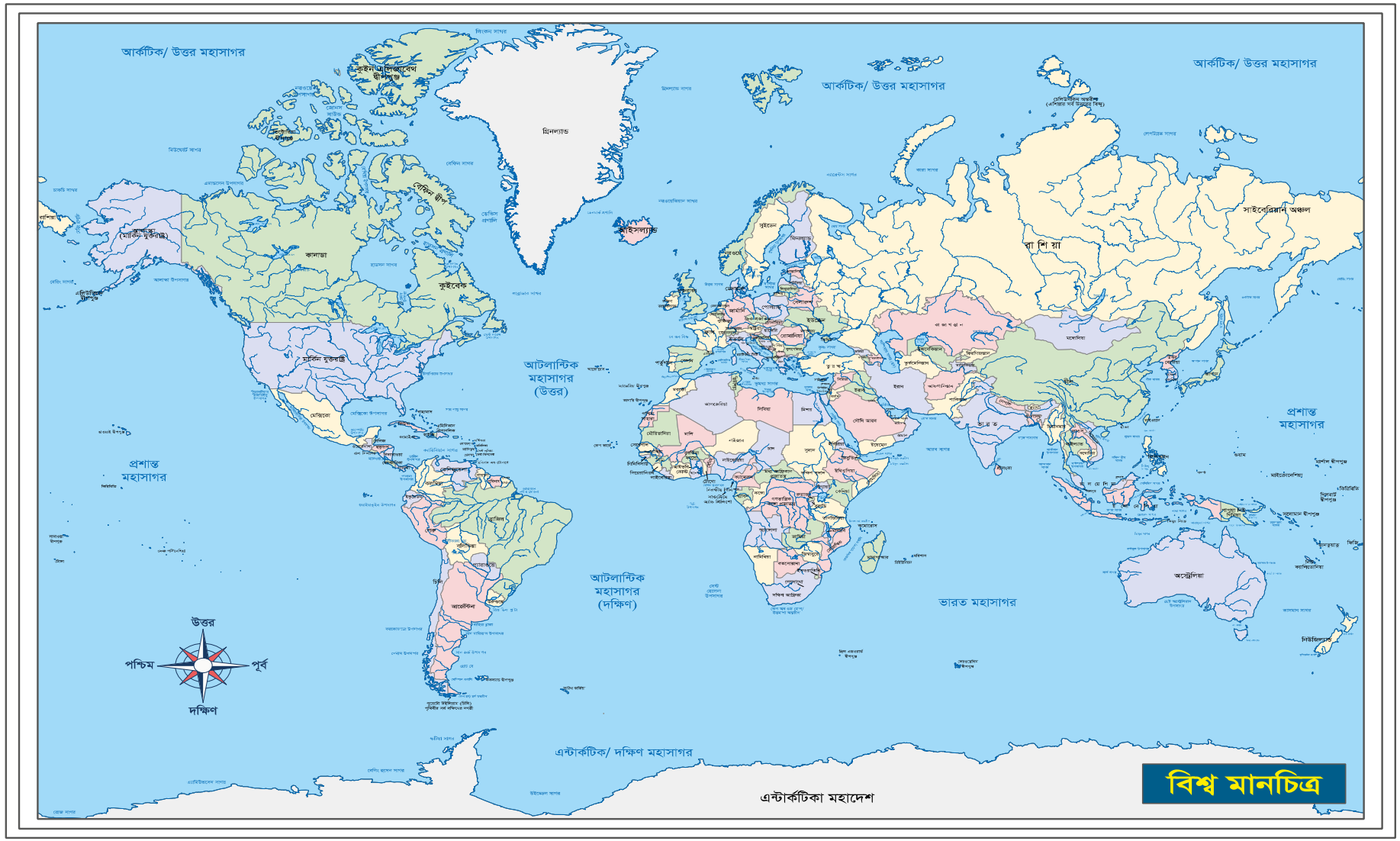

ভূ-রাজনীতি (GEOPOLITICS)

- **Geopolitics:** Geo-politics শব্দটি এসেছে জার্মান শব্দ Geopolitik হতে, যার ইংরেজি হচ্ছে দুটি শব্দের রূপ: Geo অর্থ ভূ (earth) এবং Politikos অর্থ রাষ্ট্র বিজ্ঞান সম্পর্কিত (Pertaining to the state)। সুতরাং ভূ-রাজনীতি হচ্ছে ভূগোল এবং রাষ্ট্র বিজ্ঞানের সমন্বিত রাজনীতি।

জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট সর্বপ্রথম ভূ-রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। তবে ফ্রেডরিক রেজেলকে ভূ-রাজনীতির জনক এবং রুডলফ কিয়েলেনকে আধুনিক ভূ-রাজনীতির জনক বলা হয়।

ভূ-রাজনীতি (GEOPOLITICS)

❑ ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব

জার্মান পণ্ডিত ইমানুয়েল কান্ট সর্বপ্রথম রাজনীতি এবং ভূগোলের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করেন। পরবর্তীতে ফ্রেডরিক রেজেল, রুডলফ কিয়েলেন, হ্যালফোর্ড জে ম্যাকাইন্ডার, কার্ল হাউজহফার, নিকোলাস স্পাইকম্যান, আলফ্রেড টি মাহানসহ অনেকেই ভূ-রাজনীতিকে নানাভাবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করেছেন।

➢ তিনটি প্রধান ভূ-রাজনৈতিক তত্ত্ব:

- ✓ জৈবিকসত্ত্বা তত্ত্ব – Individual Organism Theory
- ✓ হৃদভূমি তত্ত্ব – Heartland Theory
- ✓ রিমল্যান্ড তত্ত্ব – Rimland Theory

❖ **হৃদভূমি তত্ত্ব বা (Heartland Theory) :** হ্যালফোর্ড জে ম্যাকাইন্ডার ১৯০৪ সালের The Geographical Pivot of History শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে হৃদভূমি তত্ত্ব (Heartland Theory) ব্যাখ্যা করেন।

❖ **রিমল্যান্ড তত্ত্ব (Rimland Theory) :** আমেরিকান পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট নিকোলাস স্পাইকম্যান ১৯৪২ সালে রিমল্যান্ড তত্ত্ব প্রদান করেন।

ভূ-রাজনীতির উপাদান

ভৌগোলিক অবস্থানের দিক থেকে সকল রাষ্ট্রই সমান গুরুত্বের অধিকারী নয়। ভৌগোলিক অবস্থান, ভৌগোলিক সীমারেখা, ভূ-প্রকৃতি ইত্যাদি কারণে রাষ্ট্রের মর্যাদা ও সম্মানের ভিন্নতা হয়ে থাকে। একটি রাষ্ট্রের ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজি নির্ধারণের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে সেগুলো হলো:

- আঞ্চলিক অবস্থান
- প্রতিবেশী রাষ্ট্র
- ভৌগোলিক আয়তন
- রাষ্ট্রের পরিধি
- আবহাওয়া ও ভূ-প্রকৃতি
- রাষ্ট্রীয় ঐক্য
- প্রাকৃতিক সম্পদ

- "The continuation of the ancient rivalry of the nations by new industrial means."

  - Dr. Edward

- SAPTA
- SAFTA
- ASEAN
- MNC
- TNC

সন্ত্রাসবাদ (TERRORISM)

ফরাসি বিপ্লবের সময় বিপ্লবী জনতা রাজতন্ত্রীদেরকে নির্বিচারে শিরশ্ছেদ করে ত্রাসের রাজত্ব বা Reign of Terror প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৭৯৩-৯৪ পর্যন্ত তাদের এই নৃশংসতাকে ডাকা হতো La Terreur নামে। সেই থেকে Terrorism বা সন্ত্রাসবাদ শব্দটির উদ্ভব।

সন্ত্রাসবাদের সংজ্ঞা নিয়ে ঐকমত্য নেই। যুক্তরাষ্ট্রের আইন অনুসারে সন্ত্রাসবাদ হলো ...premeditated, politically motivated violence against noncombatant targets by subnational groups.

আমেরিকান রাজনৈতিক দার্শনিক Michael Walzer এর মতে, "Terrorism is the deliberate killing of innocent people, at random, to spread fear through a whole population and force the hand of its political leaders".

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক David Rapport এর মতে এই পর্যন্ত চারটি মূল সন্ত্রাসবাদী ঢেউ উঠেছে বিশ্বব্যবস্থায়। এরা হলো,

১। নৈরাজ্যবাদী সন্ত্রাসবাদ,
২। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সন্ত্রাসবাদ,
৩। নব্য বামপন্থী সন্ত্রাসবাদ ও
৪। ধর্মীয় সন্ত্রাসবাদ

সন্ত্রাসবাদ (TERRORISM)

সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ডে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কর্মপরিকল্পনা ও উদ্দেশ্যের মধ্যে সাদৃশ্য থাকে। যেমন-

- পূর্বপরিকল্পিত
- রাজনৈতিক অথবা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে পরিচালিত
- বেসামরিক ভুক্তভোগী
- মনস্তাত্ত্বিক আঘাত
- প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশী

সন্ত্রাসবাদ (TERRORISM)

- সাইবার সন্ত্রাসবাদ

- ইসলামি সন্ত্রাসবাদ

ইসলামোফোবিয়া

সাম্প্রতিক বিশ্বে আন্তর্জাতিক শক্তি সম্পর্ক ও আত্মপরিচয়ের রাজনীতি উভয় অঙ্গনে ইসলামভীতি ধারণাটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সংস্কৃতি হিসেবে ইসলাম ও মানুষ হিসেবে মুসলমানদের প্রতি অযৌক্তিক ঘৃণারই সাধারণ পরিচিতি ইসলামোফোবিয়া।

❑ ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি

অক্সফোর্ড অভিধান অনুযায়ী, ১৯২৩ সালে ভাষাতত্ত্বের উপর প্রকাশিত একটি রিপোর্টে প্রথম 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটি ব্যবহার করা হয়। তবে আঠারো শতকের শুরুর দিকে ইউরোপে মুসলিম কট্টরপন্থীদের কর্মকাণ্ড বুঝাতে শব্দটির ব্যবহার শুরু হয়। ২০০৪ সালে কফি আনান 'ইসলামোফোবিয়ার মুখোমুখি' শিরোনামে এক কনফারেন্সে ধর্মান্ধতা বুঝতে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটির ব্যবহার শুরু করেন।

১৯৯৭ সালে Runnymade রিপোর্ট প্রকাশিত হওয়ার পর থেকে 'ইসলামোফোবিয়া' শব্দটির প্রচলন শুরু হয় এবং ৯/১১ ট্রাজেডির পর রাজনৈতিকভাবে এর ব্যবহার ব্যাপক বৃদ্ধি পায়। প্রফেসর জাফর ইকবাল তার 'Islamopobia' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের সময় থেকেই ইসলাম/মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ দেখা যায় পরবর্তীতে বিভিন্ন যুদ্ধ ও সংঘাতের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। সংঘাতের ও বিদ্বেষের মাধ্যমে ইসলামোফোবিয়ার উৎপত্তি বলে তিনি মনে করেন।

ইসলামোফোবিয়া

❑ ইসলামিক সন্ত্রাসের বিরূদ্ধে ইসলামোফোবিয়া

৯/১১ সন্ত্রাসী হামলা এবং ইসলামের নামে চালিত অন্যান্য সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের বিপরীতে মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ এবং সামগ্রিকভাবে ইসলামের উপর ঘৃণা মহামারির মতো বৃদ্ধি পেয়েছে। জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক কাউন্সিলের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে "ইসলামোফোবিয়া একটি কাল্পনিক ধারণা বা বিশ্বাস যা মুসলিমদের বিরুদ্ধে বৈষম্য, নিপীড়ন, বিদ্বেষ, অনর্থক আক্রমণ, তাদের ধর্মীয় ও মানব অধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টিকে অনুমোদন করে।"

পররাষ্ট্রনীতি

- পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে লার্কে ও সৈয়দ বলেন, "The foreign policy of a state usually refers to the general principles by which a state governs its reaction to the international environment."

- Prof. Padelford ও Lincoln বলেন, "Foreign Policy is the overall result of the process by which a state translates its broadly conceived goals and interests into specific courses of action in order to achieve its objectives and preserve its interests"

- Joseph Frankle বলেন, "Foreign policy consists of decisions and actions, which involves to some appreciable extent relations between one state and others"

Foreign Policy & Diplomacy

Chapter-5

Foreign policy:

Diplomacy

Tools of achieving foreign policy

Activities:

Indicators

Internal

- population
- Area
- Economy
- Military
- Opinion
- Leadership

External

- International cooperation
- Law
- Organization
- Geographical Location
- Ideology
- Neighboring

Good Foreign policy:

Slide

পররাষ্ট্রনীতি

❖ পররাষ্ট্রনীতির নিয়ামকসমূহ-

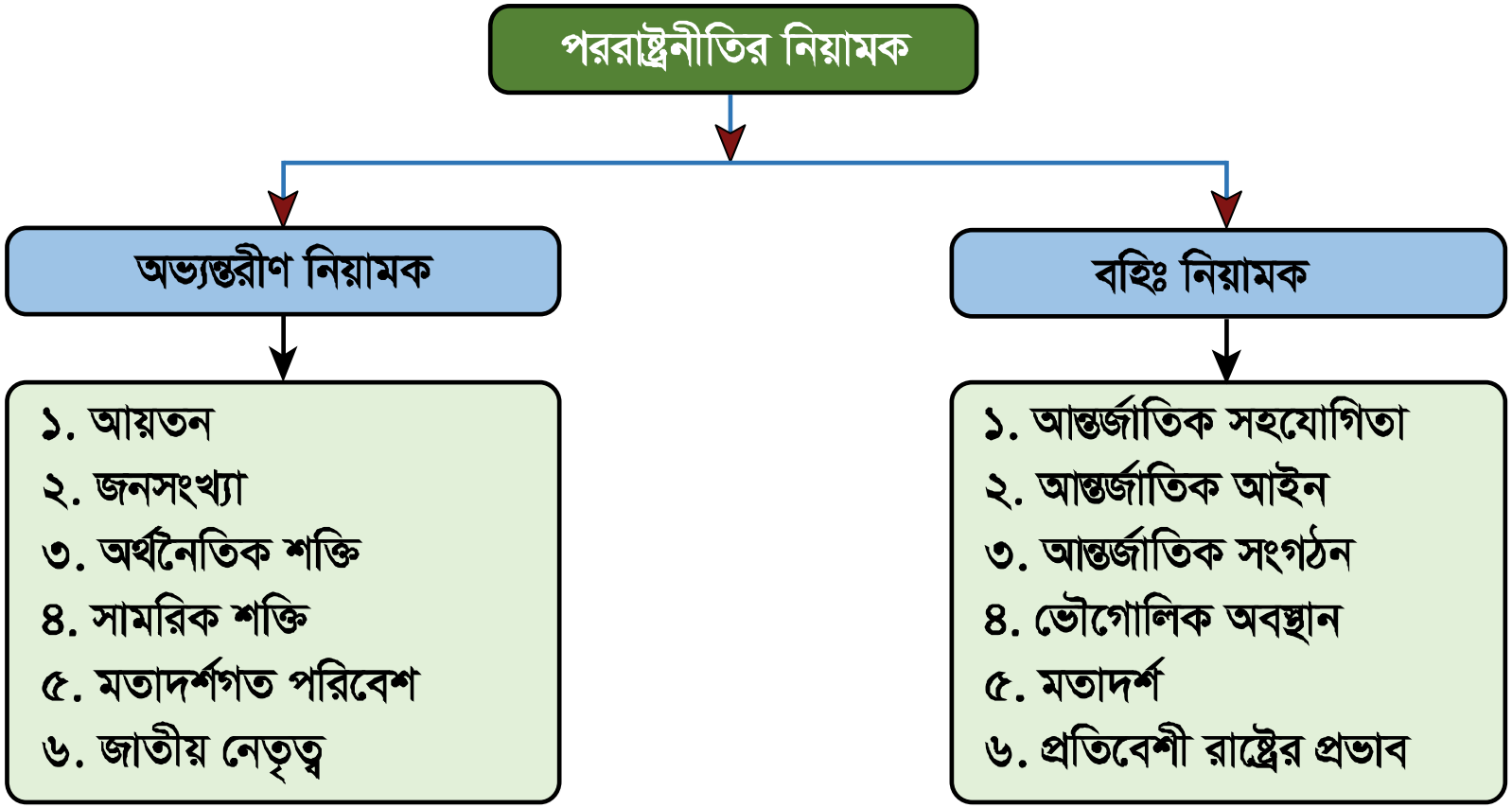

উত্তম পররাষ্ট্রনীতির বৈশিষ্ট্য

এক একটি দেশের পররাষ্ট্রনীতি একেক রকম হলেও একটি বিষয়ে সকল দেশের পররাষ্ট্রনীতির দৃষ্টিভঙ্গি এক ও অভিন্ন। আর তা হলো নিজ দেশের স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখা। প্রতিটি স্বাধীন, সার্বভৌম দেশের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয় নিজ স্বার্থকে কেন্দ্র করে। তারপরও বিশ্ব কল্যাণের জন্য, পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বাড়ানোর জন্য উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা হয়। নিচে উত্তম পররাষ্ট্রনীতির কিছু বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো:

- ✓ নিজ দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা।
- ✓ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে দ্বিপক্ষীয় যত সমস্যা আছে তার সমাধান করা।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতিতে সবার সাথেই বন্ধুত্ব এবং কারোর সাথেই শত্রুতা নয় এমন নীতি অনুসরণ করতে হবে।
- ✓ সকলের সাথে মতপার্থক্য দূর করে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা উত্তম পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতি এমনভাবে সাজাতে হবে যেন পারস্পরিক শান্তি ও নিরাপত্তায় বিঘ্ন না ঘটে কারণ মনে রাখতে হবে প্রতিবেশী দেশ যদি অস্থিতিশীল হয় তবে সেই দেশটিও অস্থিতিশীল হবে। তাই নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থেই প্রতিবেশীর শান্তি নিশ্চিত করতে হবে। যেমন: কোনো কারণে যদি ভারত অস্থিতিশীল হয়ে ওঠে তাহলে এর প্রভাব বাংলাদেশেও পড়বে।
- ✓ পররাষ্ট্রনীতির আর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক হলো কোনো প্রকার জঙ্গিবাদ যেন মাথাচাড়া দিয়ে না উঠতে পারে সে ব্যাপারে সচেষ্ট থাকা।
- ✓ প্রত্যেক রাষ্ট্রে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্য ও উপাত্তের বিশ্লেষণ প্রয়োজন, সব রাষ্ট্রেই এ কাজের জন্য পৃথক সাংগঠনিক কাঠামো বা ব্যবস্থা রয়েছে। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে উপর্যুক্ত বিষয়সমূহের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া আবশ্যক।

বর্তমান বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন বিরাট সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। যেমন: আমেরিকা, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও জাপানকে পাশ কাটিয়ে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করা সম্ভব নয়। তাছাড়া এসব দেশসমূহ অর্থনীতির চাবিকাঠি হিসেবে পরিগণিত। তাই তারা যেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে বলে, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে তেমন পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন করতে হয়। বহু মেরুকেন্দ্রিক বিশ্বেও যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতাকে কেউ ছোট করে দেখে না। তাই প্রতিটি দেশই তাদের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। তাই উত্তম পররাষ্ট্রনীতির ইচ্ছা থাকলেও প্রণয়ন করা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে।

কূটনীতি (Diplomacy)

- Sir Arnest Stalow এর মতে, "Diplomacy is the application of tact and intelligence by which the states maintain their official relations." অর্থাৎ "কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরকারি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ।"
- উড্রো উইলসন তাঁর "Fourteen Points" বইয়ে বলেছেন, "কূটনীতি সর্বদা খোলামেলাভাবে ও জনসাধারণের দৃষ্টিতে অগ্রসর হবে।"
- Harold Nicolson এর মতে, "Diplomacy is guiding international relations through negotiation and the manner in which it manages ambassadors and envoys of these relations and diplomatic working man or his art."
- The Oxford English Dictionary তে কূটনীতি (Diplomacy) এর অর্থ নির্ধারণ প্রসঙ্গে বলা হয়, "কূটনীতি হলো আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্পর্ককে পরিচালনার ব্যবস্থা।"
- প্যাডেলফোর্ড ও লিঙ্কন (Padelford and Lincoln) এর মতে, "কূটনীতি বলতে প্রতিনিধিত্বের এমন এক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যার মাধ্যমে রাষ্ট্রসমূহ প্রথাগতভাবে একে অপরের সঙ্গে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কাজ করে।"
- মরগ্যানথ্যু (H. G. Morgenthau) এর মতে, "কূটনীতি হচ্ছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার মস্তিষ্ক স্বরূপ।" তাঁর মতে, "কূটনীতি বলতে বোঝায় সকল স্তরের পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগ।"
- উড ও সেরেস (J.R. Wood and Jean Serres) এর মতে, "শান্তিপূর্ণ উপায়ে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের কৌশল হচ্ছে কূটনীতি।"

সুতরাং বলা যায়, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সরকারিভাবে আন্তঃক্রিয়া সম্পাদনের ক্ষেত্রে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি দ্বারা বুদ্ধি ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণকেই বলে কূটনীতি।

কূটনীতি ও পররাষ্ট্রনীতি

পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির মধ্যে পার্থক্য-

পররাষ্ট্রনীতি (Foreign Policy)	কূটনীতি (Diplomacy)
১. পররাষ্ট্রনীতি হলো কোনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের গৃহীত সেসব নীতি, যা রাষ্ট্র তার রাষ্ট্রীয় স্বার্থ সংরক্ষণে এবং অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য সম্পাদন করে থাকে।	১. কূটনীতি হলো বিভিন্ন স্বাধীন রাষ্ট্রের সরকারের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধি ও কৌশলের প্রয়োগ।
২. পররাষ্ট্রনীতির মূল উদ্দেশ্য দেশের স্বার্থ রক্ষা করা	২. পররাষ্ট্রনীতিকে সার্থক করে তোলাই কূটনীতির মূল উদ্দেশ্য।
৩. প্রতিটি দেশের জাতীয় স্বার্থের দিকে নজর রেখে পররাষ্ট্রনীতি প্রস্তুত করা হয়।	৩. কূটনীতি কোনো লক্ষ্য নয়, লক্ষ্য সাধনের মাধ্যম। কূটনীতি উদ্দেশ্য নয়, বরং একটি পদ্ধতি।
৪. পররাষ্ট্রনীতি পররাষ্ট্র সম্পর্কের বিষয়বস্তু নিয়ে গঠিত।	৪. কূটনীতি পররাষ্ট্রনীতির প্রয়োগের প্রক্রিয়াকে বোঝায়।
৫. পররাষ্ট্রনীতি ও কৌশল নির্ধারণ করে থাকে কোনো দেশের আইনসভা ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।	৫. কূটনীতির কোনো স্বাধীন সত্তা নেই; কূটনীতিককে পররাষ্ট্র দপ্তরের অধীনে থেকেই কাজ করতে হয়।
৬. পররাষ্ট্রনীতির বিষয়বস্তু কী রূপ হবে, তা নির্ভর করে উভয় দেশের মধ্যে বিদ্যমান সম্পর্কের ওপর।	৬. কূটনীতি, প্রণীত পররাষ্ট্রনীতি বাস্তবায়নে সহায়তা করে।
৭. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম কখনো স্থগিত হয়ে যায় না বা পররাষ্ট্রনীতি স্থগিত হয় না।	৭. বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে কোনো কোনো সময় কূটনৈতিক কার্যাবলি সাময়িকভাবে স্থগিত করে দেওয়া হয়।
৮. পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে কূটনীতিকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন।	৮. কূটনীতি ব্যর্থ হলে পররাষ্ট্রনীতি বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
৯. সংস্থা ও প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে।	৯. অভিজ্ঞ, দক্ষ ও নিপুণ ব্যক্তি আবশ্যক।
১০. সংকটকালে পররাষ্ট্রনীতি ভূমিকা মুখ্য নয়।	১০. কূটনৈতিক কার্যক্রম সংকটকালে চলতে থাকে।
১১. পররাষ্ট্রনীতিকে বলা হয় Vision of State।	১১. কূটনীতিকে বলা হয় Mission of Foreign Policy।

কূটনীতি (Diplomacy)

❑ বর্তমান বিশ্বব্যবস্থায় অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব বৃদ্ধির কারণ

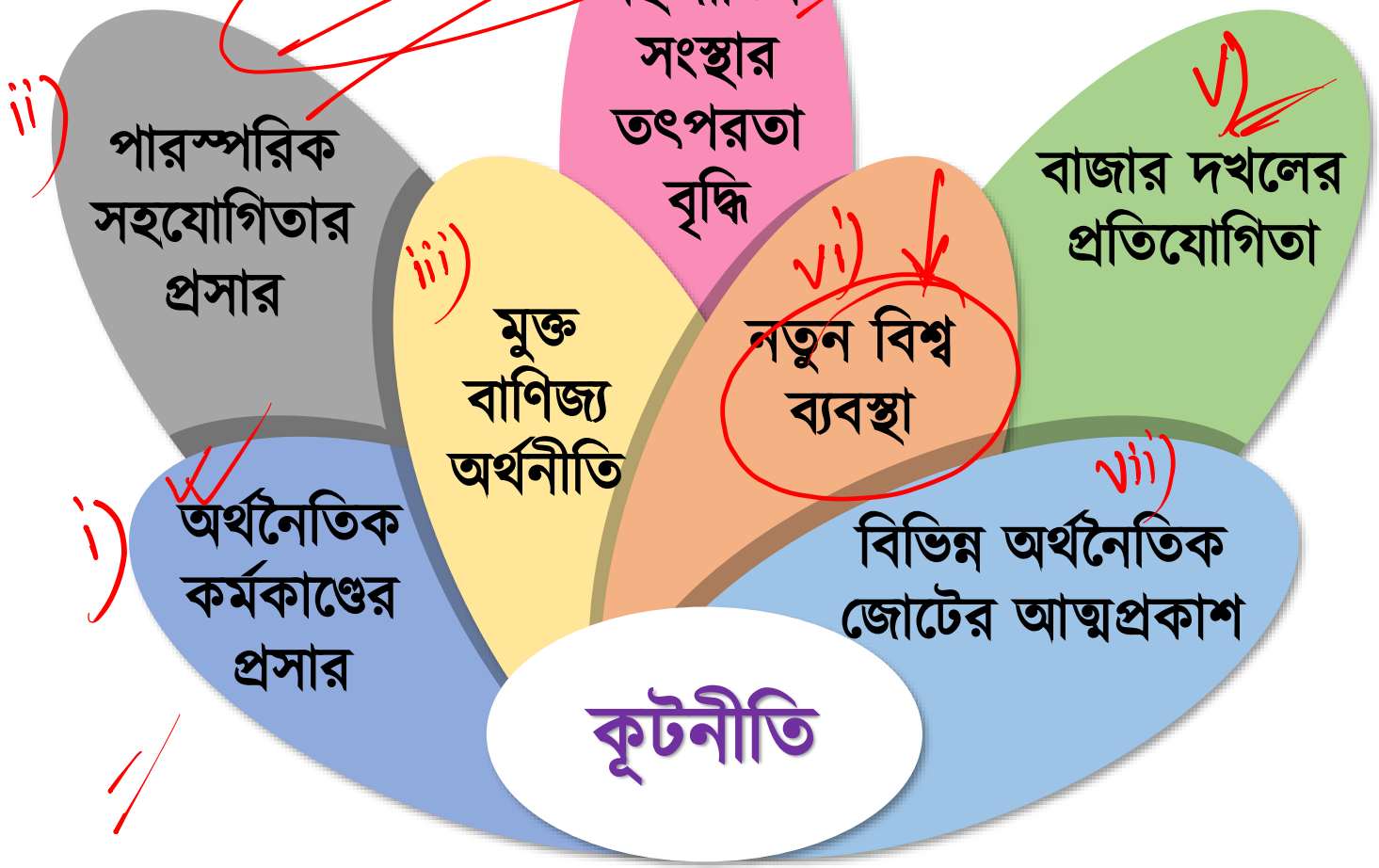

কূটনীতি (Diplomacy)

- ❑ চাপ প্রয়োগের কূটনীতি (Coercive Diplomacy)
- ❑ সাংস্কৃতিক কূটনীতি (Cultural Diplomacy)
- ❑ চেকবুক ডিপ্লোমেসি (Checkbook Diplomacy)

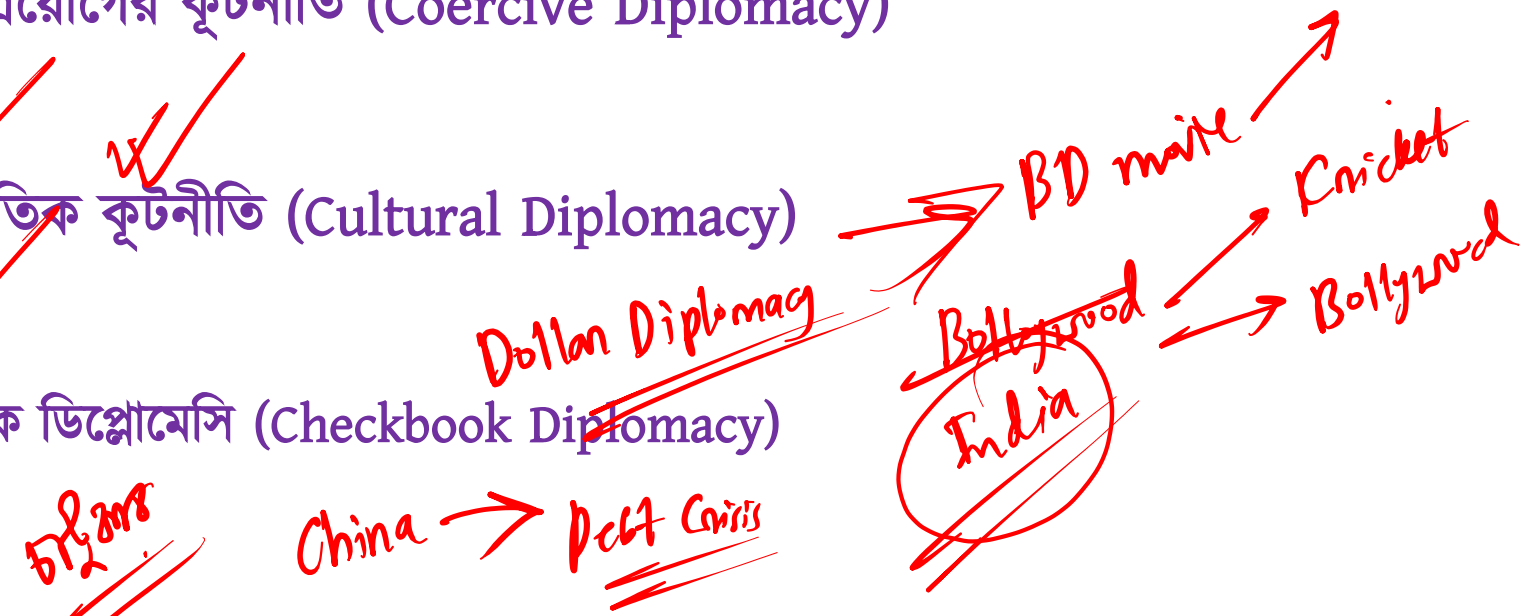

উদাহরণ:

- ✓ ২০১৭ সালের চীন-পাকিস্তান ইকোনোমিক করিডোরে (CPEC) চীন ৬২ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে। চীনের কাছে একটি বন্দর হস্তান্তর করছে ইসলামাবাদ। একটি নৌ-ঘাঁটি নির্মাণের জন্য ভূমি সমর্পণ করেছে।
- ✓ বিভিন্ন অবকাঠামো খাতে শ্রীলঙ্কাকে ৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছে চীন। পাকিস্তানের মতোই শ্রীলঙ্কা তার হাম্বানটোটা বন্দরকে চীনের নিকট ৯৯ বছরের জন্য লিজ দিয়েছে।

কূটনীতি (Diplomacy)

- ডলার কূটনীতি (Dollar Diplomacy)
- গণতান্ত্রিক কূটনীতি (Democratic Diplomacy)
- গানবোট কূটনীতি (Gunboat Diplomacy)
- পিং পং কূটনীতি (Ping Pong Diplomacy)

কূটনীতি (Diplomacy)

❑ নিবর্তক কূটনীতি (Preventive Diplomacy)

নিবর্তক কূটনীতি হলো এমন কূটনীতি যাতে এর মাধ্যমে কোনো বিবাদমান অবস্থা সংঘর্ষের দিকে না যেতে পারে সে বিষয়ে কাজ করা হয়। এই কূটনীতি বিবাদমান অবস্থাকে একটি সীমার মধ্যে রাখে। অস্ত্র সংঘর্ষে যাওয়ার আগেই এই কূটনীতির মাধ্যমে সংকট সমাধান করা হয়। যেমন: রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর জন্য চীন ও তুরস্কের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো এক ধরনের নিবর্তক কূটনীতি।

জাতিসংঘের সনদের ৩৩ অনুচ্ছেদে শান্তিপূর্ণ মীমাংসার কথা বলা হয়েছে এবং বিবাদ মীমাংসার ব্যাপারে দিক নির্দেশনা ও নিয়ম কানুন দেওয়া হয়েছে।

জাতিসংঘ মহাসচিব বুট্রোস ঘালি ১৯৯২ সালে যে 'Agenda for Peace' এর কথা বলেন যেখানে প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির উদ্দেশ্যের কথা বলা হয়েছে। যথা:

- ✓ প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতি দুটো দলের মধ্যে বিবাদমান বিতর্কিত অবস্থা থেকে সুরক্ষা দিতে কাজ করবে।
- ✓ বর্তমানে যে বিতর্ক বা বিবাদ রয়েছে তা যেন সংঘর্ষের দিকে না যায় সেদিকে লক্ষ্য রাখবে।
- ✓ পক্ষ দুটি যদি বিবাদে জড়িয়ে পড়ে, তবে তা যেন সীমিত আকারে হয় প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির মাধ্যমে সে চেষ্টা করতে হবে।

বিশ্বশান্তির জন্য এই 'Agenda for Peace' বিখ্যাত দলিল হিসেবে বিবেচিত।

কূটনীতি (Diplomacy)

➢ **প্রতিরক্ষামূলক কূটনীতির কতগুলো উল্লেখযোগ্য দিক-**

✓ ব্যাপক সংঘর্ষ এবং হুমকি প্রতিরোধ করা।
✓ কোনো সংঘাত যাতে সশস্ত্র সংঘর্ষের দিকে না যায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা।
✓ আক্রমণ বা সহিংসতার ইচ্ছাকে সীমিত করা।
✓ স্বেচ্ছা কার্যক্রমের দ্বারা এ ধরনের কূটনীতি করা হয়, কোনো দেশের উপর সমাধান চাপিয়ে দেয়া যাবে না। যেমন – ভারত-পাকিস্তান সংকটের ক্ষেত্রে তাদেরকে স্বেচ্ছায় সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে, কোনো দেশ এক্ষেত্রে চাপ সৃষ্টি বা জোর প্রয়োগ করতে পারবে না।
✓ এ ধরনের কূটনীতির মাধ্যমে আস্থা বিশ্বাস স্থাপিত হয়।
✓ এ কূটনীতি হস্তক্ষেপ না করার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। কোনো রাষ্ট্র যাতে অন্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করতে না পারে।
✓ কীভাবে সামনের দিকে যেতে হবে তার একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে।
✓ সরকার বা ক্ষমতায় আছেন এমন কেউ প্রাথমিকভাবে কাজ করবে। পরিশেষে, সরকার সে কাজের অনুসমর্থন বা স্বীকৃতি দিবে।

কূটনীতি (Diplomacy)

- শাটল কূটনীতি (Shuttle diplomacy)
- সাইডলাইন কূটনীতি (Sideline Diplomacy)
- টিকা কূটনীতি (Vaccine Diplomacy)
- নেকড়ে যোদ্ধা কূটনীতি (Wolf Warrior Diplomacy)

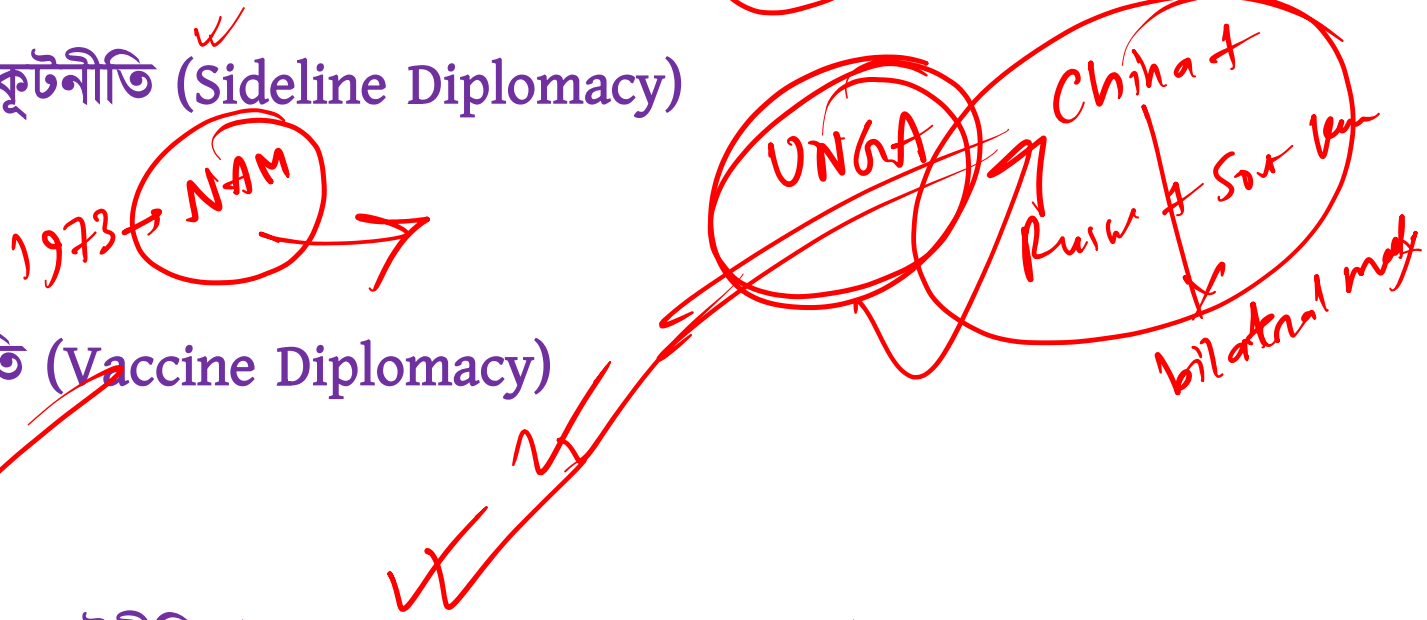

কূটনীতি (Diplomacy)

❑ **কূটনীতির বিভিন্ন স্তর :** কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের মধ্যে রয়েছে- ট্র্যাক-১ কূটনীতি, ট্র্যাক-২ কূটনীতি, ট্র্যাক-৩ কূটনীতি, দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি ও মাল্টি ট্র্যাক কূটনীতি।

ট্র্যাক-১ কূটনীতি (Track-I Diplomacy)	Track-I কূটনীতি বলতে বোঝায় গতানুগতিক সরকারি কূটনীতি। এক দেশের সরকারি কর্মকর্তা অন্যদেশের সরকারি কর্মকর্তাগণের সাথে যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায় সেটাই Track-I কূটনীতি। উদাহরণ: প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের মাঝে কূটনৈতিক আলোচনা।
ট্র্যাক-২ কূটনীতি (Track-II Diplomacy)	Track-I কূটনীতি ব্যর্থ হলে সরকারের পাশাপাশি বিবাদ মিটাতে সুশীল সমাজ, যেমন: মিডিয়া, চার্চ বা ধর্মীয় গোষ্ঠী, মহিলা সংগঠন, শিক্ষা সংগঠন ইত্যাদি সংস্থার পক্ষ থেকে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়, তাকে বলা হয় Track-II Diplomacy। সুশীল সমাজের এ উদ্যোগ মূলত আস্থা সৃষ্টিকারী ব্যবস্থা গ্রহণে সাহায্য করে। একে Back Channel Diplomacyও বলা হয়।

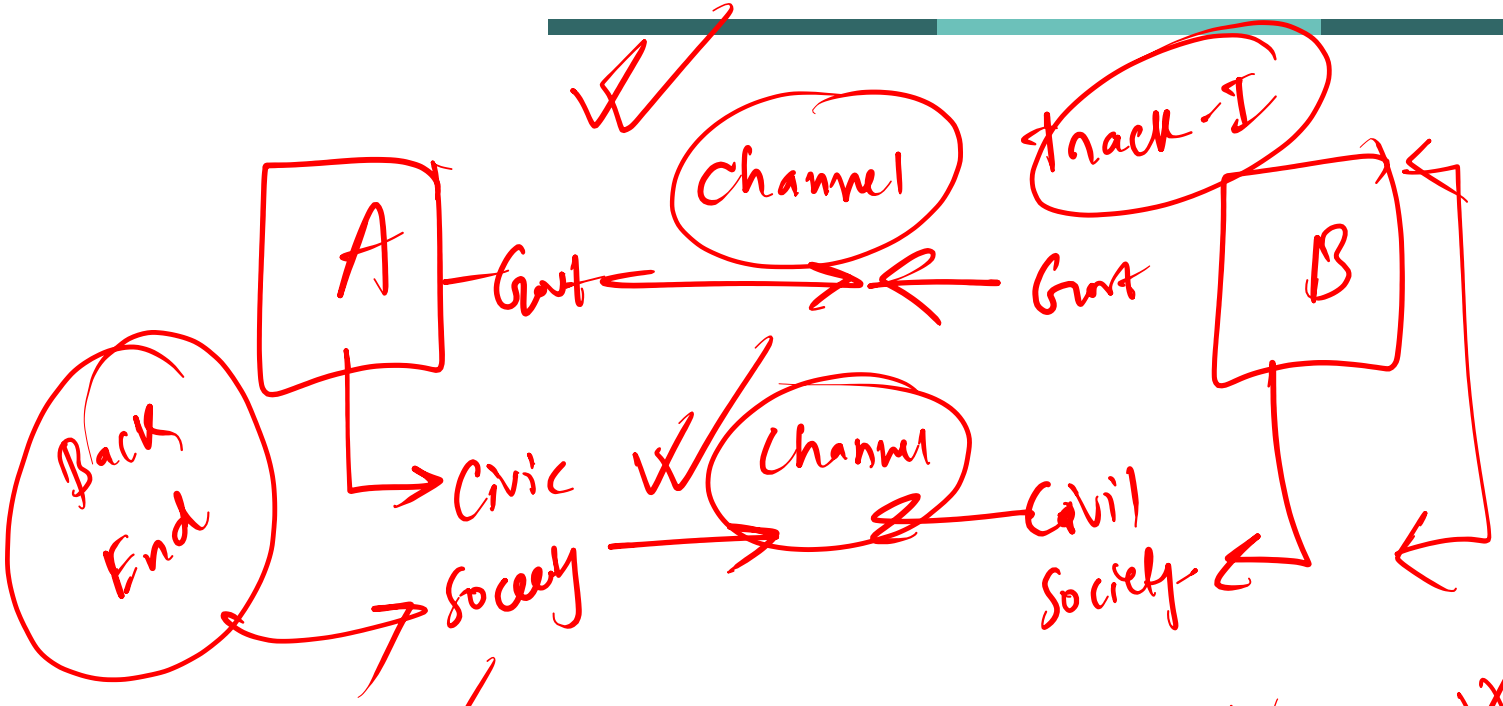

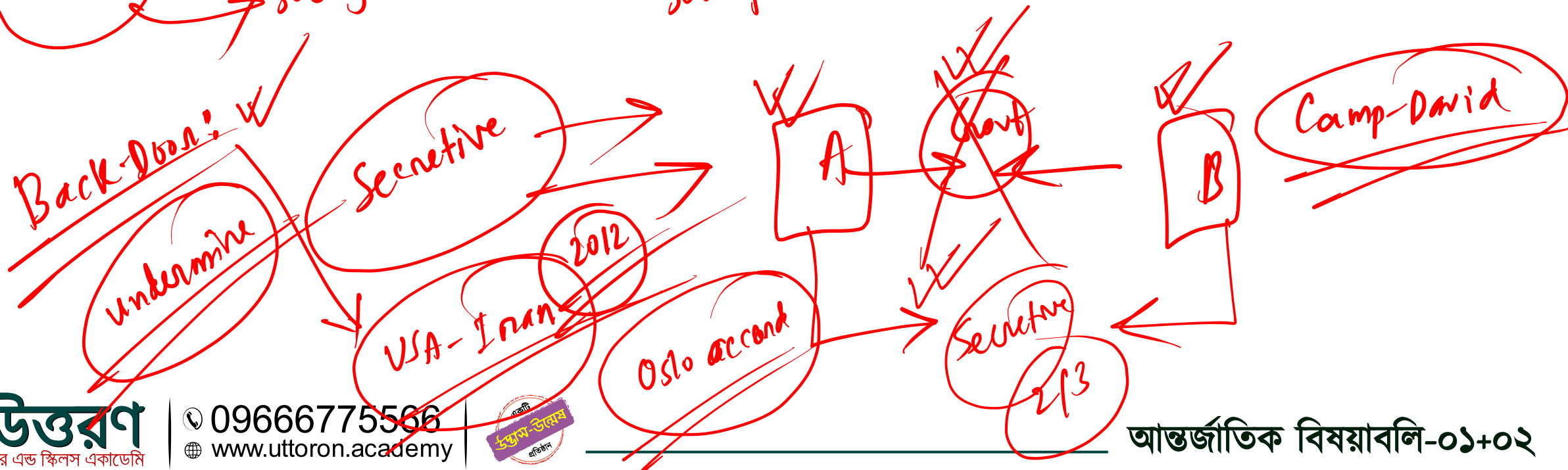

Channel
Track-I
A
Govt
Govt
B
Back End
Civic Society
Channel
Civil Society
Back-Door:
Secretive
Undermine
USA-Iran
2012
Oslo accord
A
Govt
B
Camp-David
Secretive

কূটনীতি (Diplomacy)

ট্র্যাক-৩ কূটনীতি (Track-III Diplomacy)	দুইটি পক্ষের বিবাদ মীমাংসায় তৃতীয় কোনো পক্ষ যদি আলোচনায় অংশ নেয় তখন তা Track-III কূটনীতি হয়। দাতা গোষ্ঠীসমূহ যেমন: বিশ্বব্যাংক, ADB, JICA, ফোর্ড ফাউন্ডেশন প্রভৃতি সংস্থা যখন বিরাজমান পক্ষগুলোর মধ্যে বিবাদ নিরসনে আস্থা সৃষ্টিকারী হিসেবে উদ্যোগ নেয়, তখন তাকে বলা হয় Track-III Diplomacy. উদাহরণ: ADB ব্যাংক এর বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসা।
দ্বৈত ট্র্যাক কূটনীতি (Dual Track Diplomacy)	প্রতিপক্ষের সাথে আলোচনার পাশাপাশি সামরিক মহড়ার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শনই (Dual Track Diplomacy) দ্বৈত কূটনীতি। ২০১২ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা ইরানের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে (Dual Track Strategy) দ্বৈত কৌশল গ্রহণ করেন এবং এই কৌশলে সফলতাও আসে ২০১৫ সালে। ইরানের সাথে আলোচনা এবং একইসাথে পারস্য উপসাগরে মার্কিন ৫ম নৌবহরের (মিনা সলোমন) সামরিক সাজসজ্জার মাধ্যমে ভীতি প্রদর্শন ছিল দ্বৈত কৌশল। যা পরবর্তীতে Dual Track Diplomacy হিসেবে পরিচিতি পায়। ২০১৫ সালে এরূপ কূটনীতির মাধ্যমে ইরানের সাথে ১০ বছর মেয়াদি পরমাণু সমঝোতার জন্য স্বাক্ষরিত হয়েছিল Joint Comprehensive Plan of Action.
বহুমাত্রিক কূটনীতি (Multi-Track Diplomacy)	বিভিন্নমুখী কূটনৈতিক উদ্যোগকে (Track - I, II, III) যখন বিভিন্ন ট্র্যাকে একই সাথে চালিয়ে যাওয়া হয় তখন তাকে Multi Track কূটনীতি বলা হয়। উদাহরণ: ধরা যাক, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছেন। একই সাথে বাংলাদেশের ড. রেহমান সোবহান ও ভারতের অভিজিৎ ব্যানার্জি যদি একই বিষয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে থাকেন সেটাই হবে Multi Track কূটনীতি।

কূটনীতি (Diplomacy)

❑ কূটনৈতিক মিশন/ কূটনীতিকের কাজ

Vienna Convention on Diplomatic Relation-1961 এর অনুচ্ছেদ-৩ অনুসারে একজন কূটনীতিক/কূটনৈতিক মিশন যে কাজগুলো করে থাকে –

অনুচ্ছেদ -৩ (১) গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (২) আন্তর্জাতিক আইন মেনে গৃহীত রাষ্ট্রে প্রেরিত রাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণ করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (৩) গৃহীত রাষ্ট্রের সরকারের সাথে বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ আলোচনা চালানো।
অনুচ্ছেদ -৩ (৪) গৃহীত রাষ্ট্রের উন্নয়নমূলক কর্মসূচি সম্পর্কে প্রেরিত রাষ্ট্রে প্রতিনিয়ত তথ্য হালনাগাদ করা।
অনুচ্ছেদ -৩ (৫) গৃহীত রাষ্ট্রের সাথে প্রেরিত রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক উন্নয়ন নিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটানো।

কূটনীতি (Diplomacy)

☐ কূটনীতিক সুবিধা ও দায়মুক্তি

১৮ এপ্রিল, ১৯৬১ স্বাক্ষরিত ভিয়েনা কনভেনশন অন ডিপ্লোমেটিক রিলেশন এর ৩১-৩৪ অনুচ্ছেদে কূটনৈতিকদের অধিকার ও দায়মুক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে। অধিকার বা দায়মুক্তিগুলো হলো –

- ✓ একজন কূটনৈতিক স্বাগতিক দেশে সেদেশের একজন প্রথম শ্রেণির নাগরিকের মতো প্রয়োজনীয় নাগরিক অধিকার ভোগ করবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের রাজস্ব ও মিউনিসিপ্যাল কর থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ স্বাগতিক দেশের ফৌজদারি ও দেওয়ানি আদালতে সাক্ষ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি পাবেন।
- ✓ কূটনৈতিক মিশনের নথিপত্র তল্লাশি বা আটক করা যাবে না।
- ✓ কূটনৈতিক প্রতিনিধি স্বাগতিক দেশে নিজের ও পরিবারবর্গের জানমালের নিরাপত্তা লাভের অধিকারী হবেন।
- ✓ কূটনৈতিককে স্বাগতিক দেশ গ্রেফতার বা আটক করতে পারবে না। স্বাগতিক দেশ যথাযথ সম্মান সহকারে কূটনীতিকের সাথে আচরণ করবে এবং তাঁর দেহ, স্বাধীনতা বা মর্যাদার ওপর যে কোনো আক্রমণ রোধ করার উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- ✓ কূটনীতিকের বাসস্থান কূটনৈতিক মিশনের মতোই যথাযথভাবে স্বাগতিক দেশ কর্তৃক সংরক্ষিত হবে।

কূটনীতি (Diplomacy)

❑ কূটনীতি সম্পর্কিত বিভিন্ন সংজ্ঞা

- হাইকমিশনার
- অ্যাম্বাসেডর
- Persona non grata
- Attache

অ্যাটাশে সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে।

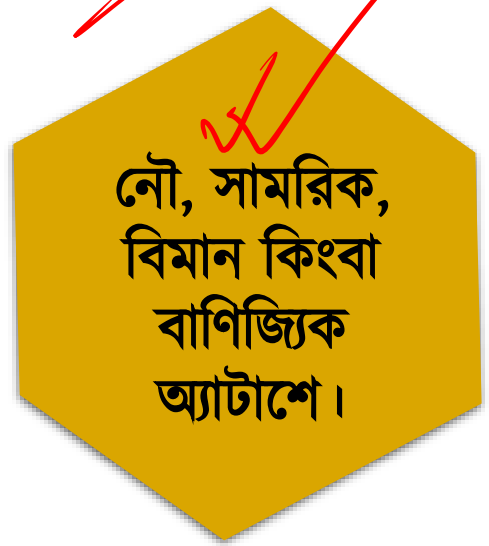

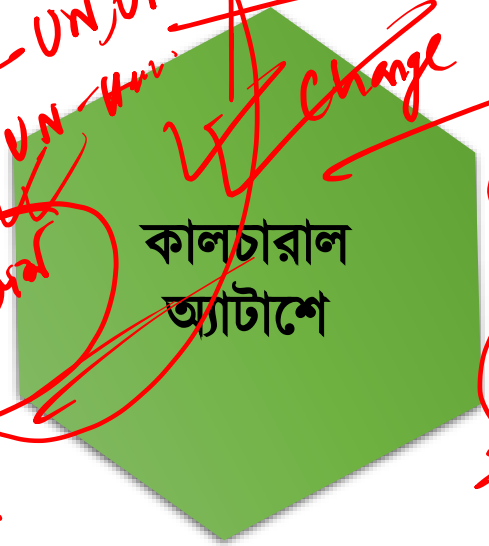

কূটনীতি (Diplomacy)

➢ যুক্তরাষ্ট্রকে সংঘাত থেকে দূরে রাখার মনরো ডকট্রিন

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জেমস মনরো মার্কিন স্বার্থে যে পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেছিল তাই মনরো ডকট্রিন নামে পরিচিত। এই নীতির মূল বক্তব্য ছিল মার্কিনিরা নিজ ভৌগোলিক সীমার বাইরে অন্যকোনো রাষ্ট্রকে নিয়ে মাথা ঘামাবে না এবং অন্যকোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। তারা ইউরোপের কোনো প্রকার রাজনীতিতে অংশ নেবে না। অর্থাৎ মনরো নীতির উদ্দেশ্য ছিল যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে পৃথিবীর প্রায় সকল ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা। এ কারণে মনরো ডকট্রিনকে Policy of Isolation বা বিচ্ছিন্ন থাকার নীতি বলে অভিহিত করা হয়।

➢ যুক্তরাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নতার নীতি থেকে বের হয়ে আসতে ট্রুম্যান ডকট্রিন

সোভিয়েত ইউনিয়নের আধিপত্য হ্রাস এবং সমাজতন্ত্রের প্রভাব রোধ করতে যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো নিয়ে NATO (1949) গঠন করে। হ্যারি. এস. ট্রুম্যান কমিউনিজম প্রতিরোধে মধ্যপ্রাচ্যে CENTO জোট এবং দক্ষিণ এশিয়ায় SEATO জোট গঠন করেছিলেন, ট্রুম্যানের এইসব নীতির কারণেই যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে স্নায়ুযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। আর ট্রুম্যানের এই পররাষ্ট্রনীতিই ইতিহাসে, ট্রুম্যান ডকট্রিন নামে পরিচিত।

কূটনীতি (Diplomacy)

➢ ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য মার্শাল প্লান

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে পশ্চিম ইউরোপের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের সহযোগিতামূলক পরিকল্পনা ও ভূমিকা মার্শাল প্লান (European Recovery Program) নামে পরিচিত। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব জর্জ মার্শাল এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। তিনি ১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রারম্ভিক অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে তাঁর বিখ্যাত মার্শাল প্লান ঘোষণা করেন। মার্শাল বলেছিলেন, "It is logical that The United States should do whatever it is able to do to assist in the return of normal economic health to the world without which there can be no political stability and no assured peace." তিনি আরো বলেছিলেন যে, "যেখানে দারিদ্র্য, হতাশা ও লোকসংখ্যা বেশি সেখানেই কমিউনিজম শাখা প্রশাখা ছড়ায়। সুতরাং যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপের দারিদ্র্য দূর না করলে ইউরোপকে কমিউনিজমের হাত থেকে বাঁচানো যাবে না"। তাঁর এ পরিকল্পনা ছিল মূলত পশ্চিম ইউরোপে রাশিয়ার সম্প্রসারণ প্রতিরোধে একটি কর্মসূচি। ট্রুম্যান নীতির পরিপূরক ছিল মার্শাল প্ল্যান। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Plan is not withstanding its apparent novelty only a repetition of the Truman plan for political pressure with the help of dollars." ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয়ে পরবর্তী ৪ বছর এই পরিকল্পনা কার্যকর থাকে। মার্শাল প্ল্যানের অধীনে সবচেয়ে বেশি সাহায্য লাভ করে ইংল্যান্ড (২৬%) এর পরে ফ্রান্স (১৮%) ও তৃতীয় অবস্থানে পশ্চিম জার্মানি (১১%)।

কূটনীতি (Diplomacy)

- দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে কমিউনিজমের প্রভাব থেকে মুক্ত রাখার জন্য

ডমিনো থিওরি

কূটনীতি (Diplomacy)

➢ সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক সংস্কারে গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রৈকা

১৯৮০ এর দশকে সোভিয়েত ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্ভাচেভ কর্তৃক গৃহীত একটি রাজনৈতিক সংস্কার নীতি হচ্ছে গ্লাসনস্ত। গ্লাসনস্ত অর্থ হলো 'খোলামেলা আলোচনা'।

পেরেস্ত্রৈকা হলো আশির দশকে (১৯৮৬) সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ কর্তৃক গৃহীত অর্থনৈতিক সংস্কার নীতি। পেরেস্ত্রৈকা শব্দের অর্থ 'পুনর্গঠন'।

কূটনীতি (Diplomacy)

➢ চুক্তি

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে প্রধানত লিখিত আকারে সম্পাদিত এবং আন্তর্জাতিক আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যেকোনো শিরোনামযুক্ত আন্তর্জাতিক ঐকমত্য, যা একটি কিংবা দুই বা ততোধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত দলিলে আবদ্ধ, তাকে চুক্তি বলে।

➢ চুক্তির প্রয়োজনীয়তা

- চুক্তির মাধ্যমে দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, বিশ্বাস ও সহযোগিতার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো সৃষ্টি হয়। চুক্তিভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক অধিকার ও দায়দায়িত্বের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করে।
- চুক্তি zero-sum-game-এর পরিবর্তে win-win game-এর পরিবেশ তৈরি করে।
- চুক্তির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর মধ্যে মেধা, প্রতিভা, দক্ষতা, অভিজ্ঞতা, কারিগরি নৈপুণ্য ইত্যাদি বিনিময় হয়, যা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।
- দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সমন্বিত ও টেকসই সম্পর্ক সৃষ্টির দ্বার উন্মোচন হয়।
- চুক্তি, আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও বৈশ্বিক রাজনীতিসহ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের মূলভিত্তি। চুক্তির মাধ্যমেই বিশ্ব পরিমণ্ডলে পারস্পরিক আদান-প্রদান, নির্ভরশীলতা, সহযোগিতা, যোগাযোগ, আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক প্রভৃতি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। চুক্তি পক্ষদ্বয়ের মধ্যে শুধু partnership সৃষ্টি করে না, benefit and risk ভাগাভাগির দ্বার উন্মোচন করে।
- চুক্তি সীমান্তবর্তী রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে Potentiality of conflict-এর পরিবর্তে Potentiality of cooperation-এর ক্ষেত্র তৈরি করে।

কূটনীতি (Diagram)

➢ চুক্তির প্রকারভেদ

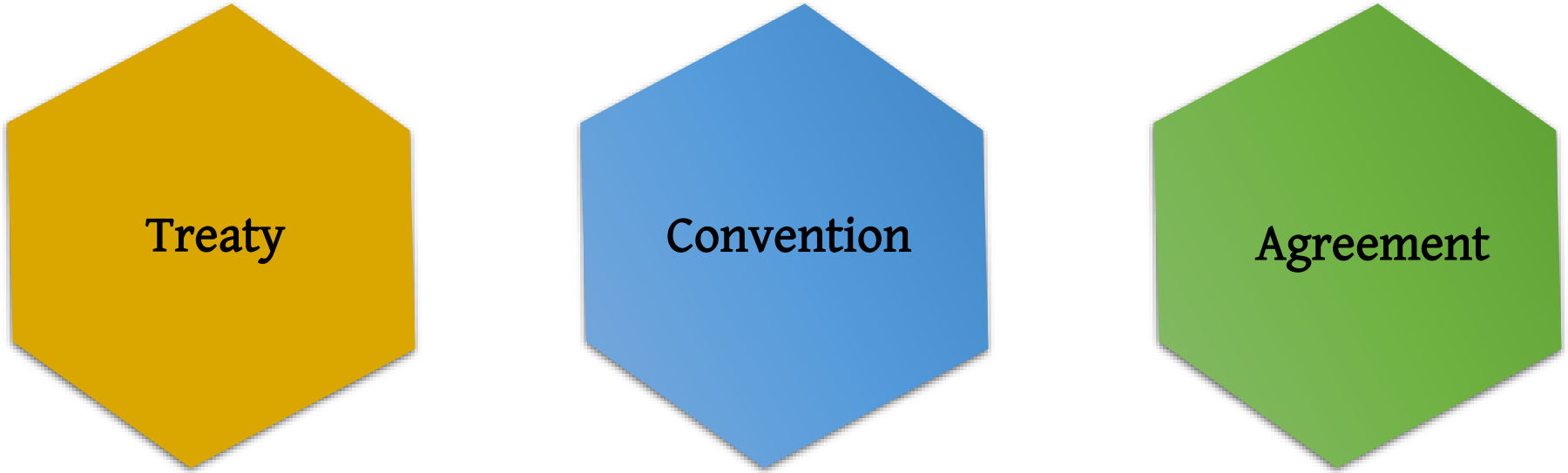

কূটনীতি (Diplomacy)

- **Protocol: Protocol ৪টি অর্থে ব্যবহৃত হয়:**
  - ✓ রাষ্ট্রাচার অর্থে (State behavior);
  - ✓ পরিবেশ সংক্রান্ত চুক্তি অর্থে
  - ✓ যেকোনো আন্তর্জাতিক চুক্তির (Treaty, Agreement) খসড়া অর্থে;
  - ✓ মূল চুক্তির কোনো Technical দিক বাস্তবায়ন করার জন্য ঐ চুক্তির অধীনে সম্পাদিত সম্পূরক বা পরিপূরক চুক্তি অর্থে।

মূলত, Protocol-Treaty, Agreement বা Convention-এর অতিরিক্ত অংশ। Head of the ministry or division-প্রধান এবং Attached department-এর ক্ষেত্রে Department-প্রধান কর্তৃক কম আনুষ্ঠানিকতার মধ্য দিয়ে এ ধরনের চুক্তি সম্পাদিত হয়।

কূটনীতি (Diplomacy)

- **MOU (Memorandum of Understanding):** MOU-হলো Less informal ঐকমত্য। অনেকটা Non-binding প্রকৃতির। Head of the ministry or Head of the division কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়। MOU যদি কারিগরি বা প্রশাসনিক প্রকৃতির হয়, সে ক্ষেত্রে Head of the department কর্তৃক স্বাক্ষরিত হয়।

চুক্তি যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, এদের মূল লক্ষ্য জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ। একে আবার Gentalmen's Agreement বলা হয়।

- ✓ **Alfred T. Mahan- এর ভাষায়–** "Self interest is not only legitimate but a fundamental cause for foreign policy. It is vain to expect govt. to act continuously on any other ground than national interest."

- **বহিঃসমর্পণ চুক্তি (Extradition) :**

Ch-6

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতি

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতির সুবিধাসমূহ

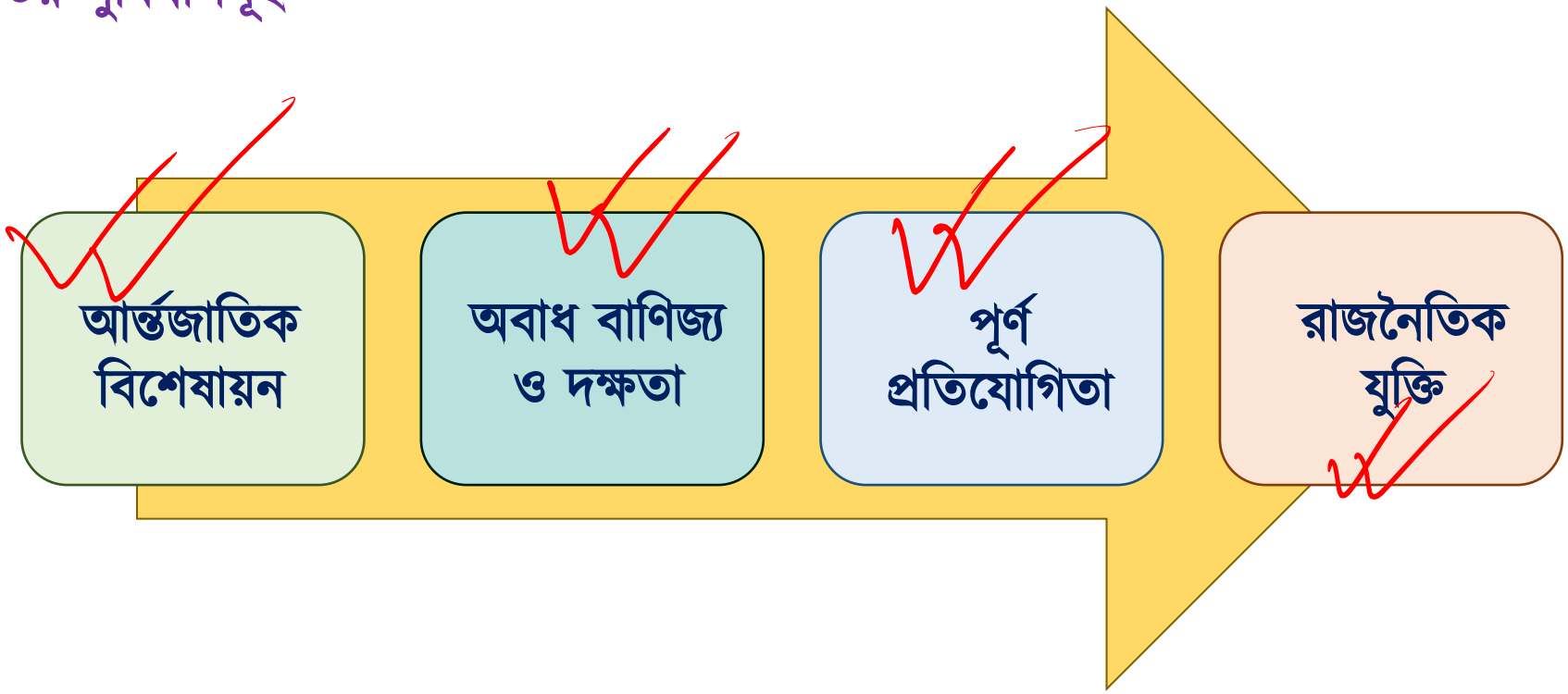

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ মুক্তবাজার অর্থনীতির অসুবিধা

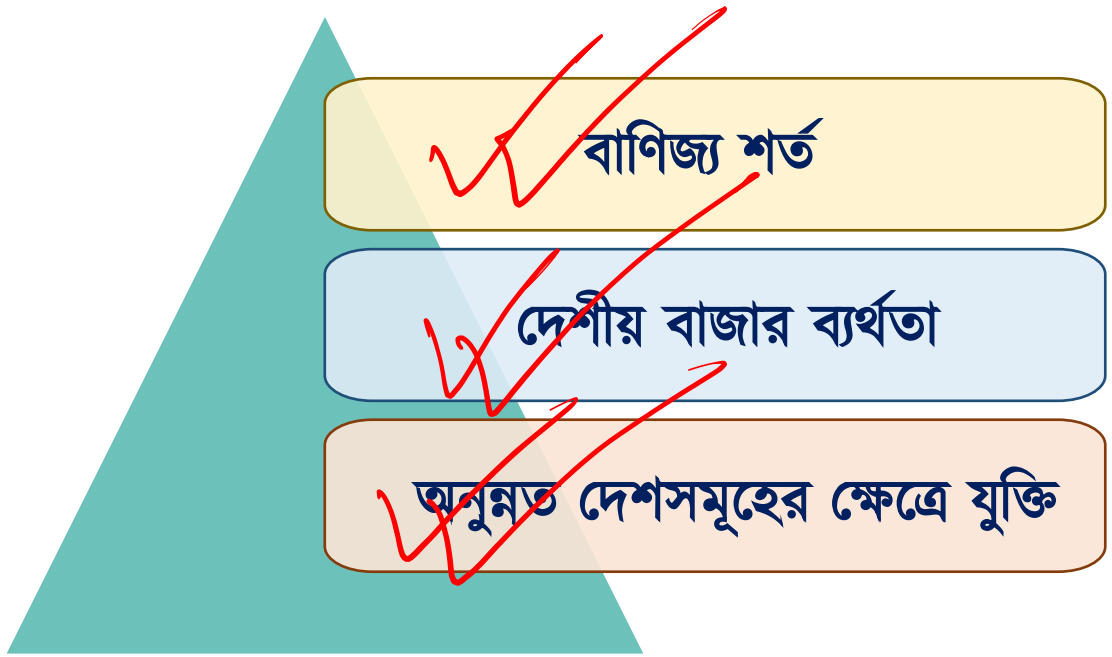

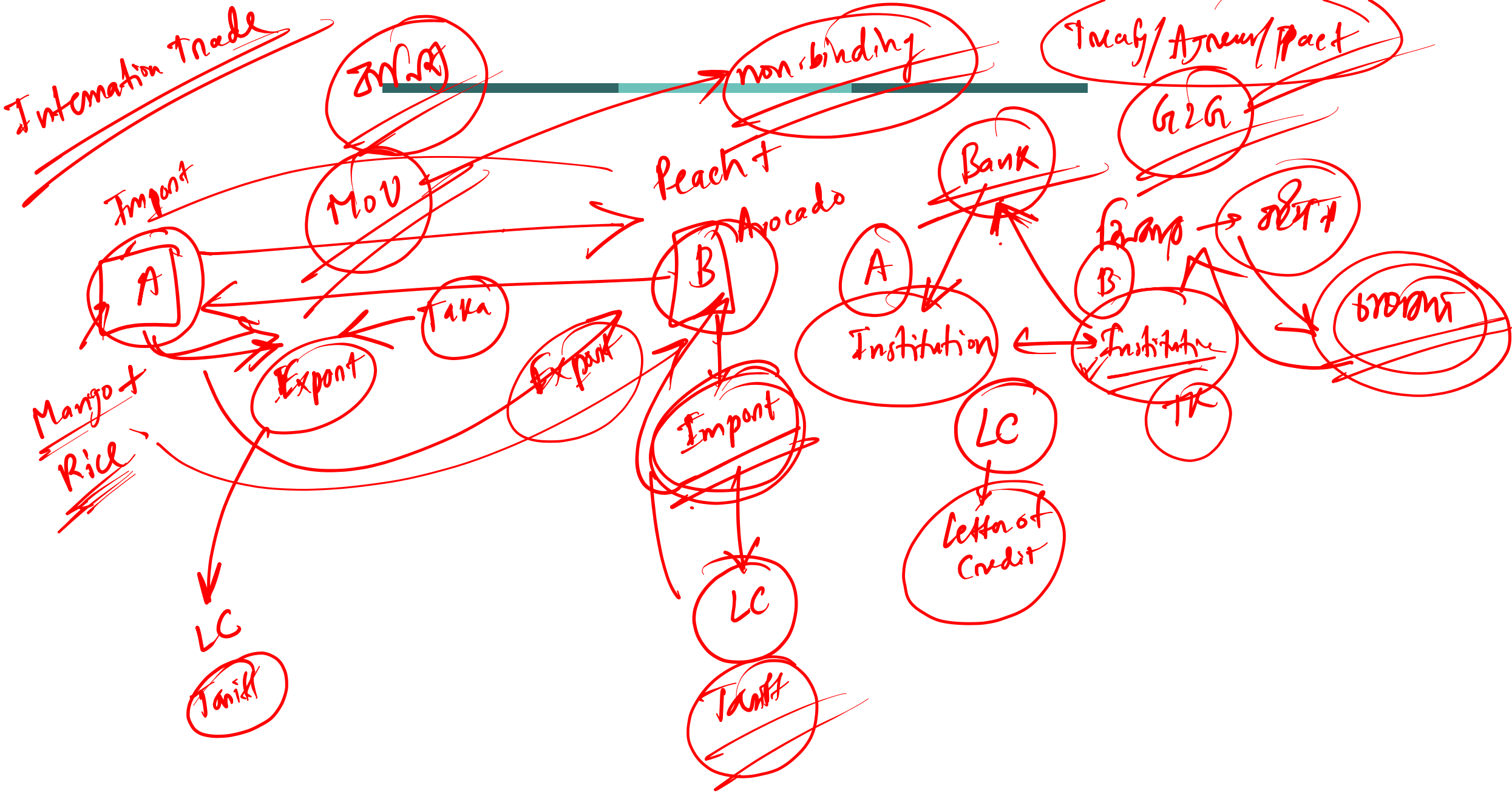

MoU
non-binding
G2G
Bank
Peach
Avocado
A
B
Taka
Export
Import
Mango
Rice
Institution
LC
Letter of Credit

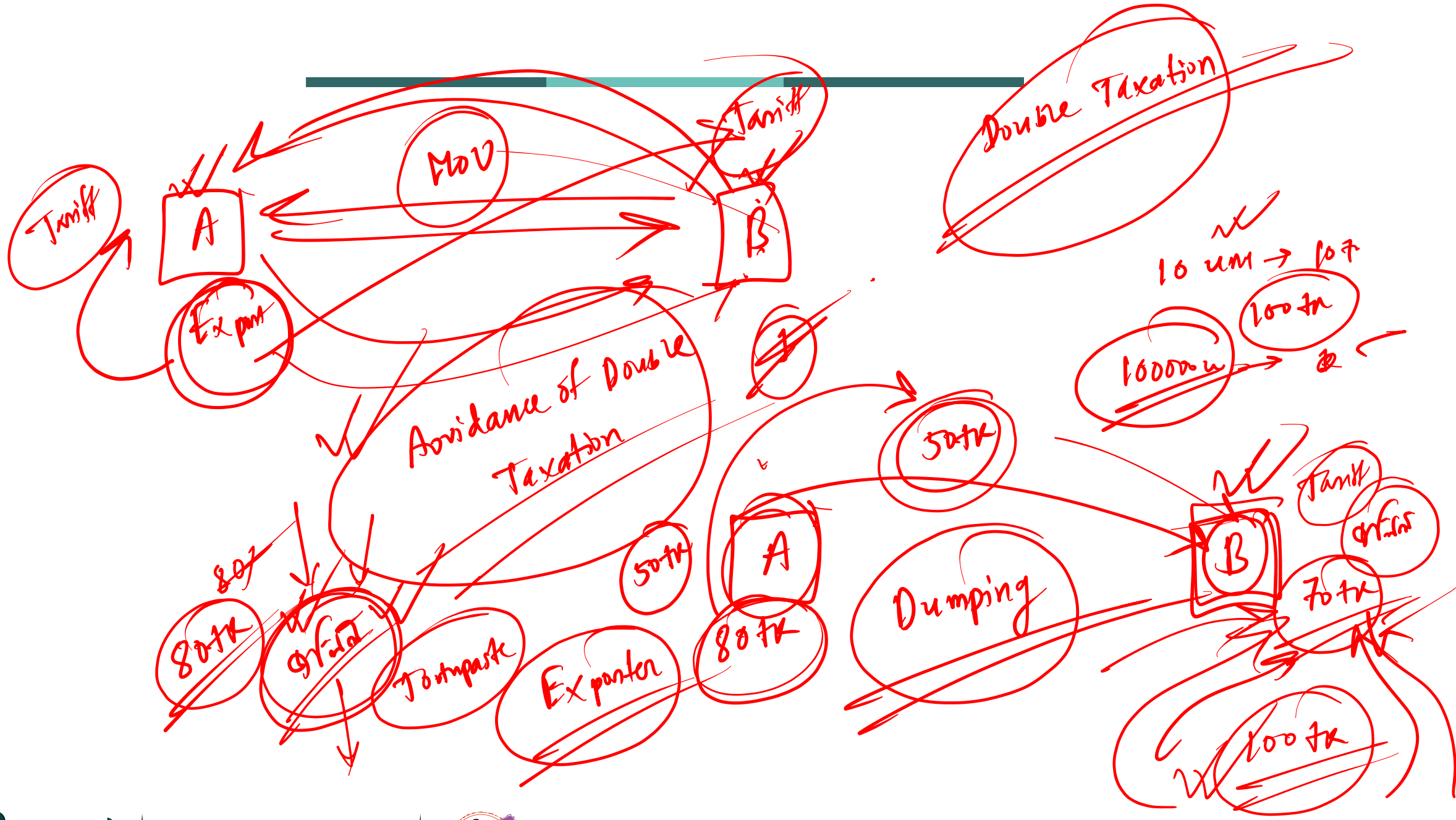

Tariff
A
MoU
Tariff
B
Double Taxation
Export
Avoidance of Double Taxation
50 tk
80 tk
Exporter
A
Dumping
B
Tariff
70 tk
100 tk

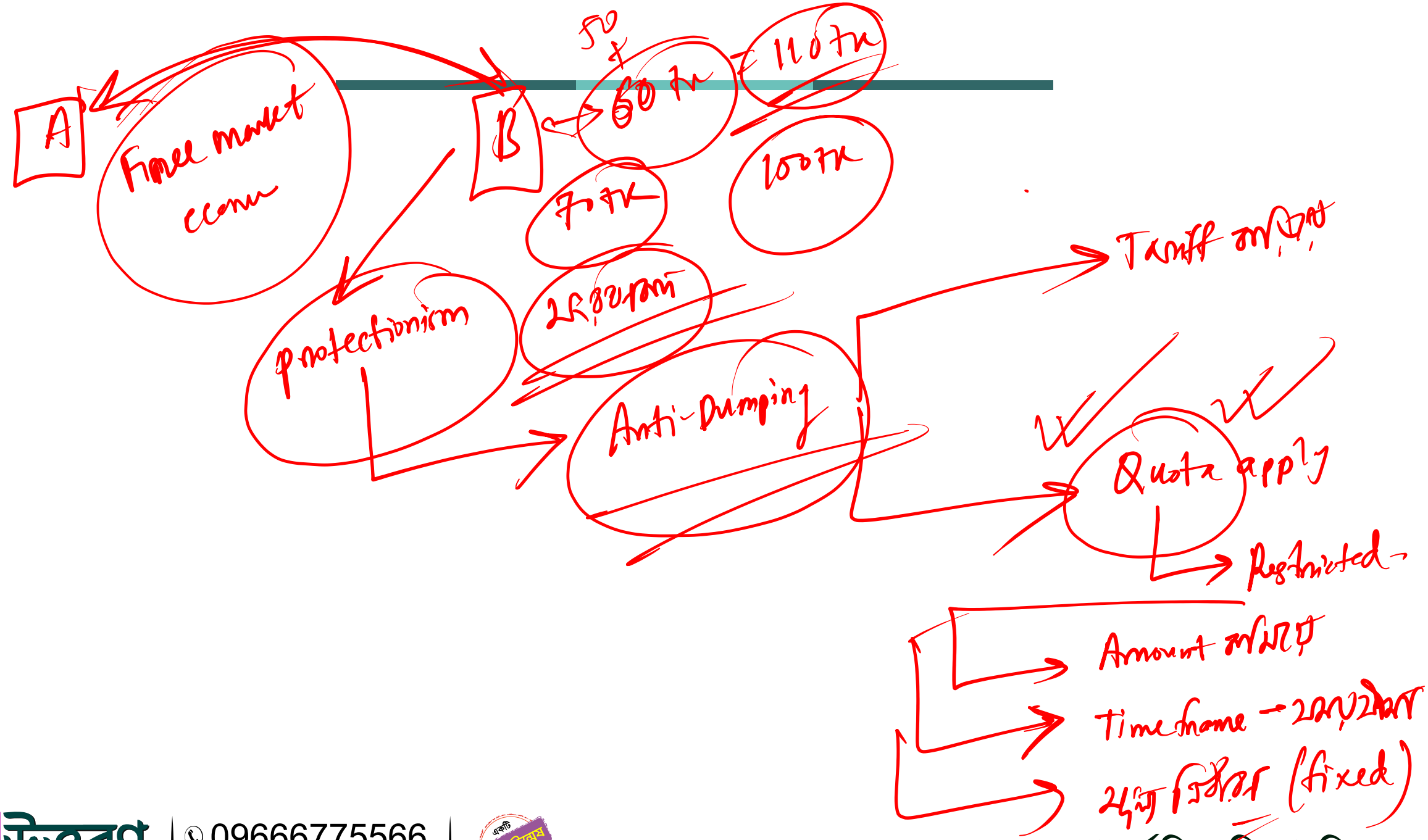

A
B
Free market econ
60 tk
110 tk
70 tk
100 tk
protectionism
Anti-Dumping
Quota apply
Restricted
Time frame
(fixed)

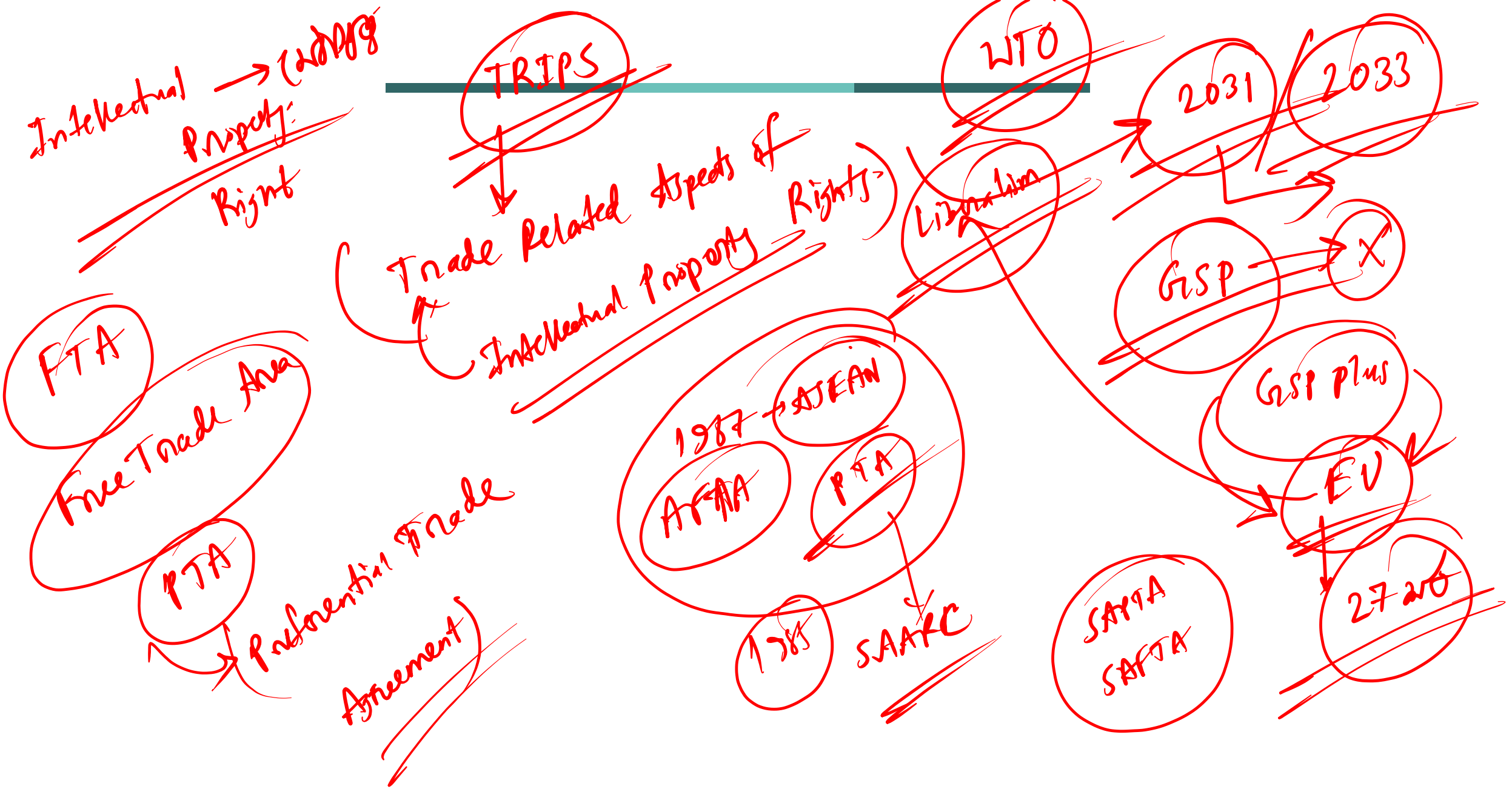

Intellectual Property Right → মেধাস্বত্ব

TRIPS → Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights

WTO

Liberalism

2031 2033

GSP → X

GSP plus

EU

27 টি

FTA

Free Trade Area

PTA

Preferential Trade Agreement

1987 → ASEAN

AFTA

PTA

1985 SAARC

SAPTA

SAFTA

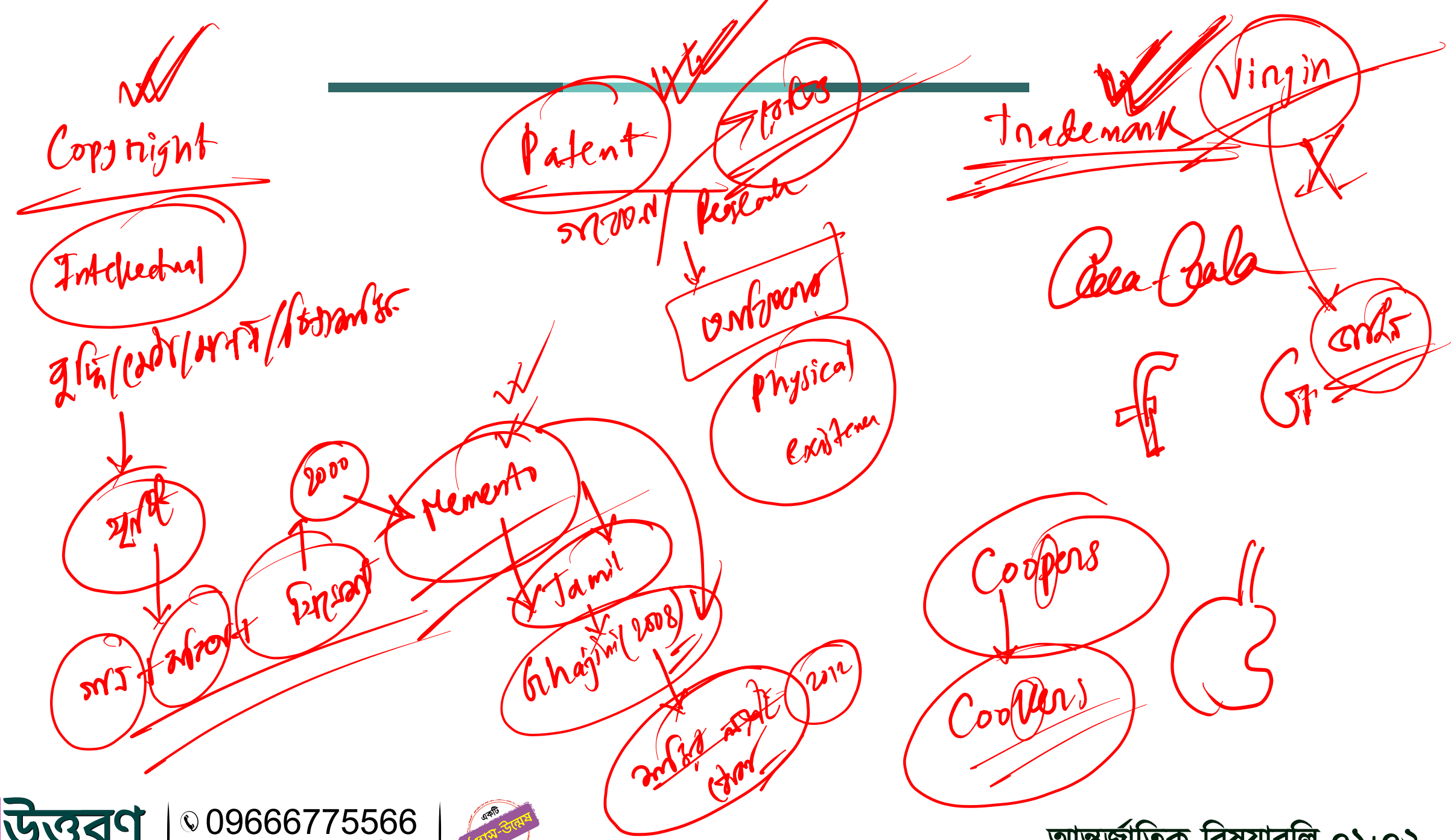

Copyright

Intellectual

বুদ্ধি/মেধা/মনন/...

Patent

Research

physical existence

Trademark

Virgin

Coca-Cola

2000

Memento

Tamil

Ghajini (2008)

2012

Coopers

Coolers

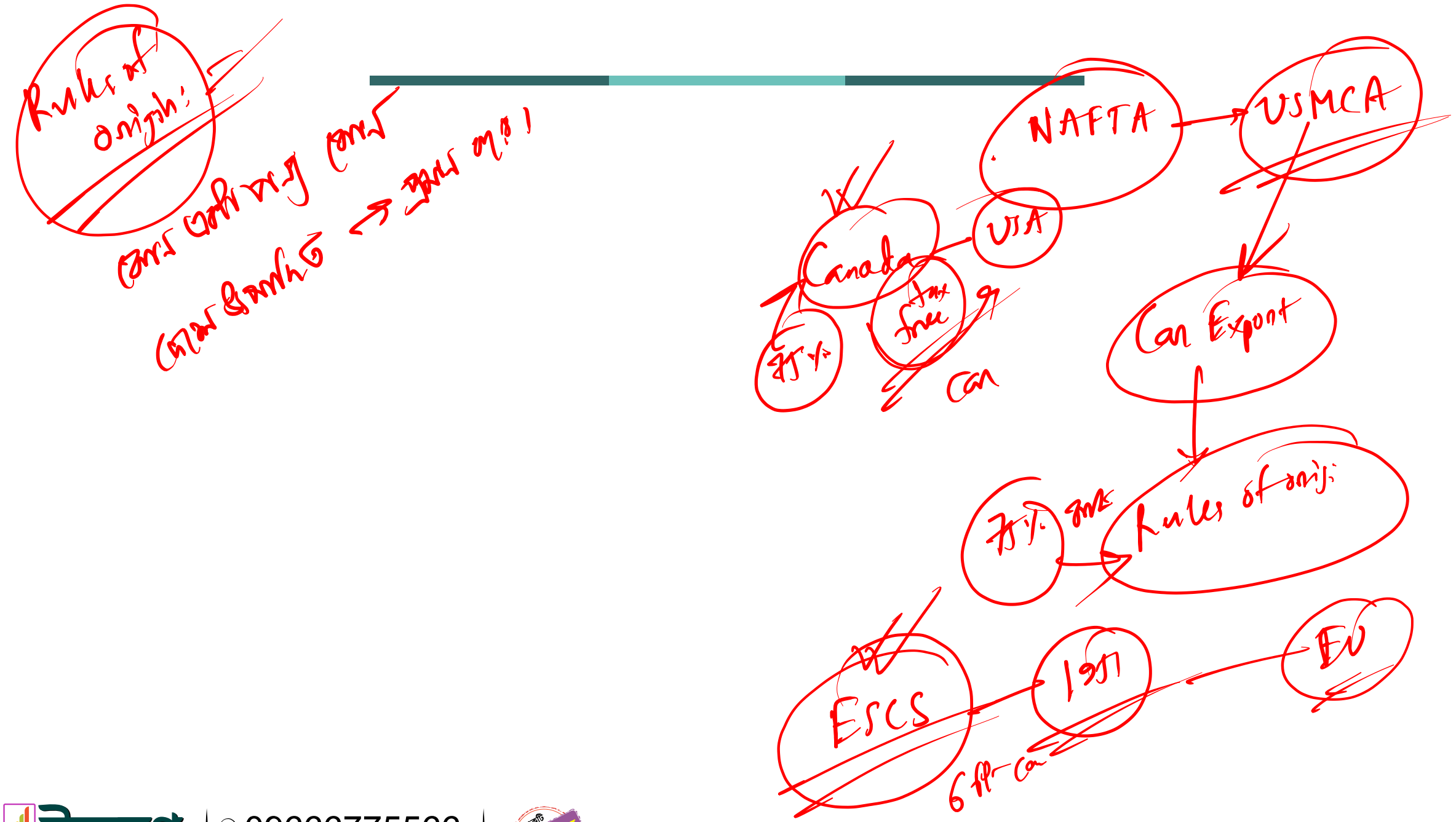

Rules of origin:

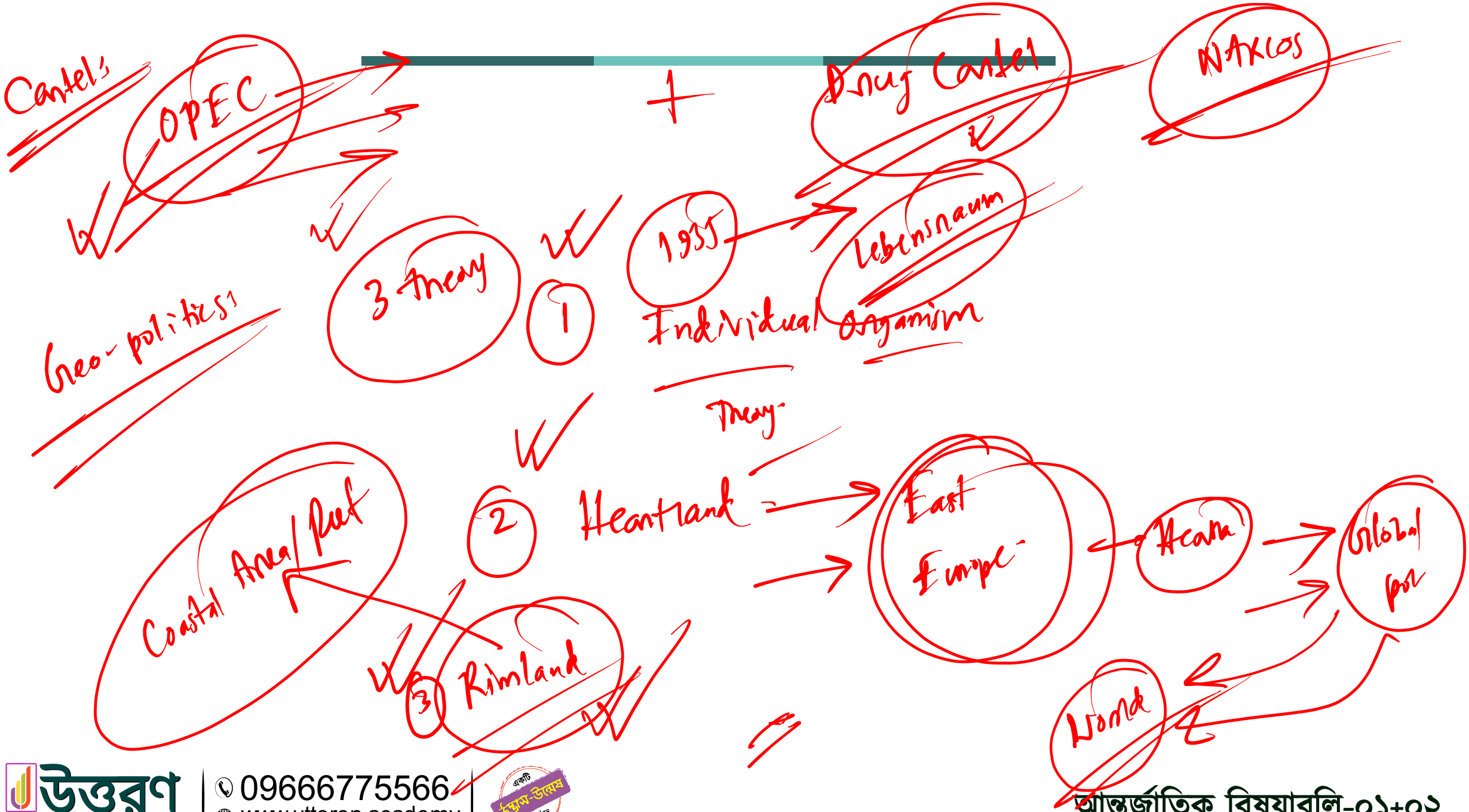

Cartel;

OPEC

Drug Cartel

NARCOS

Geo-politics;

3 Theory

1 1935 → Lebensraum

Individual Organism

Theory

2 Heartland → East Europe → Heart → Global pow

World

Coastal Area/ Port

3 Rimland

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ অর্থনৈতিক উদারীকরণ

সাধারণভাবে অর্থনৈতিক উদারীকরণ বলতে বোঝায় যেখানে দেশের ব্যবসা বাণিজ্য কিংবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের উপর সরকার কোনো প্রকার নিষেধাজ্ঞা প্রদান করেন না। অর্থাৎ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের উপর থেকে সরকারের নিয়ন্ত্রণ হ্রাস এবং মুক্ত বাজার অর্থনীতির নীতি গ্রহণ করাই হলো অর্থনৈতিক উদারতাবাদ। এটি সংরক্ষণবাদের বিপরীত ধারণা। সহজ ভাষায় বললে, ব্রিটেনের ব্রেক্সিট হওয়ার আগের অবস্থান ছিল অর্থনৈতিক উদারীকরণ আর ব্রেক্সিটের পরে হলো সংরক্ষণবাদ।

❑ অর্থনৈতিক উদারীকরণের বৈশিষ্ট্য

১. এখানে আর্থিক ইনোভেশন হিসেবে সাবপ্রাইম মর্টগেজ ঋণ চালু করা হয়। ফলে অধিক ঋণ ও প্রবৃদ্ধি দ্রুত নিশ্চিত করা যায়।

২. সরকারি বাধা-নিষেধ থাকে না ফলে বেসরকারি উদ্যোগ প্রস্ফুটিত হয়। এই মতবাদ ক্লাসিক্যাল উদারনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

৩. অর্থনৈতিক উন্নয়নকে উৎসাহিত করার জন্য নিয়ন্ত্রণ অপসারণ; যা নব্য উদারনীতির সাথে সম্পৃক্ত।

উদাহরণ: শিল্পোন্নত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে দেখা যায়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ অর্থনৈতিক উদারীকরণের শর্ত

✓ পূর্ণ বেসরকারিকরণ; ✓ শ্রমবাজার উন্মুক্ত থাকা;	✓ নিম্ন কর হার; ✓ দেশি-বিদেশি পুঁজির কম সীমাবদ্ধতা;	✓ মুক্তবাজার বিদ্যমান থাকা;

❑ সাম্প্রতিক প্রবণতা

চীন, বাংলাদেশ, ভারত, ব্রাজিলসহ অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশ এটিকে গ্রহণ করেই এগিয়ে যাচ্ছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ সংরক্ষণবাদ (Protectionalism)

➢ সংরক্ষণবাদের উপাদান

যে সকল পন্থায় সংরক্ষণবাদ প্রয়োগ করা হয়

✓ শুল্ক আরোপ ✓ কর আরোপ ✓ কোটা আরোপ ✓ বিধি-নিষেধ আরোপ প্রভৃতি।

➢ সংরক্ষণবাদের উদ্দেশ্য

✓ বিদেশি রাষ্ট্রের বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ

✓ দেশি শ্রমিক ও প্রতিষ্ঠান রক্ষা

১৯৬০ সালে উত্তরের ধনী দেশগুলো দক্ষিণের উপর এই অস্ত্র ব্যবহার করে। ফলে তারা ৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের ক্ষতির সম্মুখীন হন যা তাদেরকে প্রদত্ত সাহায্যের ৪০ গুণ বেশি।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

ডাম্পিং

অ্যান্টি ডাম্পিং

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ কোটা (Quota)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে কোনো দেশ কর্তৃক আমদানি বা রপ্তানির ক্ষেত্রে পণ্যের পরিমাণ বা সীমা নির্ধারণ করে দেওয়াকে বলা হয় কোটা। বাণিজ্যে কোটা নিম্নোক্ত ৩টি ভাবে হতে পারে –

১. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে পণ্যের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেওয়া।

২. বৈদেশিক পণ্যের মূল্য নির্ধারণ করে দেওয়া।

৩. বৈদেশিক পণ্য প্রবেশে সময়সীমা নির্ধারণ করে দেওয়া।

✓ অধ্যাপক প্যাডেল ফোর্ড ও লিংকন বলেন, 'Quotas are essentially devices for protecting domestic producers and conserving foreign exchange.' অর্থাৎ দেশীয় উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রণে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের একটি বিশেষ কৌশল হলো কোটা ব্যবস্থা।

❑ আন্তর্জাতিক কার্টেল (International Cartel)

কিছু সংখ্যক শিল্প প্রতিষ্ঠান তাদের উৎপাদিত পণ্যের মূল্য যৌথভাবে নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য সংঘবদ্ধ হলে সেই সংঘকে কার্টেল বলে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের অভ্যন্তরীণ প্রতিযোগিতার অবসান ঘটিয়ে একচেটিয়া স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে কার্টেল গঠিত হয়। যেমন: তেল রপ্তানিকারকদের কার্টেল হলো OPEC।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক কৌশলের একটি হাতিয়ার হলো কার্টেল (Cartel)। বিভিন্ন স্বাধীন ব্যবসায়ী সংস্থা একত্র হয়ে একই ধরনের ব্যবসায়ের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে। তখন ঐ স্বাধীন ব্যবসায়ী সংঘকে কার্টেল বলা হয়।

- **অধ্যাপক হুইটলেসির (Whittlesey) মতে,** "কার্টেল বলতে এক বা একই ধরনের ব্যবসায়ে লিপ্ত স্বতন্ত্র কারবারি প্রতিষ্ঠানগুলোর কোনো সংঘকে বোঝানো হয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সংশ্লিষ্ট পণ্যসামগ্রীর বাজারে প্রতিযোগিতার ওপর নিয়ন্ত্রণ চর্চা করা।"

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ মেধাস্বত্ব (Intellectual Property Rights)

কপিরাইট, পেটেন্ট এবং ট্রেডমার্ক এই তিন স্বত্বকেই মেধাস্বত্ব বলা হয়। Intellectual Property Rights হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা ধারককে এই ৩টি Item কে ১টি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একচেটিয়া ব্যবহারের অনুমতি দেয়।

❑ TRIPS

- Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) হলো মেধাস্বত্ব বিষয়ক চুক্তি। মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ ও নকল পণ্যের বাণিজ্য প্রতিরোধ করে আন্তর্জাতিক পরিসরে সকল সদস্য রাষ্ট্রের মধ্যে আইনগত সামঞ্জস্যতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে TRIPS চুক্তি করা হয়েছে।
- WIPO মেধাস্বত্বের মর্যাদা দিলেও TRIPS মূলত নিয়ন্ত্রণ হয় WTO দ্বারা। ১৯৯৪ সালে TRIPS চুক্তি হয় এবং ১৯৯৫ সালে তা কার্যকর হয়।
- TRIPS এর অধীনে রয়েছে- Patent ও Copyright আইন।

বৈশিষ্ট্য

- TRIPS একটি মেধাস্বত্ব আইন।
- WTO এর সদস্য দেশগুলোর একটি বৈধ চুক্তি হলো TRIPS।
- এই চুক্তির মাধ্যমে Trade mark, Copyright, Patent ও Design সহ অন্যান্য মেধাস্বত্ব সংরক্ষণ করা হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ Rules of Origin

কোনো একটি পণ্য বিদেশ থেকে আমদানি করার সময় শুল্ক কর্তৃপক্ষ আমদানি করা পণ্য কোন দেশ থেকে এসেছে তা নির্ধারণ করেন আর এই নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় বিস্তারিত নিয়মকানুনকে Rules of origin বলা হয়। কোন একটি পণ্য সম্পূর্ণভাবে একটি দেশে উৎপাদিত না হয়ে বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন দেশে উৎপাদিত হলে সেই পণ্যের প্রকৃত উৎস নির্ধারণের প্রক্রিয়া সংক্রান্ত নিয়মকানুনই Rules of Origin. যেমন, তৈরি পোশাকের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কাপড়, সুতা ও অন্যান্য উপাদান বিভিন্ন দেশ হতে সংগ্রহ করলেও মৌলিক পোশাক তৈরি হয় বাংলাদেশে। এজন্য তার রুলস অফ অরিজিন হবে বাংলাদেশ।

Rules of origin এর সাহায্যে পণ্যের উৎপত্তির দেশ নির্ধারণ করা হয়। এজন্য শুল্ক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন, বিধি ও প্রশাসনিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কর্তৃপক্ষ বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করে দেয় যে-

১. কোন পণ্যটি কোটার আওতায় পড়বে
২. কোন পণ্যটি শুল্কের আওতায় পড়বে
৩. কোন পণ্যটি GSP সুবিধা পাবে
৪. কোন পণ্যটি Anti-Dumping duty এর আওতায় পড়বে

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

উদারীকরণ, সংরক্ষণবাদ ছাড়াও আরও এক ধরনের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা শুধু অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রিকই নয় বরং পরিবেশের উপর বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের প্রভাব বিবেচনা করে পরিচালিত হয়। উল্লেখযোগ্য নব্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে রয়েছে- গ্রিন ইকোনোমি, ব্লু ইকোনোমি।

❑ গ্রিন ইকোনোমি

১. আঞ্চলিক, উপ-আঞ্চলিক এবং জাতীয় ফোরামের মাধ্যমে টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য পরামর্শ প্রদান;

২. বিনিয়োগ, প্রযুক্তি এবং এই সম্পর্কিত অন্যান্য বিষয়ের উপর গুরুত্ব প্রদানে সহায়তা দেওয়া;

৩. সবুজ অর্থনীতিকে সমর্থনের জন্য সামষ্টিক অর্থনৈতিক নীতিগুলো উন্নয়ন এর মূলধারার প্রেক্ষিত পরিবর্তনে সহায়তা;

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ ব্লু ইকোনোমি

সমুদ্র নির্ভর অর্থনীতিকে ব্লু ইকোনোমি বলে। ১৯৯৪ সালে অধ্যাপক গুন্টার পাউলি ভবিষ্যৎ অর্থনীতির জন্য পরিবেশ বান্ধব এবং টেকসই এ মডেলের ধারণা দেন।

- বিশ্ব ব্যাংকের মতে- 'সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রেখে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য সামুদ্রিক সম্পদের টেকসই ও যথার্থ ব্যবহার, উন্নত জীবন ব্যবস্থা এবং অধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টির ব্যবস্থাকে ব্লু ইকোনোমি বলা হয়।'
- ইউরোপীয় কমিশন ব্লু ইকোনোমি কে সংজ্ঞায়িত করেছে এভাবে- মহাসাগর, সাগর এবং উপকূলীয় এলাকায় সংঘটিত অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে ব্লু ইকোনোমি বলে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

একাধিক দেশ যখন নিজেদের প্রয়োজনে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পণ্য-সেবা লেনদেনের একটি বিশেষ সম্পর্কে আবদ্ধ হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে। অন্যভাবে বলা যায়, International trade is the exchange of goods or resources among the countries অর্থাৎ বিভিন্ন দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সম্পদের বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মধ্যে পার্থক্য

পার্থক্যের বিষয়	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
সংজ্ঞা	একই দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলে।	বিভিন্ন সার্বভৌম দেশের মধ্যে দ্রব্য ও সেবার বিনিময়কে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলে।
ভৌগোলিক সীমা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম হয়।
উপাদানের গতিশীলতা	একই দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্রম, মূলধন ও উদ্যোক্তা অত্যন্ত গতিশীল হয়।	বিভিন্ন দেশের মধ্যে জলবায়ু, সামাজিক রীতিনীতি, ভাষা এসবের পার্থক্যের কারণে উৎপাদনের উপাদানসমূহ সহজে গতিশীলতা লাভ করতে পারে না।
মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কোনো পার্থক্য বা অসুবিধার সৃষ্টি হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের মধ্যে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়। কারণ এ ব্যবস্থায় বিভিন্ন মুদ্রার মধ্যে বিনিময় হার নিরূপণের প্রয়োজন হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

পার্থক্যের বিষয়	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
সরকারি নীতি	এই বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির কোনো বিভিন্নতা নেই, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার সম্পূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে।	বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সরকারি নীতির বিভিন্নতা রয়েছে। এরূপ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বহু দেশ অংশগ্রহণ করে বিধায় বিভিন্ন দেশের সরকারের বিভিন্ন প্রকার নীতি ও উদ্দেশ্য বাণিজ্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে।
বাণিজ্য নীতি	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে বাণিজ্য নীতির পরিবর্তন হয় না।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য পৃথক বাণিজ্য নীতি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে প্রত্যেক দেশের জন্য পৃথক পৃথক বাণিজ্য নীতির প্রয়োজন হয়।
লেনদেন ভারসাম্য	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের কোনো সমস্যা নেই।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে লেনদেনের সমস্যা বেশ জটিল ও চিরন্তন। এ রূপ বাণিজ্যে লেনদেনের ভারসাম্যের সমতা স্থাপনের জন্য মুদ্রার অবমূল্যায়ন, মুদ্রা সংকোচন আমদানি নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

পার্থক্যের বিষয়	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য	আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
নিয়ন্ত্রণ	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক কার্যক্রম অবাধে পরিচালিত হয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় বিধি-নিষেধ আরোপিত হয়।
উৎপাদন ব্যবস্থা	একই দেশের ভেতরে কারখানা আইন, শ্রম ও রাজস্বনীতি ইত্যাদি প্রায় একই রকম থাকে।	পক্ষান্তরে বিভিন্ন দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা বিভিন্ন ধরনের হয় বলে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বিভিন্ন দেশের মধ্যে একই ধরনের দ্রব্যের উৎপাদন ব্যয়ের যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষ করা যায়।
পরিবহন ও বীমা	অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক কম এবং বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক নয়।	আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে পরিবহন ব্যয় তুলনামূলক অধিক এবং বীমা ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ টিকফা (TICFA)

TICFA এর পূর্ণরূপ Trade and Investment Co-Operation Framework Agreement. যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যে বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশের সাথে টিকফা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সম্পর্ক বাড়াতে ২০০২ সালে বাংলাদেশের সাথে 'ট্রেড এন্ড ইনভেস্টমেন্ট ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট (টিফা)' করার আগ্রহ প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম চুক্তির প্রস্তাব পাঠায়। উভয় দেশের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয় ২০০৩ সালে। বিভিন্ন জটিলতার কারণে দীর্ঘ ১১ বছর ধরে আলোচনার পর অবশেষে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে বাণিজ্য ও বিনিয়োগ সহযোগিতা ফোরাম চুক্তি TICFA স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ সরকার। ১৭ জুন, ২০১৩ প্রস্তাবিত এ চুক্তির খসড়া অনুমোদন করে মন্ত্রিসভা। ২৫ নভেম্বর ২০১৩ সালে এই চুক্তি হয়। এ TICFA চুক্তির মূল বিষয় চারটি।

যেমন – ১. নিরাপত্তা, ২. পারস্পরিক বিনিয়োগ সুরক্ষা, ৩. মেধাস্বত্ব অধিকার, ৪. শ্রম হস্তান্তর নিশ্চিত করা

এছাড়া অন্যান্য বিষয়সমূহ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এ চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য করা হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ চুক্তির সম্ভাব্য সুবিধাসমূহ

যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে বাধাসমূহ দূরীকরণ। যেমন –

১. বৃহত্তর বাণিজ্যের মাধ্যমে ব্যাপক রপ্তানিমুখী আয়।
২. কর্মসংস্থান সৃষ্টি।
৩. দু'দেশের বেসরকারি খাতের মধ্যে আন্তঃচুক্তি উৎসাহিতকরণ।
৪. সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
৫. বাংলাদেশে প্রযুক্তিগত জ্ঞানের বিকাশ।

বাংলাদেশের সাথে এ চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র বিনিয়োগ ও বাণিজ্য সংক্রান্ত যে কোনো সমঝোতায় উন্নীত হতে পারলেও বিশেষজ্ঞদের অভিমতে সমস্যাটি হলো বাংলাদেশ প্রধানত চার রকম চ্যালেঞ্জের মুখে পড়বে। এগুলো হলো:

- ✓ এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করার ফলে WTO'র মেধাস্বত্বের ব্যাপারে স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে যে রেয়াত এর সুবিধা বাংলাদেশ লাভ করে তা থেকে বঞ্চিত হবে।
- ✓ পরিবেশ দূষণ বা জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্তি সংক্রান্ত দরকষাকষির সুযোগ থেকে বাংলাদেশ বঞ্চিত হবে।
- ✓ শ্রমমান সংক্রান্ত চুক্তির কারণে রপ্তানি শিল্প হুমকির মুখে পড়বে।
- ✓ বাংলাদেশি পণ্যের শুল্কমুক্ত বাজার সুবিধা অনিশ্চিত হয়ে পড়বে।

❑ GSP সুবিধা ও বাংলাদেশের শ্রম আইন

GSP এর পূর্ণরূপ Generalized System of Preference। GSP একটি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে সুবিধার নাম। অর্থাৎ স্বল্পোন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলোতে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে যে বিশেষ অগ্রাধিকার পায় তাকেই বলে GSP। ১৯৭১ সাল থেকে WTO স্বল্পোন্নত দেশগুলোর জন্য GSP সুবিধা চালু করে। বাংলাদেশ ১৯৭৫ সালে LDC ভুক্ত হয় এবং ১৯৭৬ সাল থেকে GSP সুবিধা পাচ্ছে। বাংলাদেশ ২০১৮ সালে LDC মুক্ত হওয়ার ঘোষণা পাওয়ায় ২০২৬ সালে LDC মুক্তির চূড়ান্ত ছাড়পত্র পাবে। ২০২৭ সালে বাংলাদেশ GSP সুবিধা হারাবে এমনটাই ছিল শর্ত কিন্তু কোভিড-১৯ এর কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় ২০২৯ সাল পর্যন্ত GSP সুবিধা বর্ধিত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, GSP পদ্ধতিতে বাংলাদেশ পোশাক রপ্তানিতে ১২.৫% শুল্ক রেয়াত পায়। USA এং EU বাংলাদেশকে প্রদত্ত GSP সুবিধা অব্যাহত রাখার জন্য যে সকল শর্ত আরোপ করছে তার মধ্যে অন্যতম–

১. গার্মেন্টস শিল্পের পরিবেশ ২. Trade Union ৩. শ্রমিকদের কল্যাণে করণীয়

২৭ জুন, ২০১৩ USA বাংলাদেশকে প্রদত্ত অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করেছে। বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্র অগ্রাধিকারমূলক বাজার সুবিধা (জিএসপি) স্থগিত করার কিছু কারণ নিম্নে দেওয়া হলো।

★ শ্রমিকের স্বার্থ রক্ষা করতে না পারা
★ সংগঠনের অধিকার না থাকা
★ কর্মপরিবেশের নিরাপত্তার অভাব
★ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণ করতে না পারা
★ শ্রমিকদের বীমার আওতায় আনতে ব্যর্থ
★ পোশাক কারখানায় একের পর এক দুর্ঘটনাসহ কয়েকটি কারণে জিএসপি স্থগিত করা হয়েছে

শ্রমিকের স্বার্থ সুরক্ষা ১২ মে, ২০১৩ মন্ত্রিপরিষদে বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এ আইনে –

১. শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন করার সুযোগ রাখা হয়েছে।

২. যে শিল্প প্রতিষ্ঠানে ন্যূনতম ১০০ শ্রমিক রয়েছে সেখানে জীবন বীমা বাধ্যতামূলক।

৩. গার্মেন্টস শিল্পের লভ্যাংশের ৫% শ্রমিকদের কল্যাণে ব্যয় করতে হবে।

আশা করা যাচ্ছে, এগুলো বাস্তবায়িত হলে GSP- র সুবিধা অব্যাহত রাখার বাধা কেটে যাবে।

❑ জিএসপি প্লাস (GSP Plus)

জিএসপি হলো অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্যিক সুবিধা। স্বল্পোন্নত দেশগুলোকে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) জিএসপি সুবিধা প্রদান করে থাকে। আর WTO ছাড়া অন্য কোনো সংস্থা যদি জিএসপি সুবিধা প্রদান করে তাকে GSP Plus সুবিধা বলে। তবে বর্তমানে শুধু ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU) জিএসপি প্লাস কর্মসূচি অনুসরণ করছে। জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়ার শর্তগুলো নিম্নরূপ:

- EU ভুক্ত দেশগুলো হতে মোট আমদানির চেয়ে রপ্তানি ১০% এর কম হলে জিএসপি প্লাস সুবিধা পাবে।
- ইউরোপে রপ্তানির ক্ষেত্রে ২৭টি শর্ত পালনের পর জিএসপি প্লাস সুবিধা পাওয়া যাবে।

বাংলাদেশের জিএসপি প্লাস পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বল্পোন্নত দেশগুলো থেকে EU ভুক্ত দেশগুলোর মোট আমদানির ১০ শতাংশ অতিক্রম করেছে। ফলে এ নীতিমালার কারণে বাংলাদেশকে ইউরোপ জিএসপি প্লাসের সুবিধা দিতে পারবে না। তাই বাংলাদেশের পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে অন্যান্য দেশের মতো স্বাভাবিক হারে শুল্ক পরিশোধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

- MOST FAVOURED NATION (MFN)
- অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য ব্যবস্থা- (PTA)
- বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ বাংলাদেশের কিছু বিদেশি প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ সুবিধা

- ✓ ১০০ ভাগ সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ;
- ✓ স্টক এক্সচেঞ্জের মাধ্যমে পাবলিক কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ের দ্বারা তালিকাভুক্ত বিনিয়োগ;
- ✓ 'One stop' সার্ভিস;
- ✓ অবকাঠামোগত প্রকল্পে বিনিয়োগ; যেমন- বিদ্যুৎ খাত, তেল, গ্যাস ও খনিজ অনুসন্ধান, টেলিযোগাযোগ, বন্দর, সড়ক ও জনপথ;
- ✓ সরাসরি বা প্রত্যক্ষ ক্রয় অথবা সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করা;
- ✓ বেসরকারি ইপিজেডে বিনিয়োগ। বেসরকারি উদ্যোগে রপ্তানিমুখী ও প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প প্রতিষ্ঠায় দেশীয় ও বিদেশি বিনিয়োগকারীদের সব ধরনের সেবা প্রদানের জন্য বিনিয়োগ বোর্ড গঠন।
- ✓ বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিনিয়োগ। যেমন: ভারত, চীন, জাপান, কোরিয়া বাংলাদেশের বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিনিয়োগ করছে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ বাংলাদেশে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের সম্ভাবনা

বাংলাদেশ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের একটি অপার সম্ভাবনাময় দেশ। অতি অল্প সময়ে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি আসলে প্রমাণ করে, নেতিবাচক রাজনীতির পরও বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এ দেশে বিনিয়োগে উৎসাহিত হয়েছেন। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের পরেই বাংলাদেশে সর্বোচ্চ বিনিয়োগ। নিচে বাংলাদেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের সম্ভাবনাগুলো তুলে ধরা হলো–

- অবকাঠামোগত উন্নয়ন
- মানবসম্পদ উন্নয়ন
- কারিগরি দক্ষতার উন্নয়ন
- কর অবকাশ সুবিধা প্রদান
- রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষা
- সুশাসন প্রতিষ্ঠা
- ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি
- আমলাতান্ত্রিক জটিলতা হ্রাস
- ভাবমূর্তি উন্নয়ন

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ বৈদেশিক বিনিয়োগের সমস্যা

- রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
- উগ্রবাদ
- সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা
- অবকাঠামোগত সমস্যা
- অদক্ষ শ্রমিক
- বাজারের সংকীর্ণতা
- শ্রমিক অসন্তোষ
- দুর্নীতি ও সুশাসনের অভাব
- আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি
- বাংলাদেশের ভাবমূর্তি

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ বৈদেশিক সাহায্য

কোনো দেশ স্বাভাবিক প্রয়োজন অথবা জরুরি প্রয়োজনে যে পরিমাণ অর্থ বা সম্পদ শর্তহীন বা শর্তযুক্তভাবে বিদেশ থেকে গ্রহণ করে, তাকে বৈদেশিক সাহায্য বলে।

বৈদেশিক সাহায্য তিন ধরনের:

- ঋণ
- মঞ্জুরি
- বৈদেশিক বেসরকারি বিনিয়োগ

❑ বৈদেশিক সাহায্য পাওয়ার উৎস

একটি দেশ বিভিন্ন উৎস থেকে বৈদেশিক সাহায্য এবং অনুদান পেয়ে থাকে:

✓ দ্বিপক্ষীয় চুক্তির মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে; যেমন- জাপান, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, চীন, সৌদি আরব ইত্যাদি।

✓ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে; যেমন- IMF, WB, ADB, AIIB ইত্যাদি।

✓ জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত এজেন্সি UNICEF, FAO, UNDP, UNESCO, WHO, ITU ইত্যাদি।

✓ বিভিন্ন অঞ্চলভিত্তিক সংগঠন; যেমন- OPEC

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ ঋণ সংকট (Debt Crisis)

ঋণ সংকট এমন এক পরিস্থিতি যখন কোনো দেশ তার বৈদেশিক ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। বিভিন্ন সময়ে বিশ্বের অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলো ঋণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ১৯৮০ এর দশকে লাতিন আমেরিকার বেশ কয়েকটি দেশ ঋণ সংকটে পড়েছিল। ঐ সময় ব্রাজিল, আর্জেন্টিনা আর মেক্সিকোর মতো দেশগুলো উদীয়মান অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হতো এবং তাদের অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। সে সময় বিশ্বব্যাংক, IMF সহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের ঋণ দিয়েছিল। কিন্তু দেশগুলো এই ব্যাপক ঋণের চাপ সামলাতে না পেরে নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করেছিল। এরপর ৯০ এর দশকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোও ঋণ সংকটের সম্মুখীন হয়েছিল। ২০০৯-১০ সালে গ্রিস ঋণ সংকটের সম্মুখীন হয়। গ্রিসের ঋণ সংকট পুরো ইউরোপকে আতঙ্কগ্রস্ত করে তুলেছিল বলে একে ইউরোজোন ঋণ সংকটও বলা হয়।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ North-South Gap

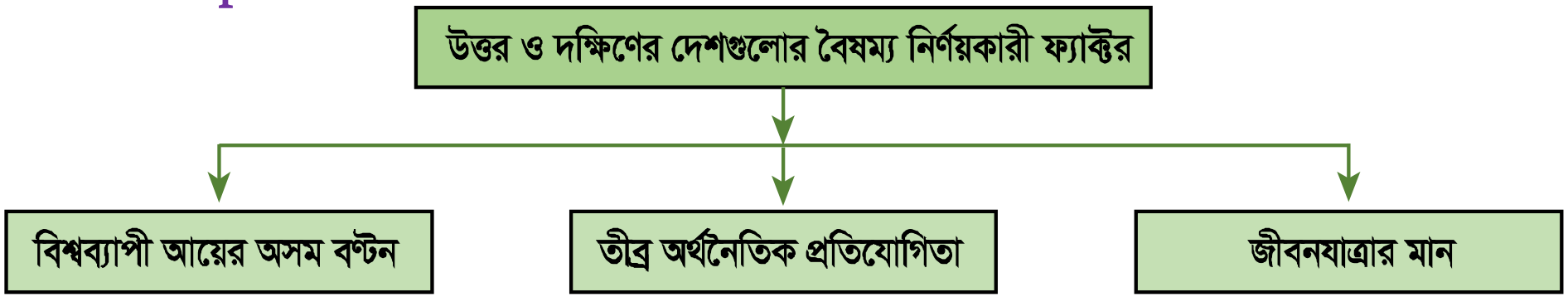

➢ বিশ্বব্যাপী আয়ের অসম বণ্টনের কারণসমূহ

✓ বর্তমান বিশ্বের মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উত্তরের উন্নত দেশগুলোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শিল্প কাঠামোর সাথে দক্ষিণের দরিদ্র দেশগুলো টিকে থাকতে পারছে না।

✓ তুলনামূলক ভালো আয় ও জীবনযাপনের আশায় অনুন্নত ও উন্নয়নশীল গোষ্ঠীর জনশক্তির একটি বড় অংশ দেশান্তরিত হচ্ছে। ফলে সমৃদ্ধ মেধা ও দক্ষ কারিগরি শক্তির একটি বড় অংশ স্থানান্তরিত হচ্ছে উন্নত বিশ্বে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ তীব্র অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতার কারণসমূহ

- ✓ উত্তরের দেশগুলোতে রয়েছে অবকাঠামোগত সুবিধা যা উৎপাদন এবং বণ্টনকে ত্বরান্বিত করে। দুর্বল ও ভঙ্গুর অর্থনীতির দেশে পর্যাপ্ত অবকাঠামোগত সুবিধার অভাবে সর্বোচ্চ পরিমাণ উৎপাদন ও সুষ্ঠু বণ্টন নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।
- ✓ স্থিতিশীল বৃহৎ অর্থনৈতিক অবকাঠামোর ফলে উত্তরের দেশগুলো দক্ষিণের অস্থিতিশীল ও উন্নয়নশীল দেশ হতে বহুদূর অগ্রসর।
- ✓ উত্তরের দেশগুলোতে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা লক্ষ করা যায়। অপরদিকে, তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে এ সকল প্রতিষ্ঠানে সমন্বয়হীনতা; অরাজকতা, দুর্নীতি এবং অস্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ বিদ্যমান।

❑ জীবনযাত্রার মানে ভিন্নতার কারণ

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে তুলনা

পার্থক্যসমূহ	উত্তরের দেশসমূহ	দক্ষিণের দেশসমূহ
রাজনৈতিক ক্ষেত্রে	বাহ্যিক হুমকি – ৯/১১, লন্ডন হামলার মতো সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম নিয়ে এ দেশগুলো উদ্বিগ্ন থাকে।	অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি, আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো কার্যক্রম নিয়ে এ দেশগুলো উদ্বিগ্ন থাকে।
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে	সস্তা শ্রম দ্বারা পরিচালিত উৎপাদনমুখী শিল্পনির্ভর অর্থনীতি।	প্রধানত কৃষিপ্রধান অর্থনীতি।
সামাজিক ক্ষেত্রে	ধর্ম এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সুশৃঙ্খল।	উঁচু শ্রেণির দ্বারা সামাজিক ক্ষেত্র নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ এককথায় উন্নত ও দরিদ্র দেশসমূহের বৈষম্যের কারণসমূহ

✓ বর্তমানে বিশ্বে মোট জনসংখ্যার ধনীদের ১% এর উপার্জন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উপার্জনের ৫৭% এর সমান।
✓ বাণিজ্যে ঘাটতি
✓ সাহায্যের ঘাটতি
✓ ঋণের বোঝা
✓ আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যক্রমে ব্যর্থতা
✓ নব্য উপনিবেশিকতা
✓ প্রাকৃতিক দুর্যোগ
✓ অপরিকল্পিত স্থাপনা পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে সৃষ্ট সমস্যা।

❑ North-South Dialogue এর প্রয়োজনীয়তা: North-South Gap যেভাবে কমিয়ে আনা যায় –

প্রথমত : উত্তরের দেশগুলোকে তোষণনীতির মাধ্যমে হলেও আলোচনার টেবিলে বসিয়ে তাদেরকে বর্তমান আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তবতা উপলব্ধি করাতে হবে এবং এক্ষেত্রে দক্ষিণের দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টা অপরিহার্য।

দ্বিতীয়ত : South South Co-operation বৃদ্ধি করতে হবে। দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতা বৃদ্ধির মাধ্যমে উন্নত রাষ্ট্রগুলোর ওপর আন্তর্জাতিক চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

তৃতীয়ত : দক্ষিণের দেশগুলোর মধ্যকার বিরোধ শান্তিপূর্ণভাবে মেটাতে হবে এবং তাদের মধ্যে অধিকতর সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে।

চতুর্থত : নিজস্ব প্রযুক্তির বিকাশের মাধ্যমে উত্তরের দেশগুলোর ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে হবে, দক্ষিণের দেশগুলোর পররাষ্ট্রনীতি স্বাধীন না হলে তারা উত্তর-দক্ষিণ আলোচনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে না।

আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক

❑ বৈশ্বিক দারিদ্র্য

দারিদ্র্য এমন অর্থনৈতিক অবস্থা, যখন একজন মানুষ জীবনযাত্রার ন্যূনতম মান অর্জনে এবং স্বল্প আয়ের কারণে জীবনধারণের অপরিহার্য দ্রব্য ক্রয় করার সক্ষমতা হারায়।

Nearly half of the Worlds Populations currently lives in poverty and their income less then $2 per day. Of those living in poverty over 800 million people live in extreme poverty and surviving on less then $1.25 per day.

– United Nations.

Poverty is about not having enough money to meet basic needs including food, clothing and Shelter. Countries Typically define National poverty lines and we use the lines of a group of the poorest Countries to define the International Extreme poverty line of $1.90 Per day.

– World Bank

MILLENNIUM DEVELOPMENT GOALS (MDG)

➲ ২০০০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের **৫৫তম** সাধারণ অধিবেশনের পূর্বে ৬-৮ সেপ্টেম্বর **তিনদিন ব্যাপী** জাতিসংঘ **মিলেনিয়াম** শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

MDG Goals (৮টি)	
	০১. চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধা দূর করা
	০২. সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য অর্জন করা
	০৩. নারী পুরুষের সমতা এবং নারীর ক্ষমতায়নকে অগ্রাধিকার
	০৪. শিশু মৃত্যু হার হ্রাস
	০৫. মাতৃ স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটানো
	০৬. HIV, ম্যালেরিয়া ও অন্যান্য রোগ প্রতিরোধ
	০৭. টেকসই পরিবেশ
	০৮. উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্ব

SDGs

২০০০-২০১৫ সাল সময়কালে MDGs এর সফলতার ধারাবাহিকতায় ২০১২ সালে United Nations Conference on Sustainable Development (Rio+20), অনুষ্ঠানে টেকসই উন্নয়ন বা SDGs এর ধারণার উদ্ভব ঘটে। যা কার্যকর হয় ২০১৫ সালে।

- **SDGs এর মূলমন্ত্র হলো:** 'Leave no one behind'.
- **মোট অভীষ্ট:** ১৭টি, UNDP'র মতে যার নাম 'Global Goals'.
- **Targets/লক্ষ্যমাত্রা:** ১৬৯টি। Indicators/সূচক: ইউনিক Indicators ২৩১টি। তবে মোট Indicators ২৪৮টি।
- **সময়কাল:** জানুয়ারি, ২০১৬-ডিসেম্বর, ২০৩০।
- **"Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development."**
- **মূল উদ্দেশ্য/ক্ষেত্র:** 5P – People, Planet, Peace, Prosperity and Partnership.

SDG GOALS

1 NO POVERTY
2 ZERO HUNGER
3 GOOD HEALTH AND WELL-BEING
4 QUALITY EDUCATION
5 GENDER EQUALITY
6 CLEAN WATER AND SANITATION
7 AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY
8 DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH
9 INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE
10 REDUCED INEQUALITIES
11 SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES
12 RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION
13 CLIMATE ACTION
14 LIFE BELOW WATER
15 LIFE ON LAND
16 PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS
17 PARTNERSHIPS FOR THE GOALS
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- নিষেধাজ্ঞা কী? ইউক্রেন রাশিয়া যুদ্ধে রাশিয়ার উপর পশ্চিমাদের আরোপিত নিষেধাজ্ঞা দেশটির অর্থনীতিকে কতটা প্রভাবিত করেছে? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- ব্যাকডোর কূটনীতি বলতে কী বোঝায়? সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- QUAD বলতে কী বোঝায়? QUAD গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ভোট ব্যবস্থায় ভেটো ক্ষমতার বিধান রাখার অন্তর্নিহিত যুক্তি কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- Soft power বলতে কী বোঝায়? রাষ্ট্রীয় নীতি বাস্তবায়নে এটির প্রয়োগ কতটুকু বাস্তবসম্মত? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- হাইব্রিড যুদ্ধ কী? হাইব্রিড যুদ্ধের লক্ষ্য কী? [৪৪তম বিসিএস লিখিত]
- সাইবার সন্ত্রাস বলতে কী বোঝায়? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- ক্ষমতার ভারসাম্য তত্ত্বের মূল বক্তব্য কী কী? [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- কূটনীতির বিভিন্ন স্তরের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৪৩তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে 'মানবিক হস্তক্ষেপ' নীতিটি কী? [৪১তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- বর্তমান বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে সমষ্টিগত নিরাপত্তা ব্যবস্থা কতখানি প্রাসঙ্গিক? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- ইসলামোফোবিয়া ধারণাটি সম্পর্কে লিখুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- টিকা কূটনীতি বলতে কী বোঝেন? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক বাণিজ্য most favoured nation বলতে কী বোঝায়? [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- পৃথিবী কীভাবে সুনীল বা সমুদ্র অর্থনীতির ধারণার দিকে অগ্রসর হচ্ছে আলোচনা করুন। [৪১তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতিতে জনকূটনীতির গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- অর্থনৈতিক কূটনীতি কী? বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতিতে অর্থনৈতিক কূটনীতির গুরুত্ব আলোচনা করুন। অর্থনৈতিক কূটনীতি শক্তিশালী করার জন্য বাংলাদেশ কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের গতিপ্রকৃতি উল্লেখ করুন। [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- আঞ্চলিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে ফাংশনালিজম (functionalism) তত্ত্বের গুরুত্ব কী? [৪০তম বিসিএস লিখিত]
- বৈশ্বিক সম্পদের (Global Commons) ধারণাটি কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- মানব নিরাপত্তার প্রধান উপাদানসমূহ কী কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলতে কী বুঝায়? উদাহরণ দিন। [৩৮তম বিসিএস লিখিত]

বিগত সালের বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্নসমূহ

- অভ্যন্তরীণ এবং বাহ্যিক হুমকির মধ্যে পার্থক্য কী? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- জাতিসংঘের অধীনে শান্তিরক্ষা বলতে কী বুঝায়? [৩৮তম বিসিএস লিখিত]
- আঞ্চলিক ও আঞ্চলিকরণের পার্থক্য কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন অনুযায়ী (Exclusive Econimic Zone) বিশেষায়িত অর্থনৈতিক এলাকা বলতে কি বোঝায়? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের বহিঃ উপাদনগুলি কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- দ্বৈত ট্র্যাক (Dual Track) কূটনীতি কি? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তি বলতে কী বুঝায়? [৩৭তম বিসিএস লিখিত]
- ট্রানজিট ও ট্রান্সশীপমেন্টের সংজ্ঞা দিন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- কপিরাইট (Copyright) কী? [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- সন্ত্রাসবিরোধী ইসলামি সামরিক জোট সম্পর্কে লিখুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- শক্তির ভারসাম্য (Balance of Power) বলতে কি বোঝায় সংক্ষেপে আলোচনা করুন। [৩৬তম বিসিএস লিখিত]
- পররাষ্ট্রনীতির অভ্যন্তরীণ উপাদানগুলো কী কী? [৩৫তম বিসিএস লিখিত]

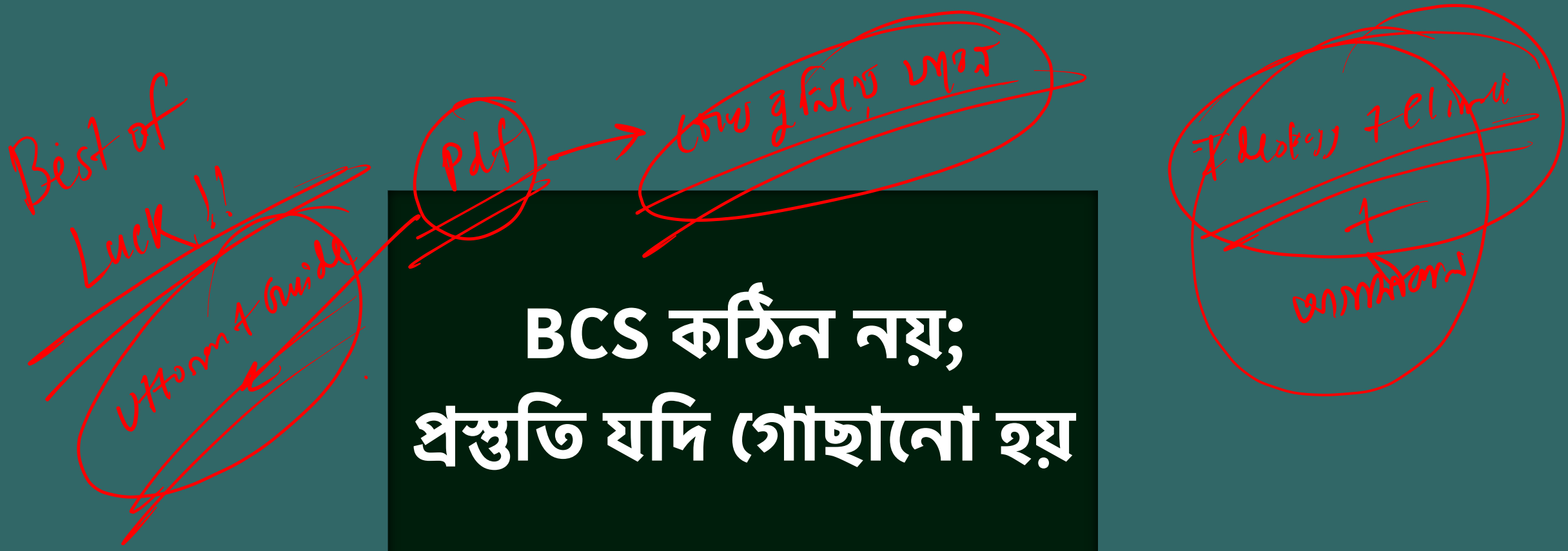

BCS কঠিন নয়;
প্রস্তুতি যদি গোছানো হয়

Facebook Page
https://www.facebook.com/uttoronacademy

Facebook Group (BCS উত্তরণ)
https://www.facebook.com/groups/www.uttoron.academy

YouTube Channel
https://www.youtube.com/c/Uttoron

উত্তরণ
ক্যারিয়ার এন্ড স্কিলস একাডেমি

BCS অনলাইন ও অফলাইনের সমন্বয়ে গোছানো প্রস্তুতি
(https://www.youtube.com/watch?v=MFKW8FSNnP0)

একটি উদ্যম-উন্মেষ প্রতিষ্ঠান

09666775566
www.uttoron.academy